পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 259 Monday, 19 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৫৯ সংখ্যা ❋ ২ ভাদ্র, ১৪৩১, সোমবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

কলকাতায় ৬২ শতাংশ কম ডেঙ্গু, কমেছে ম্যালেরিয়াও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ ভাদ্র মাস, ভরা বৃষ্টির মরসুম। যথেষ্ট বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। বর্ষা আসলেই পুরসভার চিন্তা বাড়ে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া নিয়ে। এই মশাবাহিত রোগ মানুষের চিন্তা বাড়িয়ে তোলে। তবে খুশির খবর, অন্যান্যবার বর্ষার মরশুমে ডেঙ্গুর যে বাড়াবাড়ি দেখা যায় এবছর তা অনেকটাই কম। শতাংশের হারে কলকাতায় ৬২ শতাংশ কমেছে ডেঙ্গু। কলকাতা পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, চলতি বছর ১১ আগস্ট পর্যন্ত কলকাতায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ২৫৫। যেটা গত বছর ছিল ৬৭২। শুধু ডেঙ্গু নয়, কমেছে ম্যালেরিয়াও। অন্যদিকে, ১১ আগস্ট পর্যন্ত কলকাতায় ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ১ হাজার ৩৫৮। গতবছর এই সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৮৮৮। তবে পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুব্রত রায়চৌধুরীর কথায়, পরিসংখ্যানে স্বস্তি পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। তার জেরে রবি এবং সোমবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টি চলবে। চার জেলায় জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। বাকি জেলায় জারি হলুদ সতর্কতা। আগামী বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণের বিভিন্ন জেলায় চলতে পারে দুর্যোগ। বৃষ্টি হতে পারে কলকাতাতেও। কলকাতা পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, বৃষ্টি চলবে এখন। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আমরা সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। অন্যদিকে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে পাড়ায় পাড়ায় মাইকিং এ আরও জোর দিতে বলেছেন, মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানিয়েছেন, আমি নিজে দেখেছি ১৪৪ টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের টিম ঘুরছে। পুরসভা সূত্রে খবর, প্রতিটি ওয়ার্ডে দুটো করে হ্যান্ড মাইক দেওয়া হয়েছে।

উঠলো দোষীদের শাস্তির দাবি

আর জি কর-কাণ্ডে রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে অবস্থান বিক্ষোভ করল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিবাদ দেখালেন তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা। উঠলো দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি। দোষীদের ফাঁসির দাবিতে আমতা বিধানসভা এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে তৃণমূল। আর জি কর-এর ঘটনায় দোষীদের ফাঁসির দাবিতে প্রতিবাদে সামিল হলেন রাজ্যের শ্রম ও আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক। রবিবার আসানসোলের হীরাপুর থানার চিত্রা মোড়ে তিনি ধর্নায় বসেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার নেতৃত্বে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ হয় এদিন। হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ হয়, মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস, ভাইস চেয়ারম্যান ইনামুর রহমান। মোটামুটি রাজ্যের সব জেলাতেই এদিন অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সাতদিন আরজি কর সংলগ্ন এলাকায় জমায়েত বেআইনি। রবিবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর জি করের সামনে পুলিশি তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে। উল্লেখ্য, শনিবার আরজি কর হাসপাতালের সামনে ১৬৩ ধারা জারি করেছে

পুলিশ। সাতদিন আরজি কর সংলগ্ন এলাকায় জমায়েত বেআইনি। উল্টোডাঙা, শ্যামপুকুর, টালা থানার কিছু রাস্তায় নিষেধাজ্ঞা। শ্যামবাজার ক্রসিং থেকে বেলগাছিয়া রোডে প্রতিবাদ নিষিদ্ধ। ৫ জনের বেশি জমায়েত করা যাবে না। হাতে নেওয়া যাবে না লাঠি। শান্তি রক্ষার্থেই এই পদক্ষেপ। দাবি পুলিশের। প্রসঙ্গত, বিগত কয়েকদিনে আরজি করের সামনে হয়েছে একাধিক জমায়েত। চলেছে মোমবাতি মিছিল, ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পড়ুয়ারা। এরইমধ্যে স্বাধীনতা দিবসে রাত দখলের রাতে বেনজির আক্রমণের ছবি দেখা গিয়েছিল আর জি করে। তারপর থেকেই একেবারে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে আর জি কর। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, পুলিশ চাইছে আর কোনওরকম আন্দোলন যেন আরজি করের সামনে গড়ে না ওঠে। সে কারণেই জারি ১৬৩ ধারা জারি বলে মত তাঁদের।

২ ঘণ্টা অন্তর দিতে হবে রিপোর্ট

আর জি কর বিক্ষোভ নিয়ে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃ আর জি করের নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছে গোটা দেশ। বিশেষত চিকিৎসক মহল এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। যার জেরে একাধিক রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জটিলতা তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিশেষ নির্দেশ পাঠাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। অমিত শাহের মন্ত্রকের তরফে প্রতিটি রাজ্যকে জানানো হয়েছে, আরজি কর সংক্রান্ত প্রতিবাদ কোথায় কী হচ্ছে, প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর তার রিপোর্ট পাঠাতে হবে কেন্দ্রকে। রাজ্যের এডিজি আইনশৃঙ্খলাকে এই রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইমেল, ফ্যাক্স বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও রিপোর্ট পাঠানো যাবে। গত ১৬ আগস্ট ওই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ওই নির্দেশের ফ্যাক্স কপি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। উল্লেখ্য, আর জি কর কাণ্ডের জেরে চিকিৎসাক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে সেটা করণীয়, সেই নিয়ে পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে। কেন্দ্র জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই

মেটাতেও উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে চিকিৎসক সংগঠনগুলির কাছে আর্জি জানানো হয়েছে, আপনারা দ্রুত কাজে ফিরুন। চিকিৎসকদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র যথেষ্ট সংবেদনশীল। চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে কী কী ২৬টি রাজ্য চিকিৎসকদের নিরাপত্তার জন্য কড়া আইন এনেছে। কেন্দ্রীয় স্তরে কী কী পদক্ষেপ করা যায় সেটা ভেবে দেখতে কমিটি গড়া হচ্ছে। সেই কমিটিতে নিজেদের মতামত দিতে পারবেন চিকিৎসকরাও। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদেরও ডাকা হবে মতামত দিতে।

সিএএ শুধুমাত্র নাগরিকত্ব প্রদান নয়ঃ অমিত শাহ

আহমেদাবাদ, ১৮ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার গুজরাটের আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠান থেকে ১৫১টি নাগরিকত্বের শংসাপত্র হস্তান্তর করেছেন। এই অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেছেন, সিএএ শুধুমাত্র নাগরিকত্ব প্রদান নয়, ন্যায়বিচার ও অধিকার দেওয়ার জন্যও। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, কংগ্রেস ও তাঁদের সহযোগীদের তোষণের রাজনীতির কারণে, শরণার্থীরা ১৯৪৭ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ন্যায়বিচার পায়নি। তাঁরা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈন হওয়ার কারণে প্রতিবেশী দেশগুলিতে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের দেশেও নির্যাতন করা হয়েছিল। ইন্ডি জোটের তুষ্টির রাজনীতি তাঁদের ন্যায়বিচার করতে পারেনি... প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁদের ন্যায়বিচার দিয়েছেন।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মেয়েকে নিয়ে ধরনায় ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ প্রায় দশদিন কেটে গিয়েছে। তার পরেও আর জি কর কাণ্ডে এখনও জারি ধোঁয়াশা। কেন। পুলিশের পর সিবিআই ঘটনার তদন্তভার নিলেও সঞ্জয় রায় ছাড়া গ্রেপ্তার হয়নি কেউ। সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে মেয়েকে নিয়ে ধরনায় বসলেন খোদ কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চের সামনে ধরনায় বসেন তাঁরা। ফিরহাদ হাকিম বলেন, কাল আমরা মিছিল করেছি। আজকে আমরা ধরনায় বসেছি। আজ রবিবার, সিবিআই যেন চার্জশিট দেয়। একটা চার্জশিট তো দিক। কলকাতা পুলিশ হলে আজ চার্জশিট পেশ করত। একটা ঘটনা ঘটেছে। একটা ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে। তার দোষ আছে কি নেই, তার পিছনে কেউ আছে কি নেই, সেটা জানি না এটা যারা তদন্তকারী সংস্থা তারা বলতে পারবে। এই ঘটনা একটা ক্রিমিনাল কনস্পিরেন্সি। প্রকৃত দোষীর ফাঁসি চাই। আমরা সবাই জাস্টিসের কথা বলছি। ফাঁসি হোক। তবে আমার

ব্যক্তিগত মত শুধু ফাঁসি নয়, যেটা অন্যান্য দেশে আছে আমাদের দেশে নেই, জনসমক্ষে ফাঁসি হোক। যাতে আর কেউ সাহস না দেখায়। আর জি কর কাণ্ড নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় নানা গুজব রটছে। ইতিমধ্যে লালবাজারের তরফে অনেককেই তলব করা হয়েছে। ফিরহাদের আর্জি, সোশাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানো উচিত নয়। তদন্ত করতে দেওয়া উচিত। এগুলো করে তদন্ত অন্য পথে যাচ্ছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করা অন্যায়। এগুলো পাপ। না জেনে গুজব ছড়ানো উচিত নয়। উল্লেখ্য, গত ৮ আগস্ট, নাইট শিফট ছিল তরুণী চিকিৎসকের। পরদিন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। সেই সময় প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় ছিলেন তিনি। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে। গত ১৩ আগস্ট এই ঘটনার তদন্তভার সিবিআইকে দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। ধৃত সঞ্জয়কে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। গত শুক্রবার মহিলা ব্রিগেডকে নিয়ে মিছিল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সিবিআইকে রবিবার পর্যন্ত ডেডলাইন বেঁধে দেন তিনি। তার মধ্যে ঘটনার কিনারা করতে না পারলে সোমবার থেকে দিল্লিতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন মমতা।

৯১৭ টি পেঁয়াজ গোলা তৈরির সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ ভিন রাজ্যের উপরে পেঁয়াজের নির্ভরতা কমিয়ে রাজ্যে উৎপাদিত পেঁয়াজ মজুদ করার জন্য রাজ্য সরকার আরো ৯১৭ টি পেঁয়াজ গোলা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, দুই ২৪ পরগনা, মালদার মত দশটি জেলায় এই গোলাগুলি তৈরীর জন্য ইতিমধ্যেই সাড়ে সাতশো টি আবেদন জমা পড়েছে বলে কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। জেলা স্তরে সংশ্লিষ্ট কমিটি ইতিমধ্যে ৪০০ টি গোলা তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে গোলাগুলি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই জন্য উদ্যোগীদের বিশেষ অনুদান দিতে রাজ্য সরকার ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। উল্লেখ্য রাজ্যে বর্তমানে প্রতিটি ছয় থেকে নয় ম্যাট্রিক টন মজুদ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রায় ৪ হাজার পেঁয়াজ গোলা রয়েছে।

ভুল তথ্য পোস্ট! সুখেন্দুশেখর রায়কে তলব কলকাতা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-হত্যামামলার তদন্ত নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো তথ্য পোস্ট করার অভিযোগ উঠল। এবার কলকাতা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে চলেছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। সূত্রের খবর, আজই বিকেল ৪টে নাগাদ সুখেন্দুশেখর রায়কে তলব করা হয় লালবাজারে। প্রাথমিকভাবে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে আত্মহত্যা বলা হল কেন? ঘটনার তিনদিন পর কেন স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশি হল? শনিবার রাতে স্ন হ্যান্ডলে এসব প্রশ্ন তুলেছিলেন সুখেন্দুশেখর। দ্বিতীয় তথ্য অর্থাৎ তিনদিন পর স্নিফার ডগের প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য বলে দাবি পুলিশের। কেন এমন বিভ্রান্তিকর তথ্য সোশাল মিডিয়া পোস্ট করেছেন, তারই জবাব চাইতে তৃণমূল সাংসদকে তলব করা হয়েছে বলে খবর। যদিও তাঁর দাবি, পুলিশের কোনও নোটিস পাননি এখনও। তরুণী চিকিৎসকের খুন-ধর্ষণ কাণ্ডে আগেও একাধিক পোস্ট করেছিলেন সুখেন্দুশেখর রায়। শনিবার মাঝরাতে তিনি স্ন হ্যান্ডলে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কারা আত্মহত্যার কথা রটিয়েছিল, কেন ৩দিন পরে ঘটনাস্থলে স্নিফার ডগ? কেন দেওয়াল ভাঙা হল? এরকম শতাধিক প্রশ্ন আছে। পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ও আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষকে হেফাজতে নিক সিবিআই, ওদের মুখ খোলানো দরকার। সন্দীপ ঘোষ এত প্রভাবশালী হলেন কীভাবে? এই প্রশ্নও তুলেছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ। আত্মহত্যা এবং তিনদিন পর স্নিফার ডগের তথ্য অসত্য বলে দাবি কলকাতা পুলিশের। কোথা থেকে এই তথ্য পেলেন সুখেন্দুশেখর রায়, সেসব উত্তর জানতে চান লালবাজারের তদন্তকারীরা। সেই উদ্দেশেই তাঁকে তলব করা হয় বলে খবর। যদিও তৃণমূল সাংসদ পুলিশের কোনও নোটিস পাননি বলেই দাবি।

সুখেন্দুশেখরের দাবির বিরোধিতা কুণাল ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটালেন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। সরাসরি আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারের হেফাজত চেয়ে বসলেন সুখেন্দুশেখর। সুখেন্দুশেখরের এই মন্তব্যের পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, পুলিশ যথাযথ তদন্ত করেছে। দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন পুলিশ কমিশনার। তাই সুখেন্দুশেখর রায়ের মতো প্রবীণ নেতার থেকে এই মন্তব্য বর্তমান পরিস্থিতিতে কাম্য নয়। উল্লেখ্য, সুখেন্দুশেখরের দাবি করেন, আর জি কর কাণ্ডে বহু প্রশ্নের উত্তর অজানা। যা বলতে পারবেন মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার। তৃণমূল সাংসদ বলেছেন, সিবিআইয়ের উচিত এঁদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করা। সুখেন্দুশেখরের প্রশ্ন, কারা আত্মহত্যার কথা রটিয়েছিল, কেন ৩ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর ঘটনাস্থলে গেল স্নিফার ডগ? কেন দেওয়াল ভাঙা হল? এরকম শতাধিক প্রশ্ন আছে, এই দুজনকে হেফাজতে নিক সিবিআই, ওদের মুখ খোলানো দরকার।

আর জি করের পরিস্থিতি নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ!

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৮ আগস্ট ঃ সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-হত্যাকাণ্ড তোলপাড় ফেলে দিয়েছে গোটা দেশে। আর জি কর হাসপাতালের নিরাপত্তা ও ভিতরের একাধিক দুর্নীতি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আর এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ হাতিয়ার করলেন সেসব দুর্নীতিকেই। শুধু তাইই নয়, ধরনামঞ্চে রীতিমতো বিস্ফোরক বক্তব্য রাখলেন তিনি। তাঁর কথায়, আর জি করে বাইরে থেকে মেয়ে এনে ফুর্তি করা হয়। ওখানে পর্নোগ্রাফির শুটিং হয়। এহেন বক্তব্যের পাল্টা দিয়ে তৃণমূলের বক্তব্য, পর্নোগ্রাফির বিষয়টা বিজেপিই ভালো বলতে পারবে। তারা ওই সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত। তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে সিবিআই-কে জানান দিলীপ। রবিবার বীরভূমের আমোদপুরে আর জি কর ইস্যুতে ধরনা ছিল বিজেপির। মূল বক্তা হিসেবে ছিলেন দিলীপ ঘোষের। সেখান থেকেই আর জি করের ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে ফের বিতর্কিত মন্তব্য করে ফেলেন তিনি। বলেন, আর জি করের প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ একটা সমাজ বিরোধী। ওখানে একটা চক্র গড়ে তুলেছিলেন। বাইরে থেকে মেয়েদের এনে ফুর্তি করা হতো। ব্লু-ফিল্মের শুটিং হতো। যারা এসব জানতে পারত, তাদের হুমকি দেওয়া হতো। হয় এসবে যোগ দাও, নয়ত মেরে ফেলা হবে। এভাবেই ওখানে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়। ওখানে কেন কেউ সুইসাইড করতে যাবে? ওটা কি সুইসাইড করার জায়গা? এসব কথা জেনে গিয়েছিলেন শান্তনু সেন। তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর মেয়েকেও এসবে জড়ানো হচ্ছিল। তাঁকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তিনি তো নেতার মেয়ে। তাই কোনওক্রমে বেঁচে গিয়েছে। কিন্তু এই মেয়েটি তো সাধারণ, আমার-আপনার ঘরের মেয়ে। তাই তাঁর এই অবস্থা। শান্তনু সেনের অপসারণ নিয়েও মুখ খুলেছেন দিলীপ ঘোষ। প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ কীভাবে কী সুযোগ পেয়েছেন, তা নিয়েও প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন দিলীপ। তাঁর কথায়, সন্দীপ ঘোষ ওখানে চক্র চালাচ্ছিলেন। তাঁকে উত্তরবঙ্গে বদলি করা হলেও ২৮ দিনের মাথায় ফিরে আসেন। দিলীপের এসব মন্তব্যের পাল্টা দিতে অবশ্য ছাড়েনি তৃণমূল। দলের কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া, পর্নোগ্রাফির ব্যাপারটা দিলীপবাবুরা ভালো জানবেন। কারণ, ত্রিপুরা বিধানসভার মধ্যে তাঁদেরই বিধায়ক বসে বসে মোবাইলে পর্নোগ্রাফি দেখছিলেন, তা জানাজানিও হয়। আর তাঁদের দলের নেতা তথাগত রায় তো বলেছেন, বিজেপি কামিনী-কাঞ্চনের দল। তো এমন দলের নেতাই পর্নোগ্রাফি নিয়ে ভালো বলতে পারবেন। আমাদের তেমন ধারণা নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, দিলীপবাবুর এনিয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে, তিনি সিবিআই-র কাছে যেতে পারেন। তাদের গিয়ে সমস্তটা বললে ভালো হয়।

পদ খোয়ালেন জেলবন্দি ‘সন্দেশখালির বাঘ’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ গত আট মাস ধরে জেলবন্দি শেখ শাহজাহান। সন্দেশখালি ১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি পদে ছিলেন দাপুটে এই নেতা। এবার সেই পদ খোয়ালেন জেলবন্দি ‘সন্দেশখালির বাঘ’। তাঁর বদলে পদে বসানো হল মিজানুর রহমানকে। সন্দেশখালি ২ ব্লকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দিলীপ মল্লিককে। তৃণমূল সূত্রে খবর, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু এবং অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী নিজেদের মতো করে ‘ সংগঠক খুঁজে তাঁদের নাম প্রস্তাব করেন। এর পর সেই নামে সম্মতি দেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই ঘোষণা করা হয় সন্দেশখালি ১ এবং ২ ব্লকের নতুন সভাপতিদের নাম। সন্দেশখালি ১ ব্লকের নতুন সভাপতি মিজানুরের আগে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। বর্তমানে পঞ্চায়েত সদস্য। অন্যদিকে দিলীপ মল্লিক বর্তমানে সন্দেশখালি ২ ব্লকের জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ। এই বিষয়ে সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, দিদি সভাপতিদের নামে সম্মতি দেওয়ার পর রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি তাঁদের নামে অনুমোদন দিয়েছেন। সুজিত বসু নতুন ব্লক সভাপতিদের নিয়োগ পত্র দিয়েছেন। সুতরাং সন্দেশখালির দুই ব্লকেই সাংগঠনিক কাজ করতে আমাদের এবার সুবিধা হবে। ২০২৪-র বছরের শুরু থেকেই রণক্ষেত্রের আকার নিয়েছিল সন্দেশখালি। কখনও শেখ শাহজাহান তো কখনো শিবু হাজরাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পানে সেখানকার জনতা। মুহূর্তে সেই ঘটনা নজর কো৷ে নেয় গোটা দেশের। ভোটেও তার রেশ হা৷ে হা৷ে টের পেয়েছে শাসকদল। বসিরহাট লোকসভা থেকে বিপুল ভোটে তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলাম জয়লাভ করলেও সঃ দশখালি বিধানসভায. হেরে যায. তৃণমূল কংগ্রেস। স্বভাবতই এই হারের ফলে যথেষ্টই চাপে রয়েছে শাসক দল। এবার সেখানে সংগঠন ঢেলে সাজাতে বিতর্কিত শাহজাহানকে সরাল দল।

আর জি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার চালককে ডাকল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ আর জি কর কাণ্ডে রীতিমত কোমর বেঁধে তদন্তে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। পর পর দুদিন জিজ্ঞাসবাদের পর রবিবার ফের মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডা. সন্দীপ ঘোষকে ফের তলব করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। শুধু সন্দীপ ঘোষ নয়, রবিবার ডাকা হয়েছে তরুণী ডাক্তারের ব্যক্তিগত গাড়ি চালককেও। অন্যদিকে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনা গুজব আটকাতে তৎপর কলকাতা পুলিশও। নির্যাতিতার নাম-পরিচয় প্রকাশের অভিযোগে লকেট চট্টোপাধ্যায়, ডা. কুণাল সরকার-সহ আরও কয়েকজনকে তলব করা হয়েছে লালবাজারে। সিবিআই সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, এবার নির্যাতিতা পড়ুয়া ডাক্তারের ব্যক্তিগত চালকের বয়ান রেকর্ড করতে চাইছে সিবিআই। সেই সূত্রে এদিন তাঁকে পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে চায়, তরুণীর সঙ্গে কারও ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল কি না। ধৃত সঞ্জয় রায়ের সঙ্গে তাঁর কোনও শত্রুতা তৈরি হয়েছিল কি না। কেন তরুণী মেডিক্যাল কলেজে আসতে চাইতেন না? আর এর জন্য তরুণী চিকিৎসকের কাছের লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিবিআই।

রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি হরভজন সিং-র

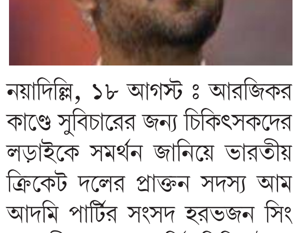

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃ আরজিকর কাণ্ডে সুবিচারের জন্য চিকিৎসকদের লড়াইকে সমর্থন জানিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন সদস্য আম আদমি পার্টির সংসদ হরভজন সিং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, সিবিআই ও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি দিয়েছেন। ঘটনার এক সপ্তাহের বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কোন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। যেখানে তাদের নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই সেখানে এইরকম চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা কিভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। রাজ্য সরকার ও সিবিআই কে এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন সাংসদ।

আর জি কর কাণ্ডের জল গড়াল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি,১৮ আগস্ট ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডে স্বতঃ প্রণোদিত পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টের। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ এই মামলা শুনবেন বলে খবর মিলেছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার তিন বিচারপতির বেঞ্চের মামলা শোনার সম্ভাবনা। গত ৮ আগস্ট, নাইট শিফট ছিল তরুণী চিকিৎসকের। পরদিন সকালে সেমিনার হল থেকে দেহ উদ্ধার হয় তাঁর। ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে বলেই অভিযোগ। এই ঘটনার তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশের সিট সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে। ১২ আগস্ট এই ঘটনার জল গড়ায় কলকাতা হাই কোর্টে। মোট চারটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। মামলাকারীরা সকলেই পুলিশের উপর আস্থা না রেখে তদন্তভার সিবিআইকে দেওয়ার আর্জি জানান। পরদিন মামলার শুনানিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় হাই কোর্ট। আপাতত ধৃত সঞ্জয়কে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এছাড়া দফায় দফায় আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই। তদন্তভার নেওয়ার চারদিন পরেও যদিও সিবিআই এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করেনি।

এদিকে, সময় যত গড়াচ্ছে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলনের ঝাঁজও যেন ততই বাড়ছে। একটানা কর্মবিরতিতে শামিল জুনিয়র চিকিৎসকরা। রাজ্যের অধিকাংশ

হাসপা তালে বহির্বিভাগে ব্যাহত চিকিৎসা পরিষেবা। শুধু তাই নয় দিল্লিতেও আছড়ে পড়েছে প্রতিবাদের ঢেউ। শনিবার আইএমএ-র ডাকে দেশ জুড়ে কর্মবিরতিতে অংশ নেন চিকিৎসক, চিকিৎসা কর্মীরা। পাকি স্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনও তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছে। ঘটনার কথা শুনে পাকিস্তানের চিকিৎসক মহল অত্যন্ত ব্যথিত এবং মৃতার পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছেন বলে বিবৃতি সংগঠনের। লিখিত বিবৃতি জারি করে পাকিস্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার সকালে দিল্লিতে পৌঁছেছে সেই বিবৃতি।আর জি কর হাসাপাতালের ঘটনা নিয়ে প্রতিবেশী দেশের এমন বিবৃতিতেই স্পষ্ট, এর ভয়বহতা কতটা প্রভাব ফেলেছে। সূত্রের খবর, গোটা আর জি কর কাণ্ডের দিকে নজর রাখতেই সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ মামলা হাতে নিয়েছে। সোমবার আদালত বন্ধ। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার আদালতের শুরুতেই এই মামলা শোনার সম্ভাবনা রয়েছে তিন বিচারপতির বেঞ্চের।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে রবিবার তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় অর্থমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, নির্মলা জি বৃদ্ধি এবং সংস্কারের জন্য অসংখ্য প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন প্রার্থনা করি।রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মাও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে রবিবার তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, আমি ভগবান শ্রী রামের কাছে আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

দুর্যোগের আভাস, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ ফুঁসছে নিম্নচাপ। উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপের জোড়া ফলায় আগামী কয়েকদিন বাংলায় দুর্যোগের আভাস। আর তার জেরে দক্ষিণের বিভিন্ন জেলায় হতে পারে বৃষ্টি। জানা গেছে, দক্ষিণ বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর তৈরি হয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। একইসঙ্গে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন এলাকায় একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। এই দুইয়ের জেরে দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যে।হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, বঙ্গোপসাগরে রয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। যার ফলে উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রবিবার থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি বলে জানা গেছে।

রাশিয়ায় জোরালো ভূমিকম্প কম্পনের মাত্রা ৭.০, শুরু অগ্নুৎপাত

মস্কো, ১৮ আগস্ট ঃ জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাশিয়ার উপকূল এলাকা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.০। রবিবার সকালে রাশিয়ার পূর্ব উপকূলের কামচাটকা পেনিনসুলাতে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে। ওই এলাকায় মাটির ৫১ কিমি নীচে ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল। হতাহতের খবর নেই। তবে এই ভূমিকম্পের জেরে রাশিয়ার শিভেলুচ আগ্নেয়গিরিতে অগ্নুৎপাত শুরু হয়েছে। ওই আগ্নেয়গিরির ৮ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছাই জমে গিয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে নাবালিকাকে ধর্ষণ ৬৯ বছরের বৃদ্ধের

ভোপাল, ১৮ আগস্ট ঃ ফের ধর্ষণের অভিযোগ। এবার অকুস্থল মধ্যপ্রদেশ। সেখানে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক ৬৯ বছরের বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের বেওহারিতে।রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। আইজি অনুরাগ শর্মা জানিয়েছেন, এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে একজন ৬৯ বছরের ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং পকসো আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানান তিনি।

ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ভারতের উচ্চাশামূলক কয়েকটি লক্ষ্যের কথা স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি,(পিআইবি),১৮আগস্টঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে ভবিষ্যতের কয়েকটি লক্ষ্যের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ভারতের উন্নয়ন ও অগ্রগতি, উদ্ভাবন প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য অগ্রণী দেশের সঙ্গে ভারতকে সমান সারিতে নিয়ে আসার চিন্তাদর্শ থেকে প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যতের এই লক্ষ্যগুলি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। গত বৃহস্পতিবার ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে যে মূল বিষয়গুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার মধ্যে রয়েছেন - জীবনযাত্রাকে সহজতর করে তোলা, নালন্দার শিক্ষা ভাবনা ও শক্তির পুনরুজ্জীবন, ভারতে চিপসেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে প্রসার ও ব্যাপ্তি, দক্ষ ভারত গঠন, শিল্পোৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে ভারতকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা, ভারতের নিজস্ব ডিজাইনকে বিশ্বমানের করে তোলা, খেলাধূলার ক্ষেত্রে ভারতকে অগ্রণী একটি দেশ রূপে চিহ্নিত করা, পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান ও গ্রীন হাইড্রোজেন মিশন, স্বাস্থ্য ভারত মিশন, রাজ্য পর্যায়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামুখিনতা, ভারতীয় মানকে বিশ্বমানে উন্নীত করা, জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার কার্যকর মোকাবিলায় লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া, চিকিৎসা শিক্ষার প্রসার এবং তরুণ যুব প্রজন্মকে রাজনীতি মনস্ক করে তোলা। এই লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আজ তাঁর ভাষণে জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করে তোলার প্রচেষ্টাকে একটি মিশন রূপে গ্রহণ করার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান। দেশের শহরাঞ্চলে জীবনযাত্রার মানগত উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নয়ন ও প্রসারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। সুপ্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ভাবনার শক্তি ও আদর্শকে ফিরিয়ে আনারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারতকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার একটি পীঠস্থান রূপে গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্বের কাছে একটি আদর্শ শিক্ষাভূমি রূপে পরিচিত করানো। এবছর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন প্রসঙ্গের অবতারণা করে প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান। অন্যদিকে, সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বে এক নেতৃস্থানীয় অবস্থানে নিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি। সেমিকন্ডাক্টর আমদানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে এনে প্রযুক্তিগত দিক থেকে ভারতকে স্বনির্ভর করে তোলাই যে তাঁর অন্যতম মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একথাও আজ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেন তিনি। এদিনের ভাষণে ২০২৪-এর বাজেট প্রসঙ্গের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের যুবসমাজকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দেশকে বিশ্বের সামনে দক্ষতা বিকাশের রাজধানী রূপে প্রতিভাত করতে তিনি বিশেষ ভাবে আগ্রহী। ভারতকে বিশ্বের একটি উৎপাদন কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলারও চিন্তাভাবনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। এজন্য তিনি দেশের বিশাল সহায়সম্পদ এবং দক্ষ কর্মশক্তির মধ্যে মিলন ও সমন্বয় সাধনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভারতে বর্তমানে অনেক উৎপাদনেরই নতুন নতুন ডিজাইনই উদ্ভাবিত হচ্ছে। এই ভাবে দেশবিদেশের বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদনের ওপর জোর দেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভাষণে বলেছেন যে ভারতে খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারতের সমৃদ্ধ ও সুপ্রাচীন উত্তরাধিকার ও সাহিত্যকে কাজে লাগাতে হবে। কারণ তার মধ্যে এর সমস্ত কিছুরই উল্লেখ রয়েছে। ভারতীয় পেশাদারদের এবিষয়ে বিশ্বের বাজার দখলেরও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর মতে শুধুমাত্র খেলাধূলার জন্যই নয়, বরং নতুন নতুন ক্রীড়া ভাবনার জন্যও তা একান্ত জরুরী। প্রধানমন্ত্রীর মতে ভারতীয় খেলাধূলা সম্পর্কে সারা বিশ্বে আরও বেশি করে অগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় ভারতের কর্ম প্রচেষ্টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থানের ওপরও জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, ভারতের মূল লক্ষ্য হল এখন পরিবেশবান্ধব সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি দূষণ মুক্ত পরিবেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। তা একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, অন্যদিকে তেমনি পরিবেশ সুরক্ষার কাজেও উপকারে আসবে। সম্প্রতি ঐদন, গ্রীন হাইড্রোজেন উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশ্বের সামনে ভারতকে এক অগ্রণী স্থানে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ভারতের অঙ্গীকারবদ্ধতার কথাও ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে নিরন্তর কর্মসংস্থান এই মুহূর্তে উন্নয়নের একটি পূর্ব শর্ত হয়ে উঠতে পারে। আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্নকে সফল করে তুলতে আগ্রহী প্রধানমন্ত্রী। তাই তাঁর ভাষণে শ্রী মোদী বলেন যে 'সুস্থ ভারত'-এর চিন্তাদর্শের পথ আমাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। কারণ, রাষ্ট্রীয় পুষ্টি অভিযানের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই তার সূচনা হয়েছে। বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এজন্য রাজ্যগুলির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তথা উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর বিনিয়োগ কারীদের আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে রাজ্যগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। শ্রী মোদী বলেন, ভারতীয় মানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে আমাদের অবশ্যই অঙ্গীকার পালন করতে হবে। কারণ, এই বিষয়টিতে আমরা বরাবরই বিশেষ জোর দিয়ে আসছি। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে ভারত একটি উচ্চাকাঙ্খী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

দেশের স্বাধীনতা আনতে রণকৌশল শিখতে ছদ্মবেশে সেনা বাহিনীতে যোগ দেন অগ্নিযুগের ব্রহ্মা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

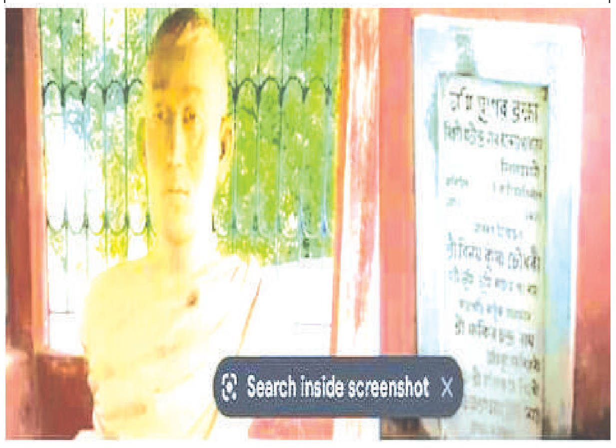

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়,গুসকরাঃ হাসপাতলে আহত রোগী যন্ত্রণার ঘোরে বাবারে, মারে রে ,বাবারে ,মারে বলছে ।তার চিকিৎসার তদারকি করতে এসে বরোদার মহারাজের আত্মসহায়ক অরবিন্দ ঘোষ বুঝতে পারেন এ বাঙালি ।মহারাজ যখন ঘোড়ার গাড়িতে যাচ্ছিলেন ঘোড়া কিছুতেই থামতে চায় না। ছুটতেই থাকে।ঘোড়া পাগলা হয়ে যায়। রাজা চিৎকার করেতে থাকে। বলতে থাকে থামাও থামাও বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও ।সেই সময় ছুটে গিয়ে চাকা ধরে আটকে দেন।এবং রাজার প্রাণ বাঁচান ।এই করতে গিয়ে ভীষণ আহত হন এই রাজারই সৈনিক যতীন্দ্রননাথ উপাধ্যায়। রাজা হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং তার চিকিৎসা তদারকি করতে বলেন অরবিন্দ ঘোষ কে ।চিকিৎসা তদারকি কি করতে গিয়ে জানতে পারেন রোগী যতীন্দ্র উপাধ্যায় বাঙালী ।তিনি রাজার সৈন্যবাহিনীতে আছেন। ।সুস্থ হলে অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাথে আলাপ। কেন তিনি এই সৈন্যবাহিনীতে ।তখন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ,যুদ্ধ শিখতে, বোমা তৈরি করতে শিখতে।এই শিখে গিয়ে রাজ্যে বাংলায় ফিরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুবকদের ট্রেনিং প্রশিক্ষণ দেবেন।এরপর দুজনই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলায় ফিরে আসে গড়ে তোলেন আন্দোলন ।১৯০২ সালে কলকাতায় এসে১০৮ সার্কুলার রোডে এক বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলেন ।ভগ্নি নিবেদিতা সহ বাংলার সকল বিপ্লবী এই কেন্দ্রে পাঠ নেন তার কাছে। তিনি অগ্নিযুগের ব্রহ্মা। তার বাড়ি বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলা চান্না গ্রামে। গড়ে তোলেন এক আশ্রম যেখানে তিনি নিরালম্ব স্বামী সন্ন্যাস জীবন অতিবাহিত করতেন এই আশ্রমে বিপ্লবীদের শরীর চর্চা ও নানান কৌশল শিক্ষা দাওয়া হতো ।ইংরেজদের চোখে ধুলো দিতেই নিজের গ্রামে এই আশ্রম গড়ে তোলেন । যেখানে আসতেন রাজ্যের ও দেশের সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীগন। এই আশ্রমচান্না । বর্ধমান থেকে সিউড়ি রোড(বর্তমানে এন এইচ টুবি)বামে এবং খানা জংশন থেকে উত্তরে খড়ী। খড়ী নদীর দক্ষিণে । যতীন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ ই অগ্রহায়ণ(১২৮৪ বঙ্গাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম অসম্ভাবিনী দেবী। বাল্যকালেই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর মধ্যে দেশাত্মবোধ উজ্জীবিত হযহ তিনি বর্ধমান রাজ কলেজ কলেজিয়েট স্কুল থেকে এফ এ পরীক্ষায় পাশ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান ।তার সঙ্গে ছিলেন বন্ধু ব্রহ্ম' মাধব ।সন্ন্যাসীবেশে দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেন ।এমন সময় একদিন ব্রহ্মানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী নর্মদা নদীর তীরে ওই দুই যুবককে স্বরাজ মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন হিরন্ময়ী দেবী সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ।পরে স্ত্রী ও সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন ।অসীম বলশালী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক হবার আশায় ঘর ছেড়ে পালিয়ে এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালায় প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কাছে হিন্দি শেখেন । সৈন্যবাহিনীঢোকার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। বাঙালি সুযোগ পান না ।তাই যতীন্দ্রনাথ উপাধ্যায় নামে বরোদায় রাজার বাহিনীতে যোগদান করেন ।তখন বরোদা রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি অরবিন্দ ঘোষের সাথে পরিচয় ঘটে এইভাবে। বরোদায় রাজার প্রাণ বাঁচানোর জন্য খুশি হয়ে তাকে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী করেন ।কিন্তু দুজনেই চাকরি ছেড়ে বাংলায় ফিরে আসেন।১৯০৬ সালে তিনি পর্যটনে বেরিয়ে পাঞ্জাবে যান। এখানে একটি দেশপ্রেমী অনুরক্ত দল পেয়েছিলেন ।তারা হলেন বিপ্লবী অজিত সিং ভগৎ সিং এর বাবা সদ্দার কৃষণ সিং, লালা অমর দাস, ওবেদুল সিদ্দিকী , পেশোয়ারে ডাক্তার চারু ঘোষ আরো অনেকে ।এই বছর তিনি সোহম স্বামীর গুরু তিব্বতী বাবার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নাম নিলেন নিরালম্ব স্বামী১৯০৭ সালে সান্ধ্য পত্রিকা সম্পাদক ব্রহ্ম মাধব মারা গেলে কলকাতার কাগজের ভার নেন। মরি নাই আমি আসছি নামে প্রবন্ধ লেখেন।পরীচালক অনেকেই পছন্দ করেননি ।সেইজন্য সেখানে থেকে চলে গিয়ে অন্নদা কবিরাজের বাড়িতে আশ্রয় নেন ।সেখান থেকে বন্দেমাতরম পত্রিকার নিখিল রায় মৌলিক কারত্তিক দত্ত সাময়িক যোগাযোগ ঘটে ।মায়ের ডাকে তিনি গ্রামে ফিরে আসেন। গ্রামের শ্মশানে খড়ি নদীর তীরে গড়ে তোলেন আশ্রম চান্না । খ্রিস্টাব্দে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মোজাফফরপুর বোমার মামলায় তিনি গ্রেফতার হন। অবশ্য প্রমাণ অভাবে মুক্তি পান ।বাঘাযতীন থেকে রাসবিহারী বসু বিনয় কৃষ্ণ চৌধুর অগ্নিযুগে সকল বিপ্লবী তাকে গুরু মেনে পরামর্শ নিতেন। তাকে বলা হয় অগ্নিযুগের ব্রহ্মা । শোনা যায় ভগৎ সিং এর ফাঁসির সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হয় মৃত্যুর সময় কি চান ।তিনি বলেন আমার গুরু পা ধোয়া জল। ইংরেজ সরকার কর্মচারী যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর পা ধোয়া জল নিয়ে যায় ভগৎ সিং এর জন্য। আমরা আজ প্রায় সকলেই ভুলে গেছি এই বিপ্লবীর কথা। স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভার মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ এই জেলার সাংসদ মন্ত্রী কে জিজ্ঞাসা করেন আপনি চান্না গিয়েছেন বা জানেন ? তিনি উত্তরে বলেন না ।লজ্জা পেয়ে ফিরে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামী নারায়ণ চৌধুরী কে সঙ্গে নিয়ে আশ্রম চান্নাএ যান।একথা নারায়ণ জানান। ।এরপর সাত দশক পেরিয়ে গেল স্বাধীনতা হয়েছে। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কে আমরা ভুলেই গেছি প্রায় । যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমানের সুসন্তান বাংলা ও ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য।স্বাধীনতা মাসে স্বাধীনতা দিবসের আগে শ্রদ্ধা জানাই ।।।

নিজের জেলাতেই ''বিস্মৃত'' ডাঃ আর জি কর, আক্ষেপ রাধাগোবিন্দের পরিবারের

দুরন্তবার্তা,হাওড়া, ১৮ আগস্ট ঃ দিনকয়েক পরেই তাঁর জন্মদিবস। ঘটনাচক্রে সেই জন্মমাসেই ধ্বংসলীলা চললো তাঁর নামাঙ্কিত হাসপাতালে। তিনি রাধাগোবিন্দ ওরফে ডাঃ আর জি কর।আর জি কর হাসপাতালে সাম্প্রতিক দুষ্কৃতী হামলার পরে অনেকেরই বক্তব্য, এটা শুধু চিকিৎসাব্যবস্থা ও হাসপাতালের ওপরই আক্রমণ নয় তিলে তিলে যে হাসপাতাল গড়ে ছিলেন রাধাগোবিন্দ, তা ধূলিসাৎ করার চেষ্টা তো আদতে সরাসরি আঘাত ডাঃ আর জি করের সম্মানেও। এই ঘটনার পরে তাঁর পরিবার থেকেও প্রশ্ন উঠছে, তিনি শুধু নিজের নামাঙ্কিত হাসপাতালেই অসম্মানিত হলেন না, প্রয়াণের ১০৫ বছর পরেও তিনি অবহেলিত রয়ে গেছেন নিজের জেলাতেই।হাওড়ার বেতড়ে আজও মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন বিখ্যাত কর বাড়ি। শুধু বাড়ির পূর্বপুরুষের জন্যই নয়, প্রাচীনত্বের দিক থেকেও এই বাড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। পলাশির যুদ্ধের ঠিক আগের বছর ১৭৫৬ সালে বেতড়ে বাড়ি গড়লো কর পরিবার। ব্রিটিশ আমল, স্বাধীনতাউত্তর অনেক ওঠাপড়ার সাক্ষী এই ভিটে। ১৮৫০-এর ২৩ আগস্ট এই বাড়িতেই জন্ম আর জি করের। যে দালানে রাধাগোবিন্দের জন্ম, সেটি রয়েছে আজও, তবে ভগ্নদশায়।উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতায় প্লেগ মহামারী রুখতে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে চিকিৎসক হিসেবে একযোগে কাজ করলেন ডাঃ আর জি কর। এসবের আগেই অবশ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন এশিয়ার প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ক্যালকাটা স্কুল অব মেডিসিন। একাধিক ঠিকানা ও নাম পরিবর্তনের পরে রাধাগোবিন্দের নামাঙ্কিত হয় আজকের আর জি কর হাসপাতাল।১৯১৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর প্রয়াত হলেন ডাঃ আর জি কর। তাঁর মৃত্যুর পর পেরিয়ে গিয়েছে ১০৫ বছর। তারপরেও মেলেনি প্রাপ্য সম্মানটুকু, এমনটাই আক্ষেপ তাঁর পরিবারের তরফে।এবিষয়ে তাঁর পরিবারের সদস্য তথা প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক পার্থ কর বলেন, যিনি অসংখ্য পীড়িতের সেবায় উৎসর্গ করলেন নিজের জীবন, গড়লেন এমন এক ঐতিহাসিক হাসপাতাল, কিন্তু তাঁর নিজের জেলাতেই আজ পর্যন্ত একটা মূর্তি স্থাপনও হলোনা। প্রশাসনের কাছে দরবার করেও জেলায় তাঁর জন্য কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি বলে বক্তব্য তাঁর। আর তাঁর নামাঙ্কিত হাসপাতালেই মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে অমন নারকীয় কাণ্ড ও ধ্বংসলীলা যেন সরাসরি আঘাত হেনেছে বিলেতফেরত আদ্যন্ত বাঙালি এক রোগীদরদী চিকিৎসক রাধা গোবিন্দের সম্মানেই!চিকিৎসক তথা হাওড়া জেলার ইতিহাস গবেষক ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায় এবিষয়ে বলেন, জেলার কৃতী সন্তান ও মানবদরদী চিকিৎসক হিসেবে ডাঃ আর জি করের যে বিপুল অবদান, তারপরেও তাঁর প্রতি হাওড়াবাসীদের এমন বিস্মৃতিই কি প্রাপ্য ছিল ওঁর?

রাখীবন্ধন উপলক্ষে রবিবার একাধিক কর্মসূচি মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ১৮ আগস্ট ঃমধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব উজ্জয়িনী জেলা সফরে যাচ্ছেন রবিবার। সেখানে তিনি বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে। রাখীবন্ধন উপলক্ষে আয়োজিত একাধিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার কথা তাঁর। জানা যাচ্ছে, শ্রী কৃষ্ণ ধাম ''নারায়ণ''-এ আয়োজিত কর্মসূচিতেও অংশ নেবেন তিনি।তাঁর পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, এদিন সকালে একে একে রঘুনন্দন গার্ডেনে ও তারপরে সুমন গার্ডেনের রাখীবন্ধন উৎসবে যোগ দেবেন। দুপুরে শিবাঞ্জলি গার্ডেনে ও তারপরে অবন্তিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন তিনি। রাখীবন্ধন উপলক্ষে তাঁর এই সফর ঘিরে উন্মাদনা আমজনতা ও দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে।

দক্ষিণ ভারতে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা, বৃষ্টি দুর্যোগ চলবে উত্তরপূর্বাঞ্চলেও

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্টঃ দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্যে আগামী কিছু দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। বৃষ্টিদুর্যোগ চলবে উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও। আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত কর্ণাটক উপকূলে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও করাইকালে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হবে।উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্য নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ২৩ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ভারী বৃষ্টি হবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গেও। এছাড়াও উত্তরাখণ্ডে ২০ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হবে। ১৯ আগস্ট ঝাড়খণ্ডেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশেও ২১ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশনের প্রতি ঝোঁক কেন তা নিয়ে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছেঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৮ আগস্ট ঃ দেশ বা রাজ্য কোন দিশায় এগুবে তা জাতির মেরুদন্ড হিসেবে শিক্ষকদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। শনিবার আগরতলায় কুঞ্জবনস্থিত স্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এসসিইআরটি)-এর নতুন অ্যাকাডেমিক ভবন ও শিক্ষক আবাসনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষকদের। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের ন্যায়বোধ, নীতিশিক্ষা, শিষ্টাচার ইত্যাদি মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে গড়ে তুললে একটি সুস্থ সমাজও গড়ে উঠবে। ফলে আদর্শ সমাজ গঠনে শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব অপরিসীম।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে বহু সংস্কার করেছে। তা সত্বেও ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশনের প্রতি ঝোঁক কেন তা নিয়ে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। এসসিইআরটি সহ শিক্ষা দপ্তরকে প্রাইভেট টিউশন বন্ধে কার্যকরি পদক্ষেপ করার জন্যও উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।প্রসঙ্গত, ৪০ শয্যা বিশিষ্ট শিক্ষক আবাসনটি তৈরিতে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এবং অ্যাকাডেমিক ভবনটি তৈরিতে ৬ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। দুটি ভবন নির্মাণে দায়িত্বে ছিল গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণচৌধুরী এবং এসসিইআরটির অধিকর্তা এল ডার্লং।

মহিলাদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করল বি আর সিং হাসপাতাল, চালু হেল্পলাইন নম্বর

কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের বি আর সিং হাসপাতালে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। শিয়ালদহ ডিআরএম দীপক নিগম ওই হাসপাতালের ডাক্তার ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন।হাসপাতালের প্রতি কোণে সিসিটিভি, পর্যাপ্ত আলোর বন্দোবস্ত, অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন, সব কর্মীদের বাধ্যতামূলকভাবে পরিচয়পত্র বহন, হাসপাতালের গেটে কিউআর কোডিং, সংবেদনশীল স্থানগুলিতে প্যানিক বটন বসানো এবং হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হচ্ছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে নিজস্ব ক্ষমতায় ভোটে লড়বে বিজেপিঃরবীন্দর রায়না

জম্মু, ১৮ আগস্ট ঃজম্মু ও কাশ্মীরে নিজস্ব ক্ষমতায় ভোটে লড়বে বিজেপি। জোর দিয়ে বললেন জম্মু ও কাশ্মীর বিজেপির সভাপতি রবীন্দর রায়না। একইসঙ্গে তাঁর আত্মবিশ্বাস, জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা ভোটে বিজেপি জিতবেই।রবিবার জম্মুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রবীন্দর রায়না বলেছেন, বিজেপি পূর্ণ শক্তির সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে...জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ অপ্রতিরোধ্যভাবে বিজেপিকে ভোট দেবেন এবং আমরা সরকার গঠন করব...বিজেপি জম্মু ও কাশ্মীরে একাই লড়বে। আমরা জম্মুতে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করব না।জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মন্ত্রী চৌধুরী জুলফিকার আলীর বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের একজন খুব বড় রাজনৈতিক নেতা। আমরা তাকে বিজেপিতে স্বাগত জানাই এবং তার যোগদানের ফলে বিজেপি আরও শক্তিশালী হবে।

বিহারে শুধু ভেঙেই পড়ছে সেতু, শাসক-বিরোধী চাপানউতোর তুঙ্গে

পাটনা, ১৮ আগস্ট ঃবিহারে শুধু ভেঙেই পড়ছে একের পর এক সেতু। এবার বিহারের ভাগলপুরে ভেঙে পড়ল ভাগলপুর ও খাগারিয়া সংযোগকারী সুলতানগঞ্জ আগওয়ানী সেতু, শনিবার এই সেতু আবারও ভেঙে পড়েছে। প্রায় ১১ বছর ধরে নির্মাণাধীন থাকা সত্ত্বেও আনুমানিক ১,৭১০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি সেতুটি এই নিয়ে তিনবার ভেঙে পড়েছে।এই সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনায় শাসকবিরোধী চাপানউতোর তুঙ্গে। বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিনহা বলেছেন, আমি ইতিমধ্যেই ব্রিজ ভেঙে পড়ার বিষয়ে একটি বৈঠক করেছি। আমরা বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখছি। দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, বিরোধীরা পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিলে এমন পরিস্থিতি কখনোই ঘটত না।আরজেডি নেতা তথা বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব বলেছেন, যখন প্রথমবার ব্রিজটি ভেঙে পড়ে, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে সেতুটি ভেঙে ফেলার পরে আবারও তৈরি করা হবে। যখন আমাদের সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ভেঙে পড়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। নীতীশ কুমারের আমলে ব্রিজ, মেগা ব্রিজ ভেঙে যাচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজিঃ১৮ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২ ভাদ্র, চান্দ্রঃ১৪ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১৪ হাবান, আসামঃ ১ ভাদ্, মুসলিমঃ১২সফর১৪৪৬ হিজরী ।(সাংক্রান্তি প্রবেশঃ৩২ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ১৭আগষ্ট২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ, শনিবার , (দং ১২৫৪৪২.৫) ঘ ১০ঃ২৭টার সময়)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ১৭ঃ২২ এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ০২ঃ১৫।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৫ঃ১৫ঃ৩৮(১৮) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ ২৩(১৮)।শুক্ল পক্ষ । তিথিঃচতুর্দশী (রিক্তা) সকাল ঘ ০২ঃ২৫ঃ০৫ দং ৫২৪৮১২.৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃউত্তরাষাঢ়া সকাল ঘ ০৯ঃ৪৩ঃ১২ দং ১১৪২০ পর্যন্ত পরে শ্রবণা সকাল ঘ ০৮ঃ৫২ঃ ০৪ দং ৮৫৫৪০ পর্যন্ত পরেঃ ধনিষ্ঠাকরণঃগর বিকাল ঘ ০৩ঃ১৩ঃ ২০ দং ২৪৪৯৪০ পর্যন্ত পরে বণিজ সকাল ঘ ০২ঃ২৫ঃ০৫ দং ৫২৪৮১২.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃ সৌভাগ্য অমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ০৮ঃ ২৭ থেকে- ০৯ঃ৩২ঃ২৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৩২ঃ২২ থেকে- ০৯ঃ০২ঃ ২৩ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৫ঃ ১৭ঃ২৮ থেকে- ০৬ঃ০৮ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৬ঃ২৪ থেকে- ০১ঃ ৪৭ঃ২৩ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ৪৭ঃ ২১ থেকে - ০৭ঃ৩২ঃ২২ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০২ঃ২৪ থেকে- ০৩ঃ ০২ঃ২৬ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৪ঃ২০ঃ২২ থেকে- ০৫ঃ১১ঃ২১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৩ঃ০২ঃ২৬ থেকে - ০৩ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ১৮ থেকে- ১১ঃ৩৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১১ঃ৩৯ঃ৫৪ থেকে- ০১ঃ১৫ঃ৩১ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০১ঃ০৪ঃ১৮ থেকে - ০২ঃ২৮ঃ৪১ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৪১৩৭১০ (১০) ১ পদচন্দ্রঃ৯১৯৫৫২৮ (২২) ৩ পদমঙ্গলঃ১২২৪১১৩ (৪) ৪ পদবুধঃ৩২৩৪৫ (৯) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২৪০১০ (৫) ১ পদশুক্রঃ৪২২২৭৭ (১১) ৩ পদশনিঃ১০২০১৩৪৮ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১১৬৪৪১৮ (২৭) ১ পদকেতুঃ৫১৬৪৪১৮ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রিলগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৭ঃ১৯ঃ৩৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৯ঃ২৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১১ঃ৪৩ঃ৫৮ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০১ঃ৫৯ঃ ৪২ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৪ঃ ০৪ঃ৫৯ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৫ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৭ঃ২৫ঃ১৮ পর্যন্ত। মীন রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৫৬ঃ২১ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১০ঃ৩৬ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ১৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৪৮ঃ৩৭ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ০৪ঃ২০ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতকরা এবং ৭৫ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১৫ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬টা ৮মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃনতুন গৃহ বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য সুযোগ এলেও নিকট আত্মীয়ের কলকাঠিতে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সন্তানের উন্নতিতে মানসিক শান্তি।।

বৃষ রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে গোলযোগের জন্য সংস্থা পরিবর্তন করতে হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

মিথুন রাশিঃব্যবসা ভালো চললেও সঞ্চয় ভাগ্য খুব একটা ভাল নয়।

কর্কট রাশিঃসহকর্মীর উন্নতিকে ঈর্ষা না করে নিজের উন্নতির চেষ্টা করুন।

সিংহ রাশিঃ কর্মপ্রার্থীদের নতুন কিছু করার সুযোগ আসবে।

কন্যা রাশিঃআবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।

তুলারাশিঃপেশাগত দিক ভালোই যাবে। আয় ভালো হবে, ব্যয় কম হওয়ার ফলে সঞ্চয়ের যোগ লক্ষ্য করা যায়।

বৃশ্চিক রাশিঃবাড়িতে অতিথি আসতে পারে আজ। সংসারে শান্তি হবে।

ধনু রাশিঃ ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি শুভ। এই সময় পাওনা টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা।

মকর রাশিঃ আর্থিক উন্নতি হবে।

কুম্ভ রাশি ঃ ছোট ব্যবসায় কোনও কর্মচারীর আচার-আচরণের জন্য লোকসান দেখা দিতে পারে।।

মীন রাশিঃ সন্তান পড়াশোনায় চাপ থাকবে। বিদেশ যাত্রা শুভ হতে পারে আজ। শুভ রং হতে পারে লাল।

‘আর একটা আরজি কর হলেই ধোলাই’, বড় হুঁশিয়ারি মদনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ ‘আর একটা আরজি কর হলে ধোলাই হবে। পেটাই হবে।’ আরজি করের প্রতিবাদ মিছলে বেরিয়ে এ ভাষাতেই স্লোগান দিতে দেখা গেল মদন মিত্রকে। তিলোত্তমার বিচার চেয়ে সরবও হলেন কামারহাটির বিধায়ক। বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিরোধীদের বিরুদ্ধে। সাফ বললেন, রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বাম-বিজেপি। স্লোগানের সুরে বললেন, ‘‘সিপিএম-বিজেপি জেনে রাখো আর একটা আরজি কর হলে ধোলাই হবে পেটাই হবে। সিপিএম-বিজেপির দুষ্কৃতীদের গনধোলাই দিতে হবে।’’ পাল্টা আক্রমণের রাস্তায় হেঁটেছে বিজেপিও। খোঁচা দিয়ে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলছেন, ‘‘বলার জন্য বাম-বিজেপির কথা বলছেন। আসলে উনি নিজের দলের বিরুদ্ধেই বলছেন। মদন মিত্র কোনও ছোট প্লেয়ার নয়। কলেজ জীবন থেকে রাজনীতি করছেন। দলের জন্ম লগ্ন থেকে মমতার সঙ্গে আছেন। উনি সমাজবিরোধীদের চেনেন। ওরা মদন মিত্রকে চেনে। সুতারাং কে অপারেট করতে পারে কে লোক আনতে পারে তা তিনি জানেন। তাই আরজি করে কে ভাঙচুর করেছিল সবটাই উনি জানেন। জানেন বলেই মিছিল বের করেছেন। তা করেই তৃণমূলকে বার্তা দিতে শুরু করেছেন।’’ প্রসঙ্গত, দিন যত যাচ্ছে ততই আরজি কর কাণ্ডে আরও ঘোলা হচ্ছে জল। একদিকে যখন মমতার পদত্যাগের দাবিতে সরব হচ্ছেন বিরোধীরা, তখন অন্যদিকে দোষীদের পদত্যাগের দাবিতে মাঠে নেমেছেন মমতা নিজে। তদন্তের জাল গোটাচ্ছে সিবিআই। যদিও এখনও পর্যন্ত ধৃতের সংখ্যা এক। এদিকে আবার উদয়ন গুহ বলছেন, ‘‘মমতার দিকে আঙুল তুললেই সেই আঙুল ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। তা নিয়েও চলছে বিতর্ক।’’

কলেজ ছাত্রীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার ‘হুমকি’

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ১৮ আগস্টঃ বিয়ে টিকেছিল ২ বছর। তারপরেই ডিভোর্স। কিন্তু, তরুণীর অভিযোগ ডিভোর্স হয়ে গেলেও ‘উৎপাত’ থামেনি প্রাক্তন স্বামীর। অভিযোগ, নেশা করার জন্য প্রায়শই চায় টাকা। আর তা না দিলেই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। এবার ফের সেই হুমকি দিতেই অভিযুক্তকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। যে তরুণী অভিযোগ করছেন তিনি পড়াশোনা করছেন হুগলির একটি কলেজে। ২০২১ সালে হয়েছিল বিয়ে। কিন্তু ২ বছরের মধ্যে ২০২৩ সালে হয়ে যায় ডিভোর্স। শনিবার কলেজে এসেছিলেন ওই ছাত্রী। অভিযোগ, তখন ফের তাঁর কাছে আসে ফোন। চাওয়া হয় টাকা। তারপরই সোজা ঘটনার কথা কলেজের ইউনিয়নে জানান ওই ছাত্রী। ইউনিয়নের ছাত্র নেতারা ফোন করে কলেজে আসতে বলেন তরুণীর প্রাক্তন স্বামীকে। কলেজের গেটে আসতেই অভিযুক্তকে পাকড়াও করে কলেজের ছেলেরা। তাঁর সঙ্গে যে বন্ধু ছিল তাঁকে পাকড়াও করা হয়। আটকে রাখা হয় সংসদে। খবর যায় পুলিশে। বেশ কিছুক্ষণের জন্য ব্যাপক উত্তেজনা ছাড়ায় কলেজে। খবর পাওয়া মাত্রই কলেজে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। অভিযুক্ত যুবক ও তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে যায় থানায়। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে উত্তরপাড়া থানা এলাকার পুলিশ।

যুবভারতীতে লাঠি চালিয়েও পিছু হটতে হল পুলিশকে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের যৌথ মিছিলে লাঠি চালানোর অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। বহু সমর্থককে আটক করে প্রিজন ভ্যানে তোলে পুলিশ। কিন্তু প্রতিবাদীদের চাপের মুখে শেষমেশ তাঁদের ছাড়তে বাধ্য হল পুলিশ। প্রিজন ভ্যান থেকে বের করে দিতে হল সমর্থকদের। এদিন দেখা যায়, প্রিজন ভ্যান ঘিরে ফেলেন তিন দলের সমর্থকেরা। তারপর পুলিশ চাপের মুখে আটক করা ১০-১২ জনকে প্রিজন ভ্যান থেকে ছেড়ে দেয়। এর পরে ফের শুরু হয় মিছিল। স্টেডিয়ামের দিকে এগোতে থাকে বিশাল ভিড়। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানকে এত বছর ধরে প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখেছে বাংলা। কিন্তু গতকাল ডার্বি ম্যাচ বাতিল হওয়ার পরেই সিদ্ধান্ত হয়, দুই দলই একসঙ্গে পথে নামবে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে। সেই মতোই প্রস্তুতি চলছিল এদিন। কিন্তু জমায়েতের কিছুক্ষণ আগে বিধাননগর পুলিশ জানিয়ে দেয়, এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। কোনও জমায়েত চলবে না। এর পরেও বিকেল চারটে বাজতেই কাতারে কাতারে সমর্থকদের ঢুকতে দেখা যায় ক্রীড়াঙ্গনের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। চিৎকার শোনা যায়, ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস!’ চেষ্টা করেও এই ভিড় সামাল দিতে পারেনি পুলিশ। শেষমেশ চালাতে হয় লাঠি। বহু সমর্থককে জোর করে প্রিজন ভ্যানে তোলে পুলিশ। মিছিলকারীরা চিৎকার করে অভিযোগ করতে থাকেন, কোনও প্ররোচনা ছাড়া, কোনও অশান্তি ছাড় পুলিশ রীতিমতো আক্রমণ করেছে তাঁদের উপর। কোনও রাজনৈতিক স্লোগানও ওঠেনি বলে দাবি তাঁদের। তার পরেও তাঁদের লাঠি মেরে

প্রিজন ভ্যান ঘিরে সমর্থকদের মুক্ত করে ফের মিছিল

তাড়ানোর অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। বিক্ষুব্ধ সমর্থকরা জানিয়েছেন, ম্যাচ বাতিলের পরে তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে আরজি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে পথে নেমেছিলেন। স্লোগান তুলেছিলেন ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’। জানা গেছে, এর পরে পুলিশ তাঁদের চলে যেতে বলে। সমর্থকরা জানান, তাঁরা কোনও অশান্তি করছেন না। রাস্তা ছাড়বেন না। এর পরেই ছত্রভঙ্গ করতে তাঁদের উপর লাঠি চালানো হয় বলে অভিযোগ। মারধরের মুখে আহত হন মহিলা সমর্থকরাও। প্রিজন ভ্যানে দুই দলের সমর্থকদেরই তোলা হয়। তবে শেষমেশ পুলিশ পিছু হটল সমর্থকদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে। আটক করা সমর্থকদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এর পরে ফের মিছিল করেন প্রতিবাদীরা। এক সমর্থকের কথায়, ‘‘এতদিন আমরা লড়াই করেছি। কিন্তু আজ আমরা এক হয়ে গেছি। এক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধেই আমরা আজ একজোট।’’ এদিন বিধাননগর পুলিশের নগরপাল একটি প্রেস মিট করেন। বিধাননগর পুলিশের নগরপাল প্রেসমিটে বলেন, ‘‘আপামর জনতাকে আমি অনুরোধ করছি, আজ যেন এখানে কেউ এখানে জমায়েত না করেন। হয়তো মানুষজন শান্তিপূর্ণ জমায়েত করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কিছু বিশৃঙ্খল মানুষ ঢুকতে চলেছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি। আমাদের কাছে অনেক অডিয়ো ক্লিপ রয়েছে। অনেক তথ্য পেয়েছি।’’ রবিবার ৫ জনকে আটক করেছে বিধাননগর পুলিশ। বিধাননগর পুলিশের নগরপাল আরও বলেন, ‘‘ইতিমধ্যে ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি। যে ৫ জনকে আমরা আটক করেছি তাদের নাম রাকেশ পাল, শুভম চক্রবর্তী, রজত নন্দী, সাগ্নিক গুহ ও অনীশ দত্ত। সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এদের সঙ্গে আর কেউ বিশৃঙ্খলা তৈরি করার পরিকল্পনা করছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’’ বিধাননগর পুলিশের ডিসি অনীশ সরকার জানান, ১৪৪ ধারা, যা এখন বিএনএসএসের ১৬৩ ধারার অধীনে আজ বিকেল ৪ থেকে রাত ১২টা অবধি স্টেডিয়াম ও তার আশেপাশের এলাকাতে জারি থাকবে। বিধানগর পুলিশের পক্ষ থেকে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে, স্টেডিয়াম সংলগ্ন স্থানে না আসার। প্রেসমিটে তিনি আরও বলেন, ‘‘২টো অডিয়ো ক্লিপ আমরা আপনাদের শুনিয়েছি। আজ যদি ডার্বি হত, তা হলে পরিকল্পনা ছিল কিছু লোকজনের সেখানে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার। আমরা অনেককিছু পেয়েছি। আরও ভালো করে তদন্ত করতে হবে। ফুটবলপ্রেমীদের আমি অনুরোধ করছি, এখানে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার চেষ্টা হতে পারে। তেমন পরিস্থিতি যাতে না হয়, তাই আমরা সকলকে এখানে জমায়েত করতে নিষেধ করছি। আমাদের কাছে যে ফোর্স রয়েছে, তাতে যদি ৬০-৬২ হাজার মানুষ যদি মাঠে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে সেক্ষেত্রে পদপৃষ্ঠ হওয়ার ঘটনাও ঘটতে পারত।’’ এদিন আর জি কর কাণ্ডের পাশাপাশি ডার্বি বাতিল-জোড়া প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবেও।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রাক্তন সভাপতি ব্রহ্মচারি সিদ্ধেশ্বর ভাই-এর একশ সতেরো তম আবির্ভাব তিথি ও অমৃত লোকে যাত্রা ২৫ বছর পূর্তিকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানাতে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে মোহিত মৈত্র মঞ্চ পাইকপাড়ায়। উদ্বোধন করেন আচার্য গোপাল ক্ষেত্রী , শ্রীমতী গীতাঞ্জলি মিএ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। শ্রীমৎ সিদ্ধেশ্বর ভাই-এর এক অভিনব সৃষ্টি একদিন ঝুলন পূর্ণিমায় গীতিনাট্যটি পরিবেশন করেন আদ্যাপীঠ বালক আশ্রমের বালকবৃন্দ। ছবি-সুবল সাহা

আজ হাইকোর্টে যাচ্ছে বিজেপি, বড়সড় আন্দোলনে নামছেন শুভেন্দুরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ সোমবার রাখি বন্ধন উৎসব। সেই উপলক্ষে কলকাতার ১৫টি জায়গায় এবং জেলাগুলিতে রাখিবন্ধন পালন করবে রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চা। মহিলাদের সুরক্ষার কথা ভেবেই এই কর্মসূচি। অন্যদিকে সোমবার ধরনার অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছে রাজ্য বিজেপি। ২০ আগস্ট থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত লাগাতার ধরনা চলবে বিজেপির। ভাগে ভাগে বিভিন্ন স্তরের নেতারা বসবেন ধরনায়। রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে ২০ তারিখ ধরনায় উপস্থিত থাকবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য বিজেপি বিধায়করা। ২১ আগস্ট রাজ্য বিজেপির নেতা ও সাংসদরা ধরনা দেবেন। ২২ তারিখ ধরনায় উপস্থিত থাকবে বিজেপির সমস্ত সেল এবং বিভাগ। ২২ তারিখ স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করারও কর্মসূচি ডাকা হয়েছে। ২৩ তারিখ ধরনা দেবে মহিলা মোর্চা। এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, ‘‘যারা ভোট দিয়ে এই সরকারকে এনেছিলেন, তাঁরা এবার বুঝুন। সময় এসেছে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলার। যে কেউ নবান্ন চলোর ডাক দিন, আমি আছি। এই রাজ্যের সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছে না। অন্যদিকে একটা খেলা যেখানে রাজনীতির সম্পর্ক নেই সেটাও আয়োজনে ব্যর্থ।’’

আরজি করের পাশে টলিউড

রবিবার মিছিল অভিনেতা-পরিচালকদের, সদ্য মাকে হারিয়েও যোগ দিলেন কৌশিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে এবার পথে নামলেন টলি জগতের অভিনেতা-অভিনেত্রী পরিচালকরা। আজ, রবিবার টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে সকলে একজোট হন। তারপর সেখান থেকে বাসে করে শিয়ালদহ হয়ে খান্না যান তাঁরা। খান্না থেকে প্রতিবাদ মিছিল করেন শ্যামবাজার পর্যন্ত। এদিন প্রতিবাদে টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে, প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য। তার পরে আবার ফিরে যান মায়ের শেষকৃত্যে। প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আগেও পথে নেমেছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। এমনকি প্রতিদিনই সোশাল মিডিয়ায় আওয়াজ তুলেছেন তরুণী ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুনের বিরুদ্ধে। জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন দু’দিন আগেই, তা নিয়েও কোনও উদযাপনে মাতেননি। আজ মাকে

উপস্থিত ছিলেন রাজ চক্রবর্তী, শুভশ্রী গাঙ্গুলি, শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী, অরিন্দম শীল, চূর্ণী গাঙ্গুলি, কৌশিক সেন, পাওলি দাম, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায, আবীর চট্টোপাধ্যায়, রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ, ঐন্দ্রিলা সেন, অঙ্কুশ হাজরা, রূপাঞ্জনা, শান্তিলাল মুখার্জি, ইমন চক্রবর্তী, পাওলি দাম, জিতু কামাল, সৃজিত মুখার্জী-সহ বহু অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক। অন্যদিকে, রবিবার বিকেলেই পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলির মা বুলা গাঙ্গুলি প্রয়াত হন। ৮৬ বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন গড়িয়ার কানুনগো পার্কের বাড়িতে। খবর পেয়েই স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে সেখানে পৌঁছন পরিচালক। এর পরে অবশ্য তিনি ফের আসেন হারিয়েও প্রতিবাদের কর্তব্য ভুললেন না। গতকাল, শনিবার সিনে ইন্ডাস্ট্রির তরফে একটি বিবৃতি জারি করা হয়। সেখানেই জানানো হয় যে, আরজি কর পরিবারের পাশে রয়েছে চলচ্চিত্র পরিবার। যদিও আজ তাঁদের কর্মসূচি ছিল শ্যামবাজার থেকে আরজিকর হাসপাতালে মিছিল করে যাওয়ার। কিন্তু শ্যামবাজারে ১৪৪ ধারা জারি থাকায় খান্না থেকে মিছিল করেন তাঁরা। জানা গেছে, আরজি কর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় শান্তি বজায় রাখতেই কার্ফু জারি করার কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, রবিবার থেকে আগামী সাতদিন হাসপাতাল চত্বরে বড় জমায়েত করা চলবে না।

আরজি করের পর এসএসকেএমে ভাঙচুর, পেটাল চিকিৎসককে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ আরজি করের পর এবার এসএসকেএমে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল। রাজ্যের উৎকর্ষ কেন্দ্র এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ারে এবার ভাঙচুর করা হল। ১৫ বছরের বালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় রবিবার। ট্রমা কেয়ারের পাঁচতলায় চলে ভাঙচুর। রোগীর পরিজনের হাতে এক জুনিয়র চিকিৎসক রক্তাক্তও হন বলে অভিযোগ। আরজি কর কাণ্ডে উত্তাল রাজ্য। এরই মধ্যে আবার প্রশ্নের মুখে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা। চিকিৎসকদের একাংশ জানান, প্রথমে মুখে মারে ওই জুনিয়র ডাক্তারকে। তারপর গলা চেপে ধরে। করিডরের দেওয়ালে চেপে ধরে রেখে দেয়। আরেকজন এসে বাঁচান। খবর পেয়েই ওয়ার্ডে পৌঁছে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে আহত চিকিৎসকের নাম সুব্রত শূর। হাসপাতালে কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মীর কথায়, ‘‘আমরা নিচে ডিউটিতে আছি। অর্থাৎ হইচই শুনে উপরে যাই। গিয়ে দেখি বোতল ভেঙে ডাক্তারকে মারতে যাচ্ছে। পিছন থেকে গিয়ে আমি ধরি। ডাক্তার সুব্রত শূরকে মারধর করেছে।’’

পুলিশের উর্দিতেও রক্ত লেগে যায়। আহত হন পুলিশ কর্মীও। ওই পুলিশ কর্মী জানান, ওয়ার্ডে থাকা রোগীর আত্মীয়রা তিন-চারটে বেড উল্টে ফেলে দেন। ওষুধ ছিল, সেসবও ফেলে দিয়েছে। আরজি করকাণ্ডে এই মুহূর্তে উত্তাল কলকাতা। গত ১৪ আগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ঢুকে গুন্ডাগিরি চালায় একদল দুষ্কৃতী। হাসপাতালে ঢুকে ভাঙচুর করে তারা। এবার আবার এসএসকেএম হাসপাতালেও ভাঙচুর। যদিও দুই হাসপাতালে অশান্তির প্রেক্ষাপট একেবারেই আলাদা। তবে দু’ক্ষেত্রেই ক্ষতির মুখে পড়েছে চিকিৎসাকেন্দ্র।

‘পশ্চিমবঙ্গে যা হচ্ছে অঘোষিত জরুরি অবস্থা’, বললেন শমীক, সুজনেরও নিশানায় শাসকশিবির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ আগেই ঘোষণা হয়েছিল রবিবারের ডার্বি ম্যাচ বাতিল। হবে না ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্যাচ। তবে ম্যাচ বাতিল হলেও আরজি করের পড়ুয়ার জন্য বিচার চেয়ে ফুটবল সমর্থকরা পথে নামেন রবিবার। যুবভারতীর সামনে জমায়েত করেন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান সমর্থকরা। তবে প্রথম থেকেই পুলিশ এই জমায়েত মোকাবিলায় সর্বতোভাবে প্রস্তুত। আর এই ঘটনায় রাজ্যকে একযোগে নিশানা করেছে বাম, বিজেপি। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কথায়, ‘‘যিনি বলেন, ভাঙা পায়ে খেলা হবে। তিনি খেলার নাম শুনে পালাচ্ছেন কেন? খেলার নাম শুনে উনি পালাতে পারেন, সবাই পালাবে না তো।’’ সুজনের দাবি, ‘‘খেলা না হলেও মানুষ আসছে দেখে প্রশাসন ভয় পাচ্ছে।’’ সিপিএম নেতার দাবি, ‘‘এতে পুলিশের উপর গিয়ে মানুষের যাবতীয় ক্ষোভ পড়ছে।’’ অন্যদিকে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘ফুটবল কলকাতার প্রাণ। ফুটবলপ্রেমীদের কাছ থেকে যদি ফুটবলকে কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি আর কিছু হতে পারে না।’’ শমীকের দাবি, পুলিশ প্রমাণ লোপাট

করছে, বিরোধীদের মঞ্চ ভাঙছে আর এবার ফুটবলপ্রেমীদের মন থেকে ফুটবল কাড়ছে। শমীকের কথায়, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে যেটা হচ্ছে, তা অঘোষিত জরুরি অবস্থা।’’

৬০ কিমি বেগে সমুদ্রে ঝোড়ো হাওয়া! দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ মৌসুমী অক্ষরেখা ছিলই। তার দোসর হয়ে বাংলার আকাশে হাজির নিম্নচাপ। ইতিমধ্যে যা শক্তি বাড়িয়ে বাংলাদেশ ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এর প্রভাবে রবিবার ও সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হবে কলকাতাতেও। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে উত্তরবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপের জেরে আগামী কয়েকদিন উত্তাল হবে সমুদ্র। ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে দমকাঝোড়ো হাওয়া বইবে সমুদ্রের ভেতরে। যে কারণে বাংলা ও ওড়িশার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপ দক্ষিণ বাংলাদেশে অবস্থান করছে। সোমবার সকালের মধ্যে বাংলাদেশ ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে এই নিম্নচাপ আরও শক্তিশালী হবে। এটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় এই এটি আরও শক্তিশালী হয়ে পশ্চিমবঙ্গ উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করে ঝাড়খণ্ডের দিকে এগিয়ে যাবে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গ ও ঝাড়খন্ডে প্রবল বৃষ্টিপাত হবে। রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলাতে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে মূলত পশ্চিমের জেলাগুলিতে। পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে রবিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। কলকাতাতেও আগামী দু’দিন বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সতর্কতা জারি করাব হয়েছে। রবিবার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি হবে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৬৩ থেকে ৯৪ শতাংশের মধ্যে থাকবে। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ২৯.৮ মিলিমিটার। বাংলার পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খণ্ডে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ওড়িশাতেও প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা। অতিভারী বৃষ্টি হবে রাজস্থান, ছত্তীসগড়, তামিলনাড়ু, কেরালা এবং কর্নাটকে।

আরজি কর-কাণ্ডের মধ্যেই নাবালিকাকে ‘ধর্ষণ’ সহপাঠীর বিরুদ্ধে, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৮ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডে তোলপাড় বাংলা। প্রতিবাদে সোচ্চার শহর তিলোত্তমা। কিন্তু তার মধ্যেও এক নাবালিকাকে ধর্ষণের

অভিযোগ। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে’ও নাবালক। এমনকি থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও ৬ দিন পর পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার গাড়াপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, নির্যাতিতা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। ১৪ বছরের ওই নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে তার সহপাঠীর বিরুদ্ধে । পরবর্তীতে নাবালিকার মা চলতি মাসের গত ১৩ তারিখ বনগাঁ মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু ৬ দিন কেটে গেলেও অভিযুক্তর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ তুলেছে পরিবারের পক্ষ থেকে। তাদের দাবি অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে শাস্তি দিতে হবে। জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রী টিউশন পড়তে গিয়েছিল। সেখান থেকেই সহপাঠী তাকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বাড়িতে এসে প্রথমে বিষয়টা ভয়ে কিছু জানায় না ছাত্রী। তারপর মেয়ের শরীরে অস্বস্তি দেখে মা চেপে ধরেন। তখনই সবটা খুলে বলে ছাত্রী। এরপরই থানার দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্যাতিতার মা। কিন্তু ৬ দিন কেটে গেলেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেনি বলে নির্যাতিতার মায়ের দাবি।

মুখ্যমন্ত্রী কি জনগণকে ভয় পাচ্ছেন? উত্তাল জনতার পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুললেন কন্যাহারা পিতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ আরজি করে নিহত মহিলা চিকিৎসকের সুবিচারের দাবিতে আন্দোলনে নামায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি জনগণকে ভয় পাচ্ছেন? প্রশ্ন তুললেন নিহত চিকিৎসকের বাবা। শনিবার রাতে আরজি কর চত্বরে প্রতিবাদ কর্মসূচির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও রবিবার যুবভারতীর সামনে প্রতিবাদীদের ওপর পুলিশের নির্বিচারে লাঠিচার্জের ঘটনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাথা বলেন তিনি। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় সন্তুষ্ট নন। রবিবার বিকেলে নিহত চিকিৎসকের বাবা সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘উনি এত কথা বলছেন। উনি রাস্তায় নামছে, আন্দোলন করছেন, নির্যাতিতার বিচার চাই। এদিকে উনি আন্দোলন বন্ধ করারও চেষ্টা করছেন। এরকম দ্বিচারিতা কেন করছেন উনি? তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কি জনগণকে ভয়

পাচ্ছেন? মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় আমরা অসন্তুষ্ট।’’ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন নিহত চিকিৎসকের বাবা। তিনি বলেন, ‘‘এখনও পর্যন্ত তদন্তের কোনও ফল পাইনি। সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে আমার কোনও কথাই হয়নি। সই করার দরকার হলে ওনার অফিসে ডেকে পাঠিয়েছেন মাত্র। বিভাগের বা কলেজের কেউ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। পুরো ডিপার্টমেন্ট এতে জড়িত। বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা হবে এমন কোনও কথা মেয়ে বাড়িতে বলত না। বিভাগের কেউ না কেউ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ কমিশনার আমাদের একটু শান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা আস্থা রাখতে পারিনি। তাই সিবিআইয়ের দ্বারস্থ হয়েছি।’’ আরজি করের নির্যাতিতার সুবিচারের দাবিতে বিক্ষোভ হতে পারে, এই ভয়ে রবিবার যুবভারতী স্টেডিয়ামে ডুরান্ড কাপের ডার্বি ম্যাচ বাতিল করে দিয়েছে বিধাননগর পুলিশ। তার পরেও এদিন বিকেলে স্টেডিয়ামের কাছে জড়ো হয়ে একযোগে বিক্ষোভ দেখান ইস্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগান সমর্থকরা। যদিও তার আগেই ওই এলাকায় বিএনএস-এর ১৬৩ ধারা (আইপিসি ১৪৪) জারি করে বিধাননগর পুলিশ। বিক্ষোভকারীরা স্টেডিয়াম থেকে ২০০ মিটার দূরে থাকলেও পুলিশ তাদের ওপর নির্বিচারে লাঠি চালায় বলে অভিযোগ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৫৯ সংখ্যা, সোমবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩১

ঠাকুর বাড়িতে নারী স্বাধীনতা

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা যদি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করে আধুনিক শিক্ষা প্রবেশ বাড়ির মধ্যে না করাতো এবং নারী স্বাধীনতাকে যদি স্বীকৃতি না দিত তাহলে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী মতো স্বাধীনচেতা মহিলা সাক্ষাৎ মেলা দুস্কর ছিল। ঠাকুরবাড়ির নব জাগরণের নাম। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম বি.এ পাশ করেন। ইংরেজি ও ফারসী ভাষায় বি.এ পড়েছিলেন তিনি। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্ঞানদানন্দিনীর মেয়ে। ২৯ ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ ১৫ পৌষ, ১৮২০ বঙ্গাব্দে ইন্দিরা দেবীর জন্ম। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই সন্তান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী দুজনেই ছিলেন কৃতি ব্যক্তিত্ব। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ছিলেন একজন বিশিষ্ট সংগীতবিদ। রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। ১৮৭৭ সালে মা জ্ঞানদানন্দিনীর সাথে ভাই সুরেন্দ্রনাথ সহ তিনি প্রথম জাহাজে ইংল্যান্ডে। বছরখানেক পর রবীন্দ্রনাথও ইংল্যান্ডে চলে গেলে কবিগুরুর নিবিড় সান্নিধ্যে বেড়ে উঠেন তারা দুই ভাইবোন। সুরেন্দ্রনাথ এবং ইন্দিরা দেবীকে বিশেষভাবে পছন্দ করতেন কবিগুরু। ছোটবেলা থেকেই তিনি পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এর উপর তালিম নেন। কবিগুরুর অসংখ্য গানের নোটেশন লিখেছেন তিনি। এছাড়াও তিনি কিছু ব্রাহ্ম সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ইন্দিরা দেবীর বয়স যখন ছাব্বিশ বছর তখন আইনজীবী, প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ইন্দিরা দেবী'র সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন অনুবাদক। 'সাধনা' পত্রিকায় তিনি পিয়ের লোতির গল্প ও ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথে গীতাঞ্জলির ভূমিকা ফরাসী অনুবাদ থেকে অনুবাদ করেন ইন্দিরা দেবী অনুবাদ প্রকাশিত হয়, প্রমথ চৌধুরী সাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকাতে। রেনে গ্রুসে-লিখিত LóInde এর বাংলা সঙ্কলনও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। রেটি প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার ও রচনার তিনি ছিলেন দক্ষ অনুবাদক। রবীন্দ্রনাথও তার অনুবাদ পড়ে সবসময় সন্তোষ প্রকাশ করতেন। ইন্দিরাই প্রথম তার 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইন্দিরা দেবী অনেক গুণে গুণান্বিত ছিলেন। সঙ্গীত বিষয়েও তার জ্ঞান ছিল অগাধ। তিনি বেশ কিছু সংগীত বিষয়ক বই লিখেছেন। তার মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একযোগে লিখিত 'হিন্দু সংগীত' গ্রন্থের (১৩৫২ বঙ্গাব্দ) 'সংগীত পরিচয়' নামক প্রাথমিক অংশ উল্লেখযোগ্য। তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত এর তথ্য এবং তত্ত্ব দুটিকেই সমৃদ্ধ করেছেন সমান হারে। সঙ্গীত বিশারদ,অনুবাদক হবার পাশাপাশি তিনি নিজেকে সামাজিক উন্নয়নেও অংশীদার করেছেন। বাবার পথ ধরেই মহিলা শিক্ষা লিগ, সর্ব ভারতীয় মহিলা সম্মেলন, সঙ্গীত সংঘ, সঙ্গীত সম্মেলন সহ আরো নানান কার্যক্রমেও অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন এবং বিশ্ব ভারতীর ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব নেন। ১৯৬০ সালের ১২ আগস্ট ঠাকুর পরিবারের নবজাগরণের অংশীদার এই মহীয়সী সাহিত্যিক এবং সঙ্গীত বিশারদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাংলার নাট্য জগতে সূর্য

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৪) অভিনেতা, নাট্যসংগঠক ও লেখক। ১৮৯৫ সালের ১২ আগস্ট কলকাতায় তাঁর জন্ম। তিনি লন্ডন মিশনারি স্কুলে কিছু দিন লেখাপড়া করেন। কিন্তু অল্প বয়সেই অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়াশোনা বাদ দিয়ে তিনি থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ে যোগ দেন। অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই থিয়েটার, যাত্রা এবং সিনেমা এই তিন মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯২৩ সালে 'কর্ণার্জুন' নাটকে তাঁর প্রথম অভিনয়। এ ছাড়া যে সব নাটকে অভিনয় করে তিনি স্মরণীয় হন সেগুলি হলো শ্রীরামচন্দ্র, অশোক, চক্রব্যূহ, সাজাহান, মহারাজ নন্দকুমার, চন্দ্রগুপ্ত, মিশরকুমারী ইত্যাদি। তাঁর শেষ অভিনীত নাটক 'সাজাহান' মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৭ সালে মিনার্ভা থিয়েটার মঞ্চে। তাতে তিনি নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯২৩ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকালীন অভিনয় জীবনে অহীন্দ্র চৌধুরী বহু নাটকের প্রায় প্রতিটি চরিত্রে স্মরণীয় অভিনয় করে নাট্যজগতে একটি যুগের সৃষ্টি করেন, যাকে 'অহীন্দ্রযুগ' বলে অভিহিত করা হয়। মঞ্চের পাশাপাশি অহীন্দ্র চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন। ১৯২২ সালে তিনি 'সোল অব এ প্লেভ' নামে একটি চলচ্চিত্র পরিচালনা ও তাতে অভিনয় করেন। ১৯৩১-৫৪ সাল পর্যন্ত ১২৫টিরও বেশি সবাক চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেন। প্রিয়তমা, চিরকুমার সভা, তটিনীর বিচার, রাজনর্তকী, সোনার সংসার, ডাক্তার, শেষ উত্তর, কৃষ্ণকান্তের উইল, কঙ্কাবতীর ঘাট প্রভৃতি চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালে তিনি অভিনয় সংক্রান্ত নিজস্ব সংগ্রহশালা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং এটি পরিচালনার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৫৪ সালে অহীন্দ্র চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'গিরিশ লেকচারার' মনোনীত করে। তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতামালা বাংলা নাট্য বিবর্তনে গিরিশচন্দ্র শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর গ্রন্থ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' আত্মজীবনীমূলক রচনা। ১৯৫৮ সালে সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি কর্তৃক তিনি পুরস্কৃত হন এবং নাট্য শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'স্টার থিয়েটার পদক' (১৯৭২) লাভ করেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি প্রাপ্ত হন। অভিনয়ে অসামান্য দক্ষতার জন্য তিনি সাধারণের নিকট 'নটসূর্য' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ৫ নভেম্বর কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলার থিয়েটার জগতে তিনি ছিলেন সম্রাট।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং বাসস্থান মানব জীবনকে সুস্থ করে তোলে। তার সন্ধান করতে হবে। তাকে অর্জন করতে গেলে কর্ম করতে হবে। আজীবন ধরে কর্ম করতে পারলে তবেই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব হবে। ঈশ্বর সবাইকে মানব করে পাঠিয়েছে কাজ করার জন্য। আমরা অকাজ করে পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। পরিবেশকে ধ্বংস করতে শুরু করে দিয়েছি। তার ফলে পরিবেশ দূষিত হতে শুরু করে দিয়েছে। যত বেশি পরিবেশ দূষিত হতে থাকবে ততই মানব জীবন অসহায় বোধ করতে থাকবে। পৃথিবীতে বসবাস করার অধিকার হারাতে থাকবে। সৎ কর্ম করো।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

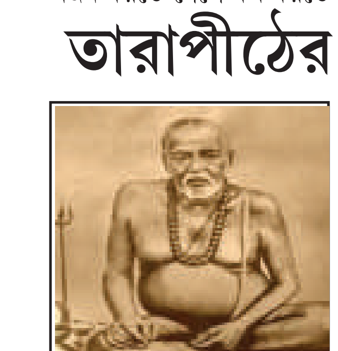

সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি তারা মায়ের ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই সবকিছু রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মানবের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তারা মায়ের সাধনা করার খুবই প্রয়োজন। সৎ মন্ত্র উচ্চারিত করতে হবে মানব কল্যাণের জন্য।

বাংলার নবজাগরণ এবং বাঙালি বণিক, জমিদার সম্প্রদায়ের অবদানের ফলে কলকাতা ভারতের অন্যতম সেরা হেরিটেজ শহর

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতা শহর পত্তন করেছিলেন জব চার্নক। তিনি কলকাতা শহর তৈরি করতে না পারলে আজকের কলকাতার হেরিটেজকে দেখা সম্ভব হতো না। কলকাতা শহর তৈরি হওয়ার ফলে বাঙালি ধনিক শ্রেণিরা কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করলো কলকাতা হেরিটেজে পরিণত হতে থাকে। বাংলার নবজাগরণও কলকাতাকে হেরিটেজ করতে সাহায্য করে। **পাথুরিয়াঘাটার খেলাত ঘোষের বাড়ি ঃ** পাথুরিয়া ঘোষ পরিবারের সবচেয়ে উল্লেখযাগ্য বক্তি হলেন রামলোচন ঘোষের পৌত্র ও দেবেন্দ্রনারায়ণের পুত্র খেলাত চন্দ্র ঘোষ (১৮৫০-১৯৩০)। প্রাসাদ্যোপম অট্টালিকা তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। সশস্ত্র প্রহরীর হাত ছাড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেও দেখতে পাওয়া যাবে ঠাকুর দালান এবং চণ্ডী মণ্ডপ। খেলাত ঘোষ ছিলেন হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভার প্রবর্তক। বর্হিবাটিতে তখন একটি বড় হলঘর ছিল সেখান নানান জায়গয়া থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এসে সমাবেত হতো। তারা সেখানে বসে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কিত শাস্ত্র আলোচনা করতেন। এছাড়া আমোদ প্রমোদে ভরে উঠত এই বাড়ি। সেদিন হীরা মানিক খচিত স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করতেন খেলাত ঘোষ। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত 'হুতোম প্যাঁচর নকসা' তাঁকে ইঙ্গিত করে নুড়িহাটার খোকাবাবুর কৌতুক প্রসঙ্গে লিখেছিলেন। বাড়ির দোতলায় সেই মার্বেল জলসা ঘরটি এখনও রয়েছে। এখানে একদিন সারা ভারতের সেরা নর্তকীদের অবিশ্রান্ত পায়ের ঘুঙুর বেজে চলেছিল। রাতভোর কত আসর বসেছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের। খেলাত ঘোষের পর এই বাড়ির অধিস্বামী হন রমানাথ ঘোষ। তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ সভার প্রথম সম্পাদক এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রমানমাথের মাতা কৃষ্ণমোহন দেবীর জ্যেষ্ঠ পৌত্র গণেশ ঘোষের বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পৌত্রের মাত্র সাতারো বছর পরমায়ু। কিন্তু কৃষ্ণমোহিনী দেবী বিবাহ দেবেন। রমানাথ ঘোষ তখন স্বামীজীর কাছে মতামত জিজ্ঞাসা করতে সব শুনে তিনি বললেন, বিবাহ তো হবে দেখছি। স্বামীজীর কাছে পুত্রের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করলেন। স্বামী ভাস্করানন্দ বললেন, যতদিন আমি বাঁচবো, ততদিন ধরে সেও বাঁচবে। মহাখুশি হয়ে জাঁকজমক করে তিনি ছেলের বিবাহ দিলেন। তারপরে ইতিহাস করুণ। এক বছরও অতিবাহিত হয়নি। ঘোড়ায় চড়ে গণেশ ঘোষ বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। রেকাবে পা আটকে উল্টে পড়ে গেলেন। ১৯২৫ সালে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মহাত্মা গান্ধি চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। কলকাতার অন্যতম সেরা স্থাপত্য শিল্প হল এই বাড়িটি। **ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ঃ** বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট এবং চিত্তরঞ্জন অভিনিউ এর সংযোগস্থলে রয়েছে এণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। এটি তৈরি করা হয়েছিল যখন ভারতীয়রা কলকাতার ক্যালকাটা

ক্লাব এবং বেঙ্গল ক্লাবে প্রবেশ করার কোনও অধিকার ছিল না। তখন নেটিভরা পার্ক স্ট্রিটে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে পারতো না। তখন বুদ্ধিজীবী বঙ্গসন্তানরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে চিন্তা করলো যে সাহেবদের মতো একটি জাতীয় সংস্থা তৈরি করতে হবে। জাতীয়তা সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন ঘোষ, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ মহান ব্যক্তিরা এক সঙ্গে মিলিত হয়ে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৭৬ সালে ২৬ জুলাই তারিখে। সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার্থীদের বয়স কমিয়ে একুশ থেকে উনিশ এনে দাঁড় করালেন লর্ড সেলিসবেরি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠল। বাংলা প্রেস অ্যাক্টে বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। তার ফলে এই অ্যাক্ট উঠে যায়। ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের প্রথম নিয়ামক ছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। ১৯০১ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান বাড়িটি ক্রয় করেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্টপোষকতায় বরিশালে ' বাংলা প্রাদেশিক জাতীয় সম্মেলন' এর ইতিবৃত্ত আমাদের বিস্মৃত করে না। এই অধিবেশন থেকেই ইংরেজদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বর্তমান যে ভবনটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে ১৯১৫ সালে নির্মিত হয়ে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কাজ শুরু করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বহু সিদ্ধান্ত এই সংস্থার ভবন থেকে নেওয়া হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পাল, বিপ্লবী অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আবুদর রসুল সহ আরও অনেকে এই সংস্থার সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। **চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ঃ** বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পৈতৃক বাসভবনের বাড়িটি এখন সরকার গ্রহণ করে সেখানে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন নাম দিয়ে ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরি করেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পুর্বপুরুষের নাম ছিল কালীমোহন দাশ। কালীমোহন ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবারের অধিকাংশ সদস্যরাই আইন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পূর্ব পুরুষদের সূত্রকে বহন করে চিত্তরঞ্জন দাশ আইনজীবী হওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করেছিলেন। কাশীশ্বর দাশের দ্বিতীয় পুত্র কালীমোহনের ভ্রাতা দুর্গামোহন দাশ বাংলার নবজাগরণের অন্যতম স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। মাত্র চোদ্দ বছরের মধ্যে প্রবেশিকা বৃত্তি লাভ করে এন্ট্রাস পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৭০ সালে কলকাতায় এসে ওকালতি করে আইনজীবী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৬৪ সালে তাঁর উদ্যোগে বরিশালে দুটি কায়স্থ পরিবারের বালবিধবার পুনর্বিবাহ দেন। এই কাজের জন্য তাঁকে বহু সামাজিক কষ্ট পেতে হয়েছিল। লেডি অবলা বসু এই পরিবারের সদস্যা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের বিবাহ হয়। এই বাড়িতে বসবাস করতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী। তিনি ধনী পিতার কন্যা ছিলেন। এই বাড়িতেই তাঁর বিবাহিত জীবন শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র বসু এই বাড়িরই পুত্রসম ছিলেন। ১৯২২ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে বাসন্তী দেবী সভানেতৃত্ব ছিলেন। প্রথম জীবনে দেশবন্ধু সাহিত্য চর্চা করতেন। পরে চিত্তরঞ্জন দাশ আইন চর্চা করতে শুরু করেন। রসা রোডের এই বাড়িতে এসেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মহাত্মা গান্ধি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস প্রায়দিনই এই বাড়িতে এসে থাকতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিপ্লবী অরবিন্দের জীবন রক্ষা করেছিলেন। মানিকতলা বোমা মামলায় বিপ্লবী অরবিন্দ গ্রেফতার হলে তাঁকে রক্ষা করতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আলিপুর কোর্টে কালোকোট পরে আইনী সাওয়াল করতে শুরু করেন। বিপ্লবী অরবিন্দের একবছর জেল হয়। পরে ১৯১০ সালে মুক্তি পেয়ে বিপ্লবী অরবিন্দ একেবারে আধ্যাত্মিক জগতে ফিরে গেলেন। **রঙ্গলাল বাসভবন ঃ** খিদিরপুর মোড় থেকে কার্ল মার্কর্স সরণি ধরে ফ্যান্সি মার্কেটের দিকে গেলে ডান দিকে পড়বে একটা গলি। এই গলির ভেতরে একটি প্রাচীন বাড়ির গেটে লেখা রয়েছে রঙ্গলাল ভবন। কবি রঙ্গলাল এই বাসভবনে বসবাস করতেন। দুই পাশে কয়েকটি দোকান রয়েছে। ভেতরে একটি গাছ উঠে গেছে দোতলা পর্যন্ত। আজ থেকে প্রায় একশো চল্লিশ বছর আগে এই বাড়িতে বসবাস করতেন বাংলার একজন দিকপাল কবি তাঁর নাম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়। দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?' এটা স্বাধীনতারসময়ে কেন এখনও সবাই গান গাইলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। রঙ্গলাল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২১ ডিসেম্বর ১৮২৬ সালে। মাতুলায়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। হুগলি জেলার একেবারে উত্তর প্রান্তের বেহুলা নদীর তীরে বাকুলিয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারে কুলীন মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁর পিতামহও কবি ছিলেন তাঁর নাম কীর্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলালের পিতা রামনারায়ণ কুলিন ব্রাহ্মণ হওয়ার দরুন ষোলটি বিবাহ করেছিলেন। রঙ্গলালের মাতার নাম ছিল হরসুন্দরী। রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরবি, ফার্সি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইরেজি ভাষাও জানতেন। তিনি মুর্শিদাবাদের ছোট দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হন। স্বামী বহু বিবাহ এবং অসময়ে তাঁর মৃত্যু হলে রঙ্গলালের মা হরসুন্দরী শিশু রঙ্গলালকে সঙ্গে করে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যান। রাম নারায়ণের সর্বসমতে সাতটি পুত্রের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন যজ্ঞেশ্বর, তারাচাঁদ, গণেশচন্দ্র, রঙ্গলাল, উমেশচন্দ্র, মধুসূদন এবং হরিমোহন। রঙ্গলালের মাতুলায়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠমাতুল রামকমল নিজ অধ্যবসায়ে প্রচুর ধন সম্পত্তি করেন এবং কলকাতায় চলে এসে খিদিরপুরে মানসাতলা অঞ্চলে ১০ বিঘা জমির ওপরে প্রাসাদোপম আবাস নির্মাণ করেন। শৈশবে বাকুলিয়া স্কুলে ভর্তি হন রঙ্গলাল। তারপরে হুগলি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৪১ সালে রঙ্গলাল নদীয়ার ফুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রাখালদাসী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। রঙ্গলাল সাহিত্য চর্চা করতে শুরু করেন। ১৮৬৩ সালে রঙ্গলাল ওড়িশার ডেপুটি কালেক্টর পদে যোগদান করেন। কলকাতার **বৈষ্ণব মন্দির ঃ** ১৩৩৩ সালে ৩০ কার্তিক বৈষ্ণব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিগ্রহটি পুজো করতেন রামদেব। তারপরে রাধাকৃষ্ণ পুজো করেছেন রামকৃষ্ণদেব। তখন কলকাতায় বৈষ্ণব মন্দির কম ছিল। রাধাকৃষ্ণ পুজো করার সময়ে পুজারি মন্দিরে চলে আসেন। এই কারণে এই মন্দিরের একটি উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ মূর্তি দর্শন করে ভাবসমাধিস্থ হয়ে যেতেন। এখানে এখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ বাড়ির দরজার পাশেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে শিবলিঙ্গ, নারায়ণ শিলা, গোপাল, নৃসিংহদেব, বৃন্দাবনেশ্বর ও অনন্তদেব বিগ্রহ। বাংলায় রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে আসেন কবি জয়দেব। তিনি গীতগোবিন্দম এবং মেঘদূত কাব্য রচনা করে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে মর্যাদা দিয়ে ছিলেন। তাঁর পথ ধরে পরবর্তী কালে বাংলায় চণ্ডীদাস এবং মিথিলার কবি বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ প্রেম নিয়ে কাব্য রচনা করলেন। তখন মিথিলা ছিল একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে বহু বাঙালি পণ্ডিতেরা এসে শিক্ষা গ্রহণ করতো। তারাই রাধাকৃষ্ণকে বাংলায় নিয়ে আসে। পরে রাধাকৃষ্ণ পদাবলী রচনা করা হয়। বাংলা ছিল তন্ত্র সাধনার দেশ। সেই দেশে প্রেম ধর্ম প্রবেশ করতে শুরু করলো। চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণ প্রেম ধর্মকে মানুষের জীবনে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তিনি একাধারে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে যেমন উৎসাহ দিয়েছিলেন পাশাপাশি তিনি হরি সাধনা করতে জাতিকে উৎসাহ দেন। সেই সূত্র ধরে বাংলায় বিশেষ করে কলকাতায় বহু রাধাকৃষ্ণ মন্দির তৈরি হতে থাকে। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। **লাস্ট সাপার ঃ** প্রভু যিশুর শেষ ভোজন নিয়ে সারা বিশ্বে দুটো মাত্র ছবি রয়েছে। একটি ছবি রয়েছে ইতালির রোমে। আর একটি ছবি রয়েছে কলকাতাতে। সবাই অবাক হয়ে যাবেন যে কলকাতার প্রাচীন চার্চ সেন্ট জোনস চার্চে রয়েছেপ্রভু যিশুর শেষ ভোজন ছবিটি। যার নাম 'লাস্ট সাপার'। লাস্ট সাপার' ছবিটি প্রথম এঁকেছিলে লিও নার্দোভিঞ্চি। সেটা রোমের পোপের চার্চে রয়েছে। আগে ধর্ম সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতো। লিও নার্দো দ্য ভিঞ্চি লাস্ট সাপার ছবিটি এতো বিখ্যাত হয়েছিল যে তাঁর ছবিকে সামনে রেখে কলকাতার একজন ইউরোপীয় শিল্পী অনুরূপ একটি ছবি এঁকে ফেলেন। সেই শিল্পীর নাম হচ্ছে জোহান জোফানি। শিল্পী এই ছবিটি এঁকেছিলেন ১৭৮৭ সালে। লিওনার্দো দ্যাভিঞ্চির ছবির মধ্যে রোমের সভ্যতার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। আর জোফানির ছবির মধ্যে ভারতীয় সমাজের নিদর্শন পাওয়া যায়। লাস্ট সাপার ছবি দুটোই কিন্তু নবজাগরণের যুগের ছবি। ইতালিতে নবজাগরণ শুরু হলে লিওনার্দো দ্যভিঞ্চি লাস্ট সাপার ছবিটি এঁকেছিলেন।

শোভা সেনের দৃষ্টিতে অভিনেতা উৎপল দত্ত

বিশেষ প্রতিবেদক

তাঁকে ছাড়া উৎপল দত্তকে পেতাম না আমরা একথা রীতিমতো বাজি রেখে বলা যায়। শোভা সেন তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'উৎপল দত্তের সঙ্গে আমার কাগজের বিয়ে হয়েছিল ১৯৬১ সালের ২৯ মার্চ। সেদিন ছিল উৎপলের ৩২তম জন্মদিন। বিয়ের অনুষ্ঠানে কোনও জাঁকজমক বা আড়ম্বর হয়নি। নিতান্ত ঘরোয়া এই রেজিস্ট্রির সময় খুব ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু বান্ধব উপস্থিত ছিলেন। শেক্সপিয়রের নাটকের সুবাদে উৎপল দত্ত তখনই ভারতবিখ্যাত। এর মধ্যে 'অঙ্গার' নাটকের বিপুল সাফল্য বাংলা মঞ্চে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। কিন্তু এই বিয়ের সংবাদ ব্যক্তিগত পরিধির বাইরে যায়নি। উৎপলের এসব নিয়ে কোনও মাথাব্যথাও ছিল না। 'অঙ্গার' নাটকের ৩০০ রজনী অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৬১ সালের মে মাসের প্রথমেই আমরা বোম্বাই যাই। সেখানে 'অঙ্গার'-এর একটি আমন্ত্রিত প্রযোজনা ছিল। এই শো-তে বোম্বাইয়ের অনেক খ্যাতনামা শিল্পী এসেছিলেন। সকলেই উৎপলের নাট্যপ্রতিভা ও পরিচালনার তারিফ করেন। অভিনয়ের শেষে পৃথ্বীরাজ কাপুর তাঁর প্রশস্ত বুকে উৎপলকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি।' সেই সময় বোম্বাইতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর উপস্থিত ছিলেন। একদিন তাঁর ফ্ল্যাটে আমাদের কয়েকজনকে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে বোম্বাইয়ের বহু বিশিষ্টজনের সামনে তিনি উৎপলের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঘোষণা করে দেন। তারপরই এই খবর পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সংবাদে আমাদের আত্মীয়-পরিচিত এবং বন্ধুমহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। বন্ধুরা অনেকেই আমাদের যেমন অভিনন্দন জানান, তেমনি কিছু বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু আমি দীর্ঘ মানসিক যন্ত্রণা ও অশান্তির পর নতুন জীবন ফিরে পেলাম। ১৯৬১ সালের ১০ মার্চ দেবপ্রসাদ সেনের সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছিল। পুরুষ শাসিত সমাজে আমি ছিলাম লা স্পট্য, লাঞ্ছনা আর অবিচারের শিকার। কিন্তু স্বামীর অন্যায় অত্যাচার ও দৈহিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলাম আমি। তাই উৎপলের মতো সিংহহৃদয়, উদারচেতা স্বামীকে পেয়ে সব

দুঃখকষ্ট ভুলে গেলাম। উৎপলের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে জানতে পারতাম না, একজন স্বামী তার স্ত্রী বা জীবনসঙ্গীকে কতটা মর্যাদা বা সম্মান দিতে পারে। উৎপল প্রকৃত অর্থে নারীস্বাধীনতা ও সমানাধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন।' আজকের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বঙ্গসমাজে উৎপল - শোভার মতো মুক্তমনা নরনারীর যে কী ভীষণ প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত উৎপল - শোভা ছিলেন একে অন্যের পরিপূরক। যেমন প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বলেছিলেন, ' শোভাদিকে আড়াল থেকে কেউ কেউ 'শোভাদা' বলে মজা পেতেন! ঋত্বিক ঘটকের সংলাপ ধার করে বলা যায় ' বীভৎস মজা '। পুরুষ শাসিত সমাজের মাঝখানে শোভাদির সাংগঠনিক দাপট দেখে আমরা আড়াল থেকে দু' একটি পরচর্চার আসর বসিয়েছি। কোনও কল' শো এলে তাঁর দরাদরি করার অসামান্য ক্ষমতা নিয়ে ঠাট্টা করেছি। কিন্তু এই আমরাই নিজেদের মুখোমুখি হয়ে স্বীকার করেছি যে, শোভা সেন না থাকলে এল টি জি (লিটিল থিয়েটার গ্রুপ) - র অত বোলবালাও সম্ভব হতোনা। এল টি জি উঠে যাওয়ার পর পি এল টি - র অস্তিত্ব ঘটত না, সর্বোপরি উৎপল দত্ত, যিনি অনেক সময়ই contradiction of infantile disorder এ ভুগতেন। অত্যন্ত সরু দড়ির ওপর হাঁটাহাটি করে হিন্দি ফিল্মের ভিলেন, বাংলা ফিল্মের বাবা ইত্যাদি ইত্যাদি চরিত্র থেকে অনায়াসে মধুসূদন বা স্তালিনের ভূমিকায় অনন্য সাধারণ অভিনয় করতে পারতেন। আদৌ ' উৎপল দত্ত' হয়ে উঠতেন কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।' ক্লাস সিক্সে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অভিনয় করার সুযোগ না পেলেও প্রবল আগ্রহ নিয়ে রিহার্সাল দেখতে দেখতে ছোট্ট মেয়ে শোভার সব চরিত্রের পার্ট মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। নির্ধারিত দিনে একটি মেয়ে অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত। শোভাকে সেই সখীর চরিত্রে অভিনয় করতে বলা হল। নাটক দেখতে বিভোর শোভা উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে ভুলেই গেলেন এবার তাঁর স্টেজে যাওয়ার পালা। পিছন থেকে ঠেলা খেয়ে হুড় মুড়িয়ে স্টেজে ঢুকে কোনরকমে ডায়ালগ বলে ব্যাপারটা ম্যানেজ করে ছিলেন। সেই প্রথম স্টেজে অভিনয়। কিন্তু এই ঘটনা কিশোরী শোভার মনে গভীর ছাপ ফেলল। নাটক তাঁর শয়নে - স্বপনে - জাগরণে। শোভা যখন বেথুন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী কলেজের ' সীতা ' নাটকে বাল্মীকি চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেলেন। কিন্তু অভিনয়ের দিনে ঘটল এক মজার কাণ্ড। ছোট থেকেই শোভা চশমাধারী। হাই পাওয়ারের চশমা ব্যবহার করতে হয়। সেই কলেজ নাটকেও উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে আবারও বিভোর হয়ে গেলেন নাটকে। যখন তাঁর ডাক এল রামের দরবারে কমণ্ডুলু হাতে আবির্ভূত হওয়ার। স্টেজে দাঁড়ানো মাত্র হাহা হোহো হাসির রোল! কী হয়েছে ? না বাল্মিকী মুনির চোখে হাই পাওয়ারের চশমা! নাটক দেখতে গিয়ে বিভোর শোভা চশমাটা না খুলেই স্টেজে চলে গেছেন! ভরত রূপী অভিনেত্রী ফিসফিস করে কারণটা বলতেই তড়িঘড়ি চশমা খুলে পরনের আলখাল্লার ভেতরে চালান করে কোনও রকমে পরিপাটি করে নিজের ডায়ালগ বলেছিলেন পরবর্তী কালের নাটক ও চলচ্চিত্রের তুখোড় এই অভিনেত্রী। শোভা সেনের নাট্য জীবনের শুরু ১৯৪৪ সালে আই পি টি এ - র 'নবান্ন' নাটকে। এই বিখ্যাত নাটকের পর একে একে অভিনয় করেছেন 'নীলদর্পণ', 'দলিল", 'বাস্তুভিটা' ইত্যাদি নাটকে। হয়ে উঠেছিলেন মঞ্চের স্বনামধন্য এক অভিনেত্রী। সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় করে চলেছেন বাংলা মেনস্ট্রিম ছবির পার্শ্বচরিত্রাভিনেত্রী হিসেবেও। শোভা সেন মনে করতেন তাঁর প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন কিংবদন্তি নট ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। শোভা সেনের এক বদ অভ্যাস ছিল ভুরু কুঁচকে রাখা অথবা ভুরু নাচানোর। চলচ্চিত্র 'নিষ্কৃতি'তে তাঁর অভিনয় দেখে এই অভ্যাস সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য।

সম্পাদক সমীপেষু

প্রাচীন যাত্রীযান রিকশা

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল বা হাওড়া ব্রিজের মতোই কলকাতার ঐতিহ্য হাতে টানা রিকশা, হাতে টানা রিকশার পরিবর্তে সাইকেল রিকশা বা যন্ত্রচালিত রিকশার ব্যবহারও নতুন নয়। কিন্তু কলকাতার বুকে এখনও চলে ঐতিহ্যপ্রাচীন এই গাড়ি। কলকাতার ইতিহাসের অচ্ছেদ্য অঙ্গ রিকশার ইতিহাস। রিকশার আবিষ্কার জাপানে। আবিষ্কারক হিসাবে কেউ দাবি করেন মার্কিন ব্যবসায়ী অ্যালবার্ট টোলম্যান, আবার কারোর মতে ধর্মপ্রচারক জোনাথন স্কোবি। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি জাপানেই রিকশার প্রচলন শুরু হয়। সেদেশে এই গাড়ির নাম ছিল 'জিন-রিকি-শ'। অর্থাৎ মানুষে টানা গাড়ি। সেখান থেকে ভারতবর্ষে রিকশার আগমন ঘটে ১৮৮০ সাল নাগাদ। সিমলা প্রদেশে প্রথম রিকশার ব্যবহার শুরু করেন রেভারেন্ড জে ফর্দিস। লেডি ডাফরিনের স্মৃতিকথা থেকে এই খবর আমরা জানতে পারি। গোড়ায় একে 'জিন রিকশ' বা 'জেনি রিকশ' বলা হত। তারপর ছোট করে শুধু রিকশ। কলকাতায় রিকশার ব্যবহার শুরু হয় ১৯০০ সালের আশেপাশে। কলকাতার চিনা অধিবাসীদের মধ্যেই প্রথম রিকশার ব্যবহার দেখা যায়। বউবাজার অঞ্চলের এই সমস্ত চিনা অধিবাসীরা মূলত কলকাতা ও খিদিরপুর ডকে খালাসির কাজ করত। মাল ওঠানোর সুবিধার জন্যই তারা রিকশার ব্যবহার শুরু করে। মাঝেমাঝে রাস্তায় যাত্রীদের দিকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত তারা। কলকাতার বাইরে বাংলার অন্য কোথাও রিকশার প্রচলন ছিল বলে জানা যায় না। তবে ১৯০৫ সালে বর্ধমানে নির্মীয়মান কার্জন গেটের একটি ছবির সামনে রিকশা দেখা যায়। তবে চিনা অধিবাসীদের ভিতর দিয়ে রিকশা ক্রমশ কলকাতাবাসীর কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯১৪ সালে কলকাতা পুরসভার কাছে একটি আবেদনপত্র জমা পড়ে। তাতে যাত্রী পরিবহনের জন্য রিকশার ব্যবহার শুরু করার কথা বলা হয়। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার তৈরি করে 'হ্যাকনি ক্যারিজ অ্যাক্ট'। আর তারপরেই কলকাতার রাস্তায় পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নেয় হাতে টানা রিকশা। কলকাতার চিনা অধিবাসীদের পাশাপাশি জীবিকা খুঁজে নেয় একদল বিহারী শ্রমিক। কারখানার কাজ থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে স্বাধীন ব্যবসায় নেমে পড়ে তারা। ততদিনে রিকশার জন্য নির্দিষ্ট ভাড়া বেঁধে দিয়েছে পুরসভা। তবে কলকাতায় রিকশাচালকদের জীবিকা কোনোদিনই খুব সুরক্ষিত ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকেই কলকাতা পুলিশের নিগ্রহের মুখে পড়তে হত 'আনপড়' রিকশাচালকদের। দরিদ্র এই মানুষদের কাছ থেকে জুলুম করে ঘুষ নেওয়ার ঘটনা তো আখছার ঘটত। ১৯৫০ সালের পর আর নতুন করে কোনো রিকশা চালককে লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। কলকাতার রাস্তায় যানজটের সমস্যার কথা ভেবেই হাতে টানা রিকশার ব্যবহার কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় পুরসভা। ১৯৭২ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে অন্তত ১২০০০ রিকশা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। তারপরেও ১৯৯২ সাল নাগাদ কলকাতার রাস্তায় রিকশার সংখ্যা ছিল অন্তত ৩০০০০। পরের দিকে, ক্রমবর্ধমান ট্রাফিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছু হটেছে রিকশা। তার সঙ্গে মানবাধিকার রক্ষার সংগঠনগুলির দীর্ঘদিনের দাবি তো ছিলই। ২০০৬ সালে সবদিক বিবেচনা করে 'হ্যাকনি ক্যারিজ অ্যাক্টে' সংশোধনী প্রস্তাব আনে রাজ্য সরকার। তবে রিকশাচালকদের বিরোধিতার মুখে পড়ে এখনও বেআইনি ঘোষণা করা যায়নি রিকশাকে। তবে এখনও রিকশা আছে।

লোকালয়ে ঢুকে পড়ার শাস্তি!

বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে, আগুনের গোলা ছুড়ে মেরে ফেলা হল হাতিকে

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৮ আগস্টঃ আবারও লজ্জা। হাতির সঙ্গে চরম নৃশংসতা। লোকালয়ে ঢুকে পড়ায়, শাস্তি দিতে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে, আগুনের গোলা ছুড়ে মারল হুলা পার্টি। আঘাতে মৃত্যু হয় এক হাতির। গুরুতর জখম আরও এক হাতি। তার পিঠে তৈরি হয়েছে গভীর ক্ষত। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল আহত হাতির ভিডিয়ো। প্রতিবাদে সরব হয়েছেন পশুপ্রেমীরা। তামিলনাড়ুতে আনারসের ভিতরে পটকা ভরে খাওয়ানো হয়েছিল হাতিকে। মুখ ও পেটের ভিতরে বিস্ফোরণ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল গর্ভবতী হাতিটির। ওই ঘটনায় গোটা দেশে নিন্দার ঝড় উঠেছিল। আর এবার রাজ্যেই ধরা পড়ল হাতিদের সঙ্গে বর্বরতার ছবি। ঝাড়গ্রামে হাতি তাড়াতে ব্যবহার করা হল ধারাল বর্শা ও আগুনের গোলা। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার। দুই শিশু সহ ছয়টি হাতির দল ঝাড়গ্রামের রাজ কলেজ কলোনীতে ঢুকে পড়ে। খাবারের খোঁজে বেশ কয়েকটি বাড়ির দেওয়ালও ভেঙে ফেলে। এক বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যুও হয়। এরপরই

বাসিন্দারা হুলা পার্টিকে ডাকে হাতি তাড়ানোর জন্য। জনবসতি থেকে হাতির পালকে বের করতে হুলা পার্টি মশাল, বর্শা নিয়ে আসে। ধরমপুর ফুটবল মাঠে পৌঁছলে বন দফতরের কর্মীরা ঘুম পাড়ানি গুলি ছোড়ে। লাগাতার তাড়া খেয়ে এবং আঘাত, ঘুম পাড়ানি গুলি খেয়ে দলে থাকা দাঁতাল হাতিটি সঠিকভাবে চলতেও পারছিল না। যে পরিবেশকর্মী হাতির ভিডিয়োটি পোস্ট করেছেন, তার দাবি হুলা পার্টি বর্শা গেঁথে দিয়েছে হাতির শরীরে। মশাল দিয়েও শরীরে ছ্যাঁকা দেয়। এতে ওই হাতিটির শিরদাঁড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় আট ঘণ্টা জঙ্গলে ওই অবস্থায় পড়ে থাকার পর হাতিটিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় বন দফতর। পরিবেশকর্মীর দাবি, শনিবার হাতিটির মৃত্যু হয়েছে। আরেকটি আহত হাতিকে বুলডোজার দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, হাতিটির ময়নাতদন্ত করা হবে। কে বা কারা এই ঘটনায় জড়িত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনাতেই প্রতিবাদে সরব হন পরিবেশকর্মী। আর কতদিন নিরীহ হাতিদের উপরে এমন অত্যাচার হবে, সেই প্রশ্ন তোলেন। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে একটি জনস্বার্থ মামলা হওয়ার পরই সুপ্রিম কোর্ট হুলা পার্টির বর্শা ও মশাল ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইলে আঙুল ভাঙার নিদান!

ফের বেফাঁস উদয়ন গুহ

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ১৮ আগস্টঃ মমতার দিকে আঙুল তুললে আঙুল ভাঙার হুঁশিয়ারি। ফের বেলাগাম রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তা নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। উদয়ন বলেন, ''যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন, যাঁরা মমতার দিকে আঙুল তুলে পদত্যাগ করছেন, সেই আঙুল গুলোকে চিহ্নিত করে ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। না হলে এরা বাংলাকে বাংলাদেশ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু ওরা জানে না, হাসিনা যে ভুল করেছে মমতা সেই ভুল করবে না।'' প্রসঙ্গত, দিন যত যাচ্ছে আরজি কর কাণ্ডে ততই বাড়ছে জট। মেয়েদের রাত দখলের অভিযানের মধ্যে বেনজির আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে আরজি করে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ধরপাকড়। এ প্রসঙ্গও টেনেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী। আরও সুর চড়িয়ে বলেন, ''আরজি করে ওইভাবে ভাঙচুর করার পরেও পুলিশ কিন্তু গুলি চালায়নি। পুলিশ

এখানে বাংলাদেশ করতে দেবে না। সরকার বাংলাদেশ করতে দেবে না।'' এর পরেই উত্তরাখণ্ডের নার্স খুনের ঘটনা টেনে নিয়ে আসেন উদয়ন। কেন সেই ঘটনায় ডাক্তাররা আন্দোলন করছেন না তাই নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। এর আগে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ আন্দোলন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বির্তকিত মন্তব্য করেন উদয়ন। মহিলাদের রাত দখন নিয়ে তিনি বলেন, ''দিনহাটার কেউ কেউ রাতের দখন নিতে চাইছেন। আমার সমর্থন থাকল। তবে স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে রাতে ফোন করবেন না।'' শিলিগুড়ির বিজেপি নেতা শঙ্কর ঘোষ বলেন, ''দেখে ভালো লাগছে উদয়নবাবুদের চোখ খুলেছে। চোখ খুলেছে বলে তাঁরা এই ধরণের কথা বলছেন। বেশিদিন তাদের এই গলার জোর থাকবে না।'' প্রসঙ্গত, আরজি করের ঘটনার আবহে বারবার মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছে বিরোধীরা। রাস্তার আন্দোলন থেকে মমতার পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান তুলেছে বাম, বিজেপি। এরইমধ্যে উদয়নের মন্তব্যে যে নতুন করে চাপানউতোর তৈরি হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে ইতিমধ্যেই মিছিল করেছে তৃণমূল। পথে নেমেছেন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো। ইতিমধ্যেই আবার হাইকোর্টের নির্দেশে কলকাতা পুলিশের হাত থেকে তদন্তভার গিয়েছে সিবিআইয়ের হাতে।

মুন্ডু কেটে ছিটকে পড়ল রাস্তায়, ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মালদায় মৃত ৬

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ আগস্টঃ ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মৃত ছয়। আশঙ্কাজনক আরও ১ জন চিকিৎসাধীন। মালদার ইংরেজবাজার থানার গৌড়বঙ্গ স্টেশন সংলগ্ন জাতীয় সড়কে শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এক জন। মৃত ও আহতদের বয়স কুড়ির নিচে বলে জানা গিয়েছে। এদিন রাতে একটি জাইলো গাড়িতে সাতজন কালিয়াচক থেকে মালদার দিকে আসছিলেন। সেই সময় গৌড়বঙ্গ স্টেশন সংলগ্ন জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাইলো গাড়িটি একটি লরিকে গিয়ে ধাক্কা মারে। জাইলো গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। এক আরোহীর মাথা কেটে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। খবর পেয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় থানার পুলিশ গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে সাতজনকে। তার মধ্যে পাঁচজনেরই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। দু'জনকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় আরও একজনের। ফোন পেয়েই দুর্ঘটনাস্থলে আসেন আহত ও নিহতদের পরিজনরা। আহত ও নিহতদের বাড়ি কালিয়াচকের আলিপুরে। প্রত্যেকের বয়স কুড়ির কম। এক আহতর বাবা বলেন, তিনি জানতেন না ছেলে কোথায় যাচ্ছে। তাঁকে ফোন করে বলা হয়, তাঁর ছেলের দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেই ফোন পেয়েই এসেছেন তিনি। আর এক ব্যক্তি বলেন, তাঁর ভাগ্নে দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বলে জানতে পারেন। ফোন পেয়েই চলে এসেছেন তিনি। কিন্তু, ওই সাতজন কেন মালদা আসছিলেন, তিনি তা বলতে পারেননি।

আর জি কর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ আগস্টঃ আর জি কর ঘটনায় দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে ব্লকে ব্লকে তৃণমূলের

অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি ব্লকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা, কুমারগ্রাম, মাদারিহাট, কালচিনি সহ প্রতিটি ব্লকে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। তৃণমূল নেতৃত্বরা জানান সারাদিন ব্যাপী এই অবস্থান বিক্ষোভ চলবে।

আর জি করে চিকিৎসক হত্যার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্না রামপুরহাটে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৮ আগস্টঃ দোষীদের ফাঁসি চাই এবং পাশাপাশি রাম বামের চক্রান্ত বন্ধ হোক। রবিবার এমন দাবিতে রামপুরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেস ও রামপুরহাট শহর শ্রমিক সংগঠন ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পাঁচ মাথার অদূরে রামপুরহাট মহকুমা প্রশাসনিক ভবনের সামনে ধর্নায় বসে। রবিবারের ধর্নামঞ্চ থেকে দাবি ওঠে সিবিআই তদন্ত শেষ করতে হবে। পাশাপাশি, রাম বাম চক্রান্তের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হন সবাই। অন্যদিকে, শনিবার মহিলারা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এর প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। আর জি করের ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত, দোষীদের ফাঁসি, তাড়াতাড়ি বিচার, বাংলায় অশান্তির চক্রান্তর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন মহিলারা। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে তাদের বিরুদ্ধেও যারা ধর্ষণ ও মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছে এবং পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা পোস্ট করে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। সমস্ত কিছুর প্রতিবাদে রামপুরহাট শহরে ১৮টি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল। ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের নেত্রী প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন। তিনি নিজে অপরাধীর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন। রামপুরহাট পুরসভার আঠারোটি ওয়ার্ডে প্রচুর সংখ্যায় মহিলারা পথে নেমে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন।''

উপাচার্যের বিরুদ্ধে লাগাতার বিক্ষোভ 'থমকে' বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

গত দশ বছরে বারবার ফলপ্রকাশ সহ নানা ইস্যুতে ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। উঠেছে স্বজনপোষণ, তছরুপ-সহ নানা অভিযোগ। বর্তমান অস্থায়ী উপাচার্যের বিরুদ্ধে চলছে লাগাতার বিক্ষোভ।

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৮ আগস্টঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে তালা। উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। কয়েকদিন আগে কার্যত পিছনের দরজা দিয়ে বেরতে হয় উপাচার্যকে। ২ বার এক্সকিউটিভ কাউন্সিলের সভা করা যায়নি। অনেক সিদ্ধান্তই ঝুলে। কার্যত অচলাবস্থা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই নিয়ে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে উষ্মা প্রকাশ করেন উপাচার্য গৌতম চন্দ্র। তাঁর বক্তব্য ঘিরে জল্পনা ছড়িয়েছে শিক্ষানুরাগী মহলে। এই পরিস্থিতিতে ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিয়ো। যা নিয়ে শিক্ষামহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। ভাইরাল ওই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, ইউনিভার্সিটির মূল দরজা বন্ধ। সেই দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে আসছেন কেউ কেউ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের অনেকেই কোনওরকমে সেখান দিয়ে আসছেন। কে বা কারা মূল দরজায় তালা ঝুলিয়েছে, তার দায় কেউ স্বীকার করেনি। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ছিল। সেদিন এই দৃশ্য দেখা যায়। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় খুললে কী হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে সেই ইঙ্গিত অবশ্য দিয়েছেন উপাচার্য। তাঁর বক্তব্যের একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। লাগাতার বিক্ষোভের মুখে পড়া উপাচার্য সেখানে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভদ্রভাবে অফিসে আসবেন, আবার ভদ্রভাবে অফিস থেকে বাড়ি যাবেন। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর অফিসের গেটে তালা লাগানোর অধিকার কারও নেই। সংবিধানেও বলা নেই। কিন্তু ১৩ আগস্ট চার পাঁচ জন ছাত্রের সঙ্গে প্রায় ৫০ জন বহিরাগত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিসে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। অজস্র, অকথ্য কথাবার্তা লিখে গিয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. গৌতম চন্দ্র সেদিন বলেন, ''দায়িত্ব ছিল না কারও? বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫০ জন গার্ড আছেন। প্রত্যেক মাসে আমি সই করি, মাইনে হয় তাঁদের। আমাকে সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব কি তাঁদের ছিল না? রেজিস্ট্রার কেন ফোন করে পুলিশ ডাকলেন না? উপাচার্যকে সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব কি নেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কারও? আমাকে কেন পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে যেতে হল?'' উপাচার্য আরও বলেন, ''১৩ তারিখ পর্যন্ত আমি কাজ

করেছি। ১৪ তারিখ আমি অফিস যাইনি। আর যাবও না। যতদিন না ভদ্রভাবে উপাচার্যের অফিসে ঢুকতে পারব, ভদ্রভাবে বেরিয়ে বাড়ি যেতে পারব, ততদিন উপাচার্যের অফিসে ঢুকব না। নীলবাতি লাগানো গাড়িতে আর চাপছি না। এই যে ভাঙা বাংলোতে আমি থাকি, সেখানে আমি ভাড়া দিয়ে থাকি। ভাইস চ্যান্সেলরের যে ভাতা সেটা আমি নিই না, প্রফেসরের মাইনে নিই। কাজেই কোনও ফাইলে আমি আর সই করব না। যতদিন না আমি ভদ্রভাবে অফিসে যেতে পারব এবং অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে পারব।'' সব মিলিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজক অবস্থার পদধ্বনি। এমনিতেই গত দশ বছরে বারবার ফলপ্রকাশ সহ নানা ইস্যুতে ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। উঠেছে স্বজনপোষণ, তছরুপ-সহ নানা অভিযোগ। এর মধ্যে অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন ড. গৌতম চন্দ্র। কিন্তু তিনি চেয়ারে বসার কিছুদিন পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে বারবার সরব হয়েছে শাসকদলের কর্মী, অধ্যাপক এবং ছাত্র সংগঠন। মূলত তাদের বিক্ষোভের জেরে স্থগিত রাখা হয়েছে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভা। অন্যদিকে একটি মহলের মত, অস্থায়ী উপাচার্য কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এইসব নিয়ে চরম জটিল সমস্যাটা। তার মধ্যে গত কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহ সেই সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে বলে মনে করছে শিক্ষামহল।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লন টেনিস প্রতিযোগিতা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ আগষ্টঃ প্রতি বছরের মত এবছরও মোহনলাল ঘোষ এবং মিহির কিরণ ভট্টাচার্য্য মেমোরিয়াল কাপ ২০২৪ নামাঙ্কিত লন টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল হুগলির শ্রীরামপুর সাবডিভিশন টেনিস ক্লাবের উদ্যোগে। জাতীয় পতাকা ও ক্লাবের নিজস্ব পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে ওই টেনিস প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন ক্লাবের সভাপতি মৃণাল সেন, সম্পাদক সপু ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সহ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় দে, টুর্ণামেন্ট সেক্রেটারি শীর্ষেন্দু ব্যানার্জী সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিযোগী সহ টেনিস ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তারা। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ওই টেনিস প্রতিযোগিতার একাধিক ইভেন্টে অংশগ্রহন করেছিলেন কলকাতা, মালদা, চুঁচুড়া, ব্যারাকপুর ও পূর্ব বর্ধমান মিলিয়ে প্রায় ৬০ জন প্রতিযোগী। পূর্ব বর্ধমান পুলিশ টেনিস ক্লাবের পক্ষ থেকে ১৩ জন ক্ষুদে প্রতিযোগী ওই টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে। প্রতিযোগিতায় মেন ডবলস এ বিজয়ী হন রাহুল শর্মা ও অভিষেক দাস (পাঞ্জাব ক্লাব) এবং রানার্স হন সপ্তর্ষী সেন (চুঁচুড়া)ও রৌনক শর্মা (শ্রীরামপুর)। ত্রিশোর্ধ ডবলস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন শীর্ষেন্দু ব্যানার্জী (শ্রীরামপুর) ও অভিষেক দাস (পাঞ্জাব ক্লাব), রানার্স হন রাহুল আগরবাল ও অগ্নিমিত্রা ভকত (মালদা ক্লাব)। এছাড়া মেনস সিঙ্গেলস এ বিজয়ী হয় রাহুল শর্মা (পাঞ্জাব ক্লাব) ও রানার্স হন রাহুল আগরবাল (মালদা ক্লাব)। পঞ্চাশোর্দ্ধ মেন ডবলস এ বিজয়ী হন ডঃ কৌশিক রায় ও ডঃ মনোজ মাঝি (মালদা ক্লাব), রানার্স হন দেবাঞ্জন ধর ও পুপুলি মজুমদার (শ্রীরামপুর ক্লাব)। পূর্ব বর্ধমান পুলিশ টেনিস ক্লাব থেকে এই প্রতিযোগিতায় ১৩ জন খুদে প্রতিযোগী অংশগ্রহন করেন। অংশগ্রহনকারীরা হল-স্পর্শনীল দাস, শ্রেয়াংস দাস, ইন্দ্রাভ সিনহা, রেপ্লিকা চৌধুরী, সৌরদীপ দাস, অরিজিৎ দাস, শ্রদ্ধা মন্ডল, সৃঞ্জয় মন্ডল, বিনায়ক রায় (চিকু), আনুরাগ দাস, পর্জন্য কর্মকার, রোহিনী হালদার এবং স্বপ্ননীল দত্ত।

আরজি কর কাণ্ডের দোষীর শাস্তির দাবিতে ধরনা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ আগস্টঃ রতুয়া দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আর জি কর ঘটনায় আসল দোষীকে শাস্তির দাবিতে ধরনা মঞ্চ করা হয়। দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ধরনা মঞ্চে ধরনা দেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এই ধরনা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জি, ৪৭ বিধানসভার বিধায়াক রহিম বিক্সসি, জেলা পরিষদ সদস্যা অর্পিতা উপাধ্যায় কুমার, জেলা পরিষদ আর এক সদস্য মাসিদুর রহমান, জেলা পরিষদ আর এক সদস্য শামসুল হক, রতুয়া দুই নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক প্রেসিডেন্ট রকিবুল হক, ভাইস প্রেসিডেন্ট সুব্রত কর্মকার এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্ডীদাস কুমার সহ আটটি অঞ্চলের প্রধান।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (E)/Ltg.-HQ, KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/68/24-25
Name of the Work: **Comprehensive AMC of Water Purifier cum Cooler machines installed at 2nd & 3rd Floor of CMO Building.** Estimate amount: **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **7,800.00.**

(2) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/67/24-25
Name of the Work: **Comprehensive AMC of Water Purifier cum Cooler machines installed at Ground Floor of CMO Building.** Estimate amount: **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **7,900.00.** Period of completion: **365 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **28.08.2024 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **21.08.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://wbtenders.gov.in/** (For Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/31/24-25
Name of the Work: **Renovation of lighting system at Disaster Recovery (DR) Centre of CMO Building.** Estimate amount: **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **3,100.00.** Period of completion: **7 days**.

(4) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/42/24-25
Name of the Work: **Refilling of Fire Douser at different location of CMO Building, KMC.** Estimate amount: ₹ **1,85,360.00**. Earnest Money: ₹ **3,800.00.** Period of completion: **10 days**.

(5) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/69/24-25
Name of the Work: **Supply & installation of Cable Tray with reorganization of existing cables at the corridor of 1st Floor (west side) of CMO Building.** Estimate amount: ₹ **2,49,351.00**. Earnest Money: ₹ **7,800.00.** Period of completion: **10 days**. Last date and time of submission of Bid: **31.08.2024 – 2 p.m.** (For Sl. No. 3 to 5). The bid forms and other details are available on and from **23.08.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 3 to 5). The website: **https://wbtenders.gov.in/** (For Sl. No. 3 to 5).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-III, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/174
Name of the Work: **Repairing of street lighting system at Tollygunge Road and other surrounding areas in Ward No.-88.** Estimated amount: ₹ **1,99,616.40**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/158
Name of the Work: **Improvement of street lighting system at Leonard Road & other places in Ward No.-75.** Estimated amount: ₹ **1,98,748.81**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of completion of Bid: **28.08.2024 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender (Technical) opening date and time: **28.08.2024 at 4 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **16.08.2024 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-IV, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/112/24-25
Name of the Work: **Development of street lighting arrangement by energy efficient LED fittings at Raipur, Sree Colony etc. areas in Ward No.-99 under Br.-X.** Estimated amount: ₹ **2,48,797.14**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of completion of Bid: **28.08.2024 upto 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **20.08.2024 from 2 p.m.** The website: **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/83/24-25/PD
Name of the Work: **Installation of street lighting arrangement by energy efficient LED fittings at Milan Park, Vally Park and adjacent area in Ward No.-110, Br.-XI.** Estimated amount: ₹ **5,05,325.70 as per Boq.** Earnest Money: ₹ **11,000.00.** Period of completion: **30 days**.

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/117/24-25/SP
Name of the Work: **Installation of street lighting arrangement by energy efficient LED fittings at Modern Park, B. M. Mandal Road and adjacent area in Ward No.-103, Br.-XI.** Estimated amount: ₹ **2,97,842.94 as per Boq.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days**.

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/118/24-25/PD
Name of the Work: **Installation of street lighting arrangement at Natun Pally (Auto Stand to newly constructed over head Water Reserve) No-Light area in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated amount: ₹ **4,99,184.32 as per Boq.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days**.

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/119/24-25/PD
Name of the Work: **Maintenance of street lighting arrangement in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated amount: ₹ **4,98,690.00 as per Boq.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days**.

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/116/24-25/SP
Name of the Work: **Operation and maintenance of Street lighting system in Ward No.-103, Br.-XI.** Estimated amount: ₹ **4,94,130.00 as per Boq.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days**.

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/114/24-25/SP
Name of the Work: **Maintenance of street light including daily On & Off operation at E. M. Bypass from Patuli Dhalai Bridge to Bagha Jatin Over Bridge in Ward No.-110, Br.-XI.** Estimated amount: ₹ **1,24,194.90 as per Boq.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **365 days**.

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/115/24-25/SP
Name of the Work: **Operation and maintenance of Street lighting system in Ward No.-110, Br.-XI.** Estimated amount: ₹ **4,95,520.00 as per Boq.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days**. Last date and time of completion of Bid: **29.08.2024 upto 12 noon** (For Sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **20.08.2024 from 12 noon.** (For Sl. No. 1 to 8). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 8).

(9) NIT No.: KMC/LTG/AB/24-25/09
Name of the Work: **Supply and fixing of Fire-Extinguishers for Santoshpur Municipal Market and Bansdroni Kalitala Market under Br.-XI.** Estimated amount: ₹ **2,10,416.33.** Earnest Money: ₹ **4,210.00.** Period of completion: **30 days**.

(10) NIT No.: KMC/LTG/AB/24-25/10
Name of the Work: **Repairing and other electrical work for institutions under Br.-XI.** Estimated amount: ₹ **1,99,165.44.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days**.

(11) NIT No.: KMC/LTG/AB/24-25/11
Name of the Work: **Installation of conference system in Conference Hall of Br.-XI Office.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest Money: ₹ **5,200.00.** Period of completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **29.08.2024 – 5 p.m.** (For Sl. No. 9 to 11). The bid forms and other details are available on and from **21.08.2024 (5 p.m.)**. (For Sl. No. 9 to 11). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 9 to 11).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-V/Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: LTG/XIV/79/24-25/130 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of street lighting system at Fakir Para, Lal Prachir and surrounding areas in Ward No.-130.** Estimated amount: ₹ **4,74,452.00**. Earnest Money: ₹ **9,500.00.**

(2) NIT No.: LTG/XIV/84/24-25/130 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing and renovation work of the street lighting system at Dwarik Mukherjee Road, BSNL Goli and other areas in Ward No.-130.** Estimated amount: ₹ **4,29,476.00**. Earnest Money: ₹ **8,600.00.** Period of completion: **15 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of completion of Bid: **28.08.2024 – 3 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **20.08.2024.** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2). **(429/24-25)**

স্বাধীনতার তিনদিন বাদে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল বালুরঘাট

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাটঃ ১৫ আগস্ট নয় ১৮ই আগস্ট স্বাধীন হয়েছিল সংস্কৃতির শহর বালুরঘাট। স্বাধীনতার তিনদিন বাদে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল বালুরঘাট তথা বালুরঘাট বাসি। সারা ভারত যখন ১৫ই আগস্ট এ স্বাধীন পাশাপাশি আকাশে উড়ছে ভারতের জাতীয় পতাকা ঠিক সেই সময় ভারতবর্ষের আরেক প্রান্ত তথা অবিভক্ত জেলা ও সীমান্ত বর্তি এলাকা বালুরঘাট ভারতের মানচিত্রের বাইরে অবস্থান করছে। ১৫ আগস্ট যখন ভারতবাসী স্বাধীনতার আনন্দে মাতোয়ারা তখন আজানা আশঙ্কা নেমে এসেছিল বালুরঘাটবাসীদের মধ্যে। অবশেষে ১৮ আগস্ট স্বাধীন হয়েছিল বালুরঘাট। ১৪ আগস্ট রাতে পাকিস্থানি সৈন্য বাহিনী ও পাকিস্তানি নেতারা বালুরঘাট হাই স্কুলে হাজির হয়। আর ১৫ আগস্ট মহকুমা শাসক বালুরঘাটে পানাউল্লা পাকিস্তানের পতাকা তোলেন। শহরের নাট্যমন্দির থেকে জেলা সদর আদালত পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ ভাবে পাকিস্থানি পতাকায় সুসজ্জিত করা হয়েছিল। সেই সময় বালুরঘাটের সাধারণ মানুষ ও পাকিস্তানি ফৌজের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। বেশ কিছু জায়গায় সাধারণ যুবক ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সশস্ত্র ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু তদানীন্তন বালুরঘাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সাহসিকতায় পাকিস্তানি পতাকা হাই স্কুল চত্বরে তুলতে পারেননি। সেই সময় স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ বালুরঘাট সহ রায়গঞ্জ ও অসমের বেশ কিছু এলাকাকে নোশনাল এরিয়া বলে ঘোষণা করেছিলেন। অবশেষে ১৭ আগস্ট আধুনা, বাংলাদেশের ধামারহাট, পোরসা, পত্নীতলা, থানাবাদ দিয়ে বালুরঘাট সহ মোট পাঁচটি থানা ভারতের অন্তরভুক্ত হয়। ১৮ আগস্ট সকালে বালুরঘাটে ভারতীয় জাওয়ানরা পজিশন নেয়। পাশাপাশি পাকিস্তানি সেনাদের বালুরঘাট ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এর পর পাকিস্তানি সৈন্যরা ফিরে যায়। অবশেষে ১৮ আগস্ট প্রশাসনিক ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় বালুরঘাট স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন বালুরঘাটে প্রথম সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় পতাকা তোলেন। এদিন বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটি ও কথক দুই সংস্থা পক্ষ থেকে আজকের এই ঐতিহাসিক দিনটি উদযাপন করা হয় বালুরঘাট হাই স্কুল মাঠে উত্তোলন করা হয় ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা পাশাপাশি বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটি ও কথক তারা এক বালুরঘাট শহর জুড়ে এক সাইকেল র‍্যালি করে যা গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে বালুরঘাট ট্যাঙ্ক মোড় হয়ে বালুরঘাট হাইস্কুল ময়দানে এসে শেষ হয়। এদিন বালুরঘাট হাই স্কুল ময়দানে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এদিনের উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটির সকল সদস্য পাশাপাশি কথকের সকল সদস্যরা এদিন উপস্থিত সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত।

e-Tender Notice

The Prodhan Amdahara Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful contractors for NIeT Nos. **i) 10/15th FC/AGP/24-25 ii) 11 / 15th FC / AGP / 24-25 iii) 12/15th FC/AGP/24-25**. All Dated: 14/08/2024. Last date of Bid submission for all NITs: 24/08/2024 upto 1.00PM. For more details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan Amdahara G.P.
Bhagwangola- II Block, MSD

TARAKESWAR MUNICIPALITY

e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of SWM works under Tarakeswar Municipality:
Supply of Bin & Bucket for SWM work of Tarakeswar Municipality

Sl No.	Tender For	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid opening date
1.	2024_MAD_735804_1	19.08.24	28.08.24	30.08.24

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**

Chairman
Tarakeswar Municipality

ফ্যাশন ও রূপচর্চা, গৃহসজ্জা

আধুনিক ধারার রান্নাঘর বানাতে কি কি বিষয় গুলো আপনাকে আগে ভাবতে হবে

সাজানোর সময় শোবার ঘর, বসার ঘরের দিকে বিশেষ নজর থাকলেও কিছুটা অবহেলারই শিকার যেন রান্নাঘর। কিন্তু যেখানে রান্নার মূল কাজটা হবে, তার প্রতিটি স্তরেই থাকা উচিত কাজ সহজে করার সুবিধা। আধুনিক ধারার রান্নাঘরে প্রয়োজন ও পছন্দদুটোই থাকতে হবে।

রান্নাঘরের যত নকশা

স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট বা ছোট বাসায় সরলরৈখিক নকশায় রান্নাঘর তৈরি করতে হয়। আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এল-আকার রান্নাঘর। তবে ইউ-আকারের রান্নাঘরকে বলা হয় সর্বজনীন রান্নাঘর। এক পাশে জানালা থাকলেও প্রয়োজনীয় আসবাবের জন্য এখানে আরও দুটি পাশ পাওয়া যায়, মাঝেও পর্যাপ্ত জায়গা থাকবে। দুটি লম্বা দেয়াল থাকলে তৈরি করা যেতে পারে প্যারালাল রান্নাঘর। এর সুবিধা হচ্ছে, একটি দেয়ালে শুকনা (ড্রাই) ও অন্য দেয়ালে ভেজা (ওয়েট) রান্নাঘর তৈরি করা যায়। আইল্যান্ড রান্নাঘরকে বলা হয় সবচেয়ে বিলাসবহুল। এ ক্ষেত্রে সরলরৈখিক, এল বা ইউ-আকারের রান্নাঘর তৈরির পর মাঝের খালি জায়গায় টেবিলের মতো আরও একটি আইল্যান্ড বসানো হয়। এটিকে রান্নার জায়গা, স্টোরেজ, টেবিল ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মডুলার ও ক্ল্যাসিক রান্নাঘর কী

রান্নাঘরগুলোকে মডুলার ও ক্ল্যাসিকদুভাবে তৈরি করা যায়। বেশির ভাগ রান্নাঘরই ক্ল্যাসিক। এ ধরনের রান্নাঘরে সবকিছু স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থাকে। বাড়ি পরিবর্তন করলে যা খুলে নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। অন্যদিকে মডুলার রান্নাঘর আপনার প্রয়োজনে খুলে নিয়ে অন্য একই রকম স্থানে পুনরায় লাগিয়ে নিতে পারবেন।

রান্নাঘরে যা কিছু আবশ্যক

বেসিন, যেখানে সব জলের কাজ হবে। চুলা, যেখানে রান্না হবে। গ্যাস অথবা বৈদ্যুতিক চুলা ছাড়াও থাকতে পারে ওভেন। ধোঁয়া বের করে দেওয়ার জন্য চুলার ওপর শক্তিশালী হুড লাগাতে হবে। এরপর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপ স্ট্যান্ড, যেখানে কাটাকুটির কাজ করা যাবে, রাখা যাবে জিনিসপত্র। প্রথমেই এগুলো নিশ্চিত করতে হবে, জানান স্থপতি আলীম। এ ছাড়া জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার জন্য নিচে-ওপরে যথেষ্ট প্যান্ট্রি স্টোরেজ ইউনিট তৈরি করতে হবে। সম্ভব হলে ফ্রিজ রান্নাঘরে রাখা যেতে পারে।

বহুমুখী রান্নাঘর

রান্নাঘরের জন্য সামান্য জায়গা রেখে ঘর তৈরির প্রবণতা আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশি। খুব সামান্য জায়গায়তেও কিন্তু একটি পরিপাটি রান্নাঘর তৈরি করা সম্ভব। দরকার শুধু সঠিক নকশা ও মানসম্মত সরঞ্জাম। জায়গা খুব অল্প হলে আসবাবগুলো এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন সেগুলোর বহুমুখী ব্যবহার করা যায়। যেমন, সিঙ্কের ওপর অতিরিক্ত জলরোধী কাঠ বা প্লাইউডের নমনীয় ট্রে লাগিয়ে নিলে সেখানে জিনিস রাখা বা কাটাকুটি করা যাবে।

যেমন হয় একটি পরিকল্পিত রান্নাঘর

একটি 'ত্রিভুজ সূত্র' আছে, তিন দিকে বেসিন, চুলা এবং ফ্রিজ, তিনটি অংশ বসানো হয়। একটি থেকে আরেকটি খুব বেশি দূরে রাখা যাবে না, কাছেও রাখা যাবে না। এরপর ভাবতে হবে বায়ু চলাচলের পথ নিয়ে। এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পথ, যেমন জানালা রাখা সবচেয়ে ভালো। এমন যেন না হয় যে রান্নাঘর দিয়ে বাতাস ঢুকে বাসার অন্য ঘরগুলোতে যাচ্ছে। এতে গন্ধের সমস্যা হবে। সে জন্য অতিরিক্ত হুড রাখতে হবে।

জানালা হতে হবে বেসিনের ওপর

জানালা হতে হবে বেসিনের ওপর। যেন বাইরের তাপে ভেজাভাব সহজে শুকিয়ে যায়। চুলার ওপর জানালা রাখা যাবে না, বাতাসে আগুনের প্রবাহ নষ্ট হবে। রান্নাঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকা জরুরি। রান্নাঘরের আসবাবের ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল মার্বেল, টাইলস, প্লাইউড বা অ্যাক্রেলিক বোর্ড ইত্যাদি মসৃণ পৃষ্ঠের উপকরণ বেছে নিতে হবে। এগুলো যেন দাগ ও জলরোধী হয়। রান্নাঘরে যথাযথ জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকা চাই। এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যেন দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং নষ্ট হলেও সহজে মেরামত করা যায়। ময়লা ফেলার জন্য আলাদা দরজাযুক্ত ক্যাবিনেট তৈরি করুন।

থাকা চাই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা

এটি খুব জরুরি, কিন্তু আমাদের এখানে উপেক্ষিত। রান্নাঘর যেমনই হোক, বাড়ির সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড বা আর্গন গ্যাসসমৃদ্ধ একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কিনে রাখতে পারেন।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সিঙ্গুরে অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূলের

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ১৮ আগস্টঃ সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আহবানে আ,জি করের ঘটনায় দোষীদের ফাঁসির দাবিতে ও বাম রাম ও শ্যামেদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আজ সিঙ্গুরে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুর জমি আন্দোলনের নিহত অন্যতম শহীদ তাপসী মালিকের বাবা ও মা যথাক্রমে মনোরঞ্জন মালিক ও মলিনা মালিক ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। অবস্থান মঞ্চ থেকে দাবি ওঠে সিবিআই তদন্ত দ্রুত শেষ করতে হবে এবং দোষীদের অবিলম্বে ফাঁসি দিতে হবে।

এই অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চে মূল বক্তা হিসাবে বেচারাম মান্না বলেন রাম বাম ও শ্যামেরা এই হত্যাকাণ্ডকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তারা জানে মমতা ব্যানার্জিকে টলাবার মতো বর্তমানে তাদের কোন ইস্যু নেই। আজ যারা এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন তাদের আমলে এইরকম জঘন্যতম ঘটনা ঘটেছে। মন্ত্রী বেচারাম মান্না সিপিএমের প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন সিঙ্গুর জমি আন্দোলনের সময় এলাকার ক্ষেতমজুর পরিবারের মেয়ে তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে খুন করে কাঠের উনুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তখন কোথায় ছিল সিপিএম। আজ মমতা ব্যানার্জি মৃত চিকিৎসকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন তার বাড়ি গিয়েছেন। কিন্তু তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই গরিব খেতমজুরের বাড়িতে একবারের জন্যেও যাননি। এই বৈষম্য কেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন সিপিএম কি এর জবাব দিতে পারবে। এমনকি, কংগ্রেসের সময়ে অনিতা দেওয়ানকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা ঘটেছিল তখন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবু বলেছিলেন এমন ঘটনা ঘটতেই পারে। তাহলে এ থেকে বোঝাই যাচ্ছে বিরোধীরা নোংরা রাজনীতির করতেই বেশি পছন্দ করে। আমরা নোংরা রাজনীতি করিনা, তাই আমাদের দাবি অবিলম্বে দোষীদের অবশ্যই শাস্তি হোক।

আর্জিকরে মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুন, রাজপথে সাংবাদিকরা

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলী, ১৮ আগস্টঃ মহিলা চিকিৎসককে নৃশংসভাবে খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে হুগলী জেলার চুঁচুড়া হাসপাতাল থেকে চুঁচুড়া থানা অব্ধি সাংবাদিক দের মৌন মোমবাতি মিছিল।এই মিছিলে ধর্ষকের শাস্তি চেয়ে অভিনব প্রতিবাদ করেন সাংবাদিকরা। মহিলা ও পুরুষ সহ প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক এই মৌন মিছিলে যোগদান করেন। এই মিছিল সম্পর্কে সাংবাদিক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী বলেন আমরা ধর্ষকের বিরুদ্ধে, ধর্ষককে যারা লুকাতে চাইছেন আমরা তাদের বিরুদ্ধে, আমরা চাই দোষী কে যেনো ফাঁসি দেওয়া হয়। তিনি জানান আমরা ওয়েস্টবেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাংবাদিকরা আজ একত্রিত হয়েছি। সাংবাদিকরা বিপদে পরলে চিকিৎসকরাই তাদেরকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে, তিনি বলেন আমাদের কাছে ভগবানের পরে চিকিৎসকদের স্থান তাই আজ আমরা সাংবাদিক হয়েও এই মৌন মিছিল করলাম। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সোমনাথ বোটব্যাল, শ্রীধর কুন্ডু, কাজী জিয়াউল হক, অমল চ্যাটার্জী, সৌরভ আদক, সংগঠনের সভাপতি সৌমিলি গাঙ্গুলী চক্রবর্তী, সুস্মিতা দাসগুপ্ত,ভরত কুমার ঝাঁ সহ একাধিক বিশিষ্ট সাংবাদিকরা। সংগঠনের সভাপতি সৌমিলি গাঙ্গুলী চক্রবর্তী জানান এই মিছিল ধর্ষকদের বিরুদ্ধে আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নয়। মহিলা হিসাবে সবার আগে আমারদের উচিত একজন মহিলার পাশে থাকা তিনি জানান এই ঘটনার নিন্দার ভাষা নেই সাংঘাতিক। কাজী জিয়াউল হক জানান এই মিছিলের কোনো রঙ নেই আমরা সাংবাদিক আমরা নিরপেক্ষ তেরঙা পতাকার মতো এই মিছিল ধর্ষকের শাস্তির জন্যে তিনি জানান হাত জোর করে অনুরোধ করছি আর মৃত্যু আমরা চাই না তাই জুনিয়র চিকিৎসকরা কর্মবিরতি থেকে ফিরে আসুন। সোমনাথ বটব্যাল বলেন এর আগে সংগঠন সাংবাদিকদের বিপদে তাদের স্বার্থে পথে নামতেন এই প্রথম কোনো সাংবাদিক সংগঠন দেশের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই নিকৃষ্ট ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামলেন।

এপিডিআরের উদ্যোগে আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদ সভা ও মিছিল হয়ে গেল কুলতলির মৈপীঠে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ১৮ আগস্টঃ আর জি কর কান্ড নিয়ে সুন্দরবনের মৈপীঠে এপিডি আরের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা হয়ে গেল। রবিবার সুন্দরবনের মৈপিটে এপিডিআর এর ডাকে আরজিকরের কর্মরত ডাক্তার মৌমিতা দেবনাথের ধর্ষণ ও খুনের বিচার চেয়ে এই প্রতিবাদ মিছিল হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের বহু ছাত্র ছাত্রী এই মিছিলে অংশ নেয়। এই প্রতিবাদ সভায় দাবী ওঠে,আমার দিদির বিচার চাই। এদিন মৈপীঠের ভাসা স্কুল মোড় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে ভাসা পাঁচমাথা মোড়ে মিছিল শেষ হয়। অবিলম্বে সকল অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা না হলে আগামীদিনে সুন্দরবন জুড়ে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নামবে বলে এদিন সভায় ঘোষণা করেন এপিডিআরের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল। এ দিনের মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় বহু মানুষ অংশ নেন।

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিতেই অভিযুক্তকে তুলে নিয়ে গেল উত্তরপাড়া থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ১৮ আগস্টঃ বিয়ে টিকেছিল ২ বছর। তারপরেই ডিভোর্স। কিন্তু, তরুণীর অভিযোগ ডিভোর্স হয়ে গেলেও 'উৎপাত' থামেনি প্রাক্তন স্বামীর। অভিযোগ, নেশা করার জন্য প্রায়শই চায় টাকা। আর তা না দিলেই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। এবার ফের সেই হুমকি দিতেই অভিযুক্তকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। যে তরুণী অভিযোগ করছেন তিনি পড়াশোনা করছেন হুগলির একটি কলেজে। ২০২১ সালে হয়েছিল বিয়ে। কিন্তু ২ বছরের মধ্যে ২০২৩ সালে হয়ে যায় ডিভোর্স। শনিবার কলেজে এসেছিলেন ওই ছাত্রী। অভিযোগ, তখন ফের তাঁর কাছে আসে ফোন। চাওয়া হয় টাকা। তারপরই সোজা ঘটনার কথা কলেজের ইউনিয়নে জানান ওই ছাত্রী। ইউনিয়নের ছাত্র নেতারা ফোন করে কলেজে আসতে বলেন তরুণীর প্রাক্তন স্বামীকে। কলেজের গেটে আসতেই অভিযুক্তকে পাকড়াও করে কলেজের ছেলেরা। তাঁর সঙ্গে যে বন্ধু ছিল তাঁকে পাকড়াও করা হয়। আটকে রাখা হয় সংসদে। খবর যায় পুলিশে। বেশ কিছুক্ষণের জন্য ব্যাপক উত্তেজনা ছাড়ায় কলেজে। খবর পাওয়া মাত্রই কলেজে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। অভিযুক্ত যুবক ও তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে যায় থানায়। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে উত্তরপাড়া থানা এলাকার পুলিশ। ফোন পেয়েই যে কলেজে এসেছিলেন তা মানছেন অভিযুক্ত যুবক। তিনি বলছেন, 'ও ডেকেছিল। আমি পয়সা নিতে এসেছিলাম।' অন্যদিকে কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বলছেন, ''আমি কলেজেই ছিলাম।

ছাত্রীটি কাঁদতে কাঁদতে এসে আমাকে ঘটনার কথা খুলে বলে। জানতে পারি ওদের কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ও খুব মানসিক চাপেও ছিল। ওর অসহয়তার কথা বুঝতে পেরেই আমরা ওর পাশে দাঁড়াই। যে দুজন এসেছিল ওদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।

তরুণী খুনের প্রতিবাদে অবরোধ, পুলিশের আশ্বাসে উঠল অবরোধ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ আগষ্টঃ অবশেষে পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে ভারত জাকাত মাঝী পারগানা মহল সহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের ডাকে ১৯নম্বর জাতীয় সড়কের উপর চলা পথ অবরোধ উঠলো। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আদিবাসী তরুণী খুনের দোষীদের আগামী ১০দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবে, এই আশ্বাস পাওয়ার পরই ৫ঘন্টার বেশী সময় ধরে চলা আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে চলা জাতীয় সড়ক অবরোধ উঠে যায়। রবিবার সকাল থেকে বর্ধমান-১ ব্লকের গাঙপুরের উপর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে কয়েক হাজার আদিবাসী সমাজের মানুষজন। সকাল থেকে চলা অবরোধে দূর্গাপুর থেকে বর্ধমান এবং ডানকুনি পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়ে যায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক। প্রায় ৯৬ঘন্টা অতিক্রান্ত হতে চললো এখন পর্যন্ত ধরা পরল না বর্ধমান-১ ব্লকের নান্দুর গ্রামে তরুণীর খুনের ঘটনায়, ধরা পরেনি দোষীরা। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে ভারত জাকাত মাঝী পারগানা মহল সহ বেশ কয়েকটি আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি নেয় রবিবার। অবরোধ তোলার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে আন্দোলনরতদের সাথে কথা বলতে ঘটনাস্থলে হাজির হন বর্ধমান-২ ব্লকের বিডিও থেকে উচ্চ আধিকারিকরা।

দৃষ্টান্তমূলক পরিষেবার স্বীকৃতি দিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে চালু করল ''কর্মবীর পুরস্কার

মালিগাঁও, ১৮ আগস্টঃ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে সাধারণ মানুষ ও রেলওয়ে কর্মীদের অসাধারণ বীরত্ব এবং নিঃস্বার্থ পরিষেবার স্বীকৃতি দিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) পক্ষ থেকে তার জোনে প্রথমবারের জন্য চালু করা হয়েছে ''কর্মবীর পুরস্কার পুরস্কার। উদ্বোধনী এই পুরস্কারের মাধ্যমে যাত্রী ও রেলওয়ে কমিউনিটির সুরক্ষা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান যোগানো বীরত্ব, নিষ্ঠা ও দৃষ্টান্তমূলক পরিষেবার কাজকে সম্মান জানানো হয়। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এই বছরের ''কর্মবীর পুরস্কার প্রাপকদের প্রশংসাপত্র ও নগদ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেন। জেনারেল ম্যানেজার পুরস্কার প্রাপকদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি এমন সাহসিকতার কাজকে স্বীকৃতি দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি রেলওয়ে কর্মী এবং সম্মানীয় সাধারণ নাগরিকের দ্বারা প্রদর্শিত নিষ্ঠা ও সাহসিকতার প্রশংসা করে বলেন যে তাঁদের

এমন কাজ ভারতীয় রেলওয়ের মূল্যবোধকেই প্রতিফলিত করে। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করা হয় উত্তর ত্রিপুরার বিলথাইয়ের বাসিন্দা শ্রীমতি সুপ্রীতি আচার্যীকে। ০৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রেল কর্মচারী না হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমতি সুপ্রীতি আচার্যী ধর্মনগর ও পানিসাগর স্টেশনের মধ্যে রেল ফ্র্যাকসার লক্ষ্য করে অসাধারণ সতর্কতা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। তাৎক্ষণিক সহায়তার অভাব সত্ত্বেও তিনি হেল্পলাইন নং ১৩৯-এ কল করে প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়ে স্থানীয় মানুষদের একত্রিত করে কোনও সম্ভাব্য বিপর্যয় প্রতিরোধ করতে দ্রুত কাজ করেন। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ কাজ নিঃ স্বার্থতার শক্তি এবং সংকটের সময়ে ব্যক্তিগত অবদানের প্রভাবের প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাঁর এই দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য তাঁকে নগদ টাকার টোকেন সহ ''কর্মবীর পুরস্কার-এ ভূষিত করা হয়েছে। ''কর্মবীর পুরস্কার লাভ করা অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত ট্র্যাক মেনটেনার- নিউ জলপাইগুড়ি শ্রী লক্ষ্মী রজক, তিনি নিউ জলপাইগুড়ি ইয়ার্ডের নিকটে একটি রেল ফ্র্যাকসার প্রত্যক্ষ করেন এবং একটি সম্ভাব্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করেন শ্রী অজয় কুমার মৌর্য, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিএল অ্যান্ড এসিতিনসুকিয়া ডিভিশন, তিনি চন্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসে একটি ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিট দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শ্রী এস. কে. শরিফুল, পয়েন্টম্যান-বিথিংগৌলামডিং ডিভিশন, তিনি ট্র্যাক ওয়াশআউটের সময় একটি ট্রেন সুরক্ষিতভাবে দাঁড় করিয়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ করেছিলেন। অতিরিক্তভাবে, শ্রী মুকেশ কুমার রজক, ইন্সপেক্টর আরপিএফচাপরমুখলামডিং ডিভিশন, তিনি অকর্তৃত্বশীল পরিকাঠামো সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং মাদকজাতীয় দ্রব্য আটক করেছিলেন, শ্রীমতি সারিকা কুমারী, মহিলা সাব-ইন্সপেক্টরনিউ জলপাইগুড়িকাটিহার ডিভিশন, তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুখ্যাত অপরাধীকে আটক করেছিলেন। শ্রী কনক বসু, সাব-ইন্সপেক্টরআরপিএফহাসিমারাআলিপুরদুয়ার ডিভিশন, তিনি হাসিমারা স্টেশনে পিআরএস টিকিট উদ্ধার করা সহ দালালি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন ও দালাল আটক করেন, এবং মাদক বিরোধী অভিযানে শ্রী অমিতাভ গগৈ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরআরপিএফতিনসুকিয়া ডিভিশন, ৫৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেন এবং দুজন সরবরাহকারীকে আটক করেন। শ্রী জিতু দাস, কনস্টেবলআরপিএফরঙিয়া ডিভিশন, মানব পাচারকারীদের কবল থেকে তিনজনকে উদ্ধার করেন এবং শ্রী মিলন কুমার মিঞ্জ, ট্র্যাক মেনটেনার-আলিপুরদুয়ার ডিভিশন, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজে হারিয়ে যাওয়া রেল ক্লিপ ঠিক করে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করেন।

''কর্মবীর পুরস্কার এখন থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বার্ষিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত হবে, যার দ্বারা জোনের মধ্যে এবং ভারতীয় রেলওয়ের অন্যান্য অংশের মধ্যে সাহসিকতা এবং দৃষ্টান্তমূলক পরিষেবার কাজগুলিকে উৎসাহিত করা হবে ও স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

Name Change

I MOHAMMAD NASIM, S/O MOHAMMED JASIM, R/O 10/2/1, PHEARS LANE, PO BOWBAZAR, KOLKATA -700012, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD NASIM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT MOHAMMAD NASIM AND MD NASIM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUMANA MONDAL BISWAS, W/O KALYAN BISWAS, R/O PASCHIM PARA, THAKURPARA, TEHATTA, NADIA -741160, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMANA MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT SUMANA MONDAL BISWAS AND SUMANA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MAPHIJUL ISLAM SK & MOFIZUL ISLAM SK, S/O MD NAZRUL ISLAM SEKH, R/O LAKSHMIKANTAPUR, PS BISHNUPUR, DAIMOND HARBOUR, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOFIJUL ISLAM SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT MAPHIJUL ISLAM SK & MOFIZUL ISLAM SK AND MOFIJUL ISLAM SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JAYNAB BEGAM, W/O NAZMUL HAQUE MOLLA, R/O SHIBRAMPUR, BARGACHIA, JAGATBALLAVPUR, HOWRAH -711404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JOYNAB KHATUN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT JAYNAB BEGAM AND JOYNAB KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK NAZIMUL, S/O ABUJAFAR MOLLA, R/O SHIBRAMPUR BARGACHIA, JAGATBALLAVPUR, HOWRAH -711404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAZMUL HAQUE MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT SK NAZIMUL AND NAZMUL HAQUE MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি, Sekh Musaddek Hossain (পুরাতন নাম) পিতা Sk Abdul Mannan, ঠিকানা- Rabibhag Bagnan, P.S.-Bagnan, Howrah Rural, Pin- 711312, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.08.202 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sk Musaddek Hossain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sk Musaddek Hossain (নতুন নাম) এবং Sekh Musaddek Hossain (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন

আমি, Rofik Khan & Rafiqul Islam Khan (পুরাতন নাম) পিতা Late Md Ali Khan, ঠিকানা- Vill.- Nangla, P.O.- Satbhaiya, P.S.- Uttar Kashipur, Pin- 700135, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.08.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rafikul Islam Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rafikul Islam Khan (নতুন নাম) এবং Rofik Khan & Rafiqul Islam Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন

আমি মোহাম্মদ আলি, পিতা - রূপক লাল, প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের (তাং- ১০-০৮-২০২০) এফিডেফিট বলে রমেশ লাল থেকে মোহাম্মদ আলি নামে পরিচিত হলাম । রমেশ লাল ও মোহাম্মদ আলি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ।

Name Change

I SUMITA GOPE,S/O SANJIT GOPE,R/O 51,SIRAJ MONDAL ROAD,LICHU BAGAN,KANCHRAPARA,PS-BIZPUR, BARRACKPORE-743145,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMITA GOPE PRASAD,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024,THAT SUMITA GOPE AND SUMITA GOPE PRASAD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ASHISH TIWARI, S/O INDRAMANI TIWARI, R/O 11, JOGMAYA DEVI LANE, PS HOWRAH, HOWRAH - 711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHISH KUMAR TIWARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT ASHISH KUMAR TIWARI AND ASHISH TIWARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KAMANI TIWARI, W/O ASHISH KUMAR TIWARI, R/O 11, JOGMAYA DEVI LANE, PS HOWRAH, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMANI DEVI TIWARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT KAMANI DEVI TIWARI AND KAMANI TIWARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Mamood Ahmed (old name) S/O Golam Ahmed, residing at 13/B, Moulana Md Ali Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mahmood Ahmed (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Mahmood Ahmed (new name) and Mamood Ahmed (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Firdos Ahmed (old name) S/O Mahmood Ahmed, residing at 13/B, Moulana Md Ali Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Firdous Ahmed (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Firdous Ahmed (new name) and Firdos Ahmed (old name) both are same identical person.

Name Change

I RASANARA BEGUM,D/O-SK NOOR AHMED,R/O NAZARPUR,PO:KANTAPUKUR,PS:BAGNAN,HOWRAH-711303,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROSANARA BEGUM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024,THAT RASANARA BEGUM AND ROSANARA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KANCHAN JAISWAL, D/O TRILOKI NATH JAISWAL,W/O MD TAHIR,R/O 5,PARK LANE, PO-PARK STREET, PS-PARK STREET, KOLKATA-700016, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAHSEEN PARVEEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, (THAT KANCHAN JAISWAL AND TAHSEEN PARVEEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, KARUNA GANGULY W/O LATE PARIMAL CHAKRABORTI, R/O RABINDRA NAGAR, BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN 700144 WEST BENGAL SOLEMNLY DECLARE THAT MY MINOR DAUGHTER DEBOPRIYA CHAKRABORTI SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBOPRIYA GANGULI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARUIPUR ON 04/03/2022, THAT DEBOPRIYA GANGULI AND DEBOPRIYA CHAKRABORTI ALL ARE THE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ABDUL JALAL MOLLA & JALAL MOLYA, S/O LATE SAHIRUDDIN MOLLA, R/O VILL & PO-KATIAHAT,PS-BADURIA, NORTH 24 PARGANAS, 743427, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JALAL MOLLA (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024,THAT ABDUL JALAL MOLLA & JALAL MOLYA AND JALAL MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ARABINDU MONDAL, S/O NARAYAN MONDAL, R/O 346,UTTAR PANCHANNA GRAM, PO-VIP NAGAR,PS-ANANDAPUR,KOLKATA-700100,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARABINDU MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/08/2024,THAT ARABINDU MONDAL AND ARABINDU MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Lost and found

I, Gobinda Prasad Chakraborty son of Birendranath Chakraborty, residing at Vill.- Tegharia, P.O.- Gandharbapur, P.S.- Baduria, Dist.- North 24 Pgs, W.B have lost of my original Regd Deed (vide no. 6400 in the year 1970) from my custody and lodged a General Diary in Baduria P.S (G.D.E no-718 dated-14/07/2023). if any one found please contact (mobile no- 6294358842) or above mentioned address.

Name Change

I MD RIYAZUDDIN, S/O ABDUL JABBAR, R/O 3D/H/4,DR.M.N.CHATTERJEE SARANI,PS-NARKEL DANGA, KOLKATA-700009,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD REAZUDDIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024,THAT MD RIYAZUDDIN AND MD REAZUDDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

তৃণমূলকর্মীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ বিজেপির! প্রতিবাদে অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, বক্সিরহাট, ১৮ আগস্ট ঃ তৃণমূলকর্মীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ। আর এই কাণ্ডটি ঘটালো বলে অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বজরাপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে শনিবার বজরাপুর সংলগ্ন রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস মেলায় অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। এদিন বেলা ১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত চলে অবরোধ। এর জেরে যানজটে আটকে পড়েন পথচারীরা। বজরাপুরের বাসিন্দা তথা তৃণমূলকর্মী কানাইলাল সাহার ঘরে আগুন দেখে পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করেন। তাদের সেই চিৎকারে ছুটে আসেন আশপাশের লোকজন। তাঁরাই প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় বক্সিরহাট থানা ও দমকলকেন্দ্রে। যদিও ততক্ষণে একটি ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এই ঘটনায় বিজেপি পরিচালিত শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনোরঞ্জন বাড়িয়া, মণ্ডল সভাপতি প্রভাত বর্মন সহ ১৬ জনের নামে শনিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কানাইয়ের স্ত্রী স্বপ্না সাহা। তিনি বলেন, 'তৃণমূল করার অপরাধে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতী বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করেছে ওরা। আগুনে শোবার ঘর সমেত সমস্ত আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তাই অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।' এনিয়ে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মিলন বর্মন বলেন, 'তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত বিজেপি। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি।' যদিও তৃণমূলের তোলা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির তুফানগঞ্জ-৩ মণ্ডল সভাপতি প্রভাত বর্মন বলেন, 'এর আগেই তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিজেপি পরিচালিত ওই গ্রাম পঞ্চায়েত দখলের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাই গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত দখল নিতেই প্রধান সহ দলীয় কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।' পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

উচ্ছেদ অভিযানই সার, ফের আগের দশায় ফিরছে আলিপুরদুয়ারের রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৮ আগস্ট ঃ সরকারি চেষ্টায় উচ্ছেদ অভিযান, হকারদের পুনর্বাসন সব কিছু হল ঠিকই কিন্তু তা মনে হয় কোনও কাজে লাগল না। আলিপুরদুয়ারের রাস্তা ধীরে ধীরে আবার আগের মতো সকলেই বিশেষ করে হকাররা বসে পড়ল। মাসখানেক আগে হকার উচ্ছেদে অভিযান চালিয়েছিল স্থানীয় প্রশাসন। তখন পুরসভা আশ্বাস দিয়েছিল উখাত হওয়া হকারের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করেছে। কিন্তু তাতে লাভ হল না। এখন আবার সন্ধে হলেই পার্ক রোড, কলেজ হল্ট এলাকা, পুরসভা সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা দখল করে ব্যবসার পুরোনো দিনটাই ফিরে আসছে। সেই দৃশ্যই চোখে পরছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজি কর এ বিষয়ে জানান, রাস্তায় ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে ফের অভিযানে নামা হবে। রাস্তায় দোকানপাট থেকে কোনও জিনিসপত্র রাখা হলে এবার তা বাজেয়াপ্ত করা হবে। পুজোর আগে আলিপুরদুয়ার শহরে বিএফ রোড বাটা মোড় থেকে শোভাগঞ্জ পর্যন্ত শহরের দুটি প্রধান রাস্তার ধারে ফুটপাথ ও রাস্তার একাংশ দখল করে খাবার, জামাকাপড়, জুতো, ফল থেকে অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে হকারদের বসার প্রবণতা থাকে। হকারদের পাশাপাশি স্থায়ী দোকানের মালিকদের একাংশও রাস্তায় পসরা সাজিয়ে রাখেন। বারের দোকানদাররা কেউ কেউ রাস্তার উপরেই রান্নাঘর বানিয়ে ফেলেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর মাসখানেক আগে শহরকে দখলমুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছিল। হকারদের রাস্তায় দোকান করতে দেওয়া যাবে না সেটা সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়। অনেক দোকানপাট সরিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে থানা মোড়ে শহরের দলকলকেন্দ্রের সামনে থেকে মাধব মোড় সংলগ্ন এলাকার হকারদের মধ্যে যাঁরা খাবারের দোকান চালান, তাঁদের জন্য থানা মোড়ে পুরসভার তরফে একটা ফুডজোন বানিয়ে দেওয়া হয়। কে কোথায় বসবেন, তার জায়গা চিহ্নিত করে লটারির মাধ্যমে গত বুধবার পর্যন্ত ৪৫ জন হকারকে পুনর্বাসনের জায়গাও দেওয়া হয়। গত সোমবার থেকে হকারদের সেখানে দোকান নিয়ে বসতে বলা হলেও জায়গা পাওয়া সেই হকাররা নানা অজুহাত দেখিয়ে এখনই যাওয়ার আগ্রহ দেখায় নি। লটারিতে জায়গা পাওয়া এক ভেলপুরি বিক্রেতা যেমন এখন বিকেল হলেই তাঁর পুরোনো জায়গায় ফিরে যাচ্ছেন। ওই ব্যবসায়ী দাবি করেন, ' পুরসভার জায়গায় গিয়ে বসেছিলাম। সেখানে ৫ টাকারও বিক্রি হয়নি। এছাড়া সন্ধ্যার পর সেখানে মদের আসর বসে। ওই পরিবেশে কি ক্রেতারা আসবেন। তবে পুরসভার গেটের সামনে রাস্তায় এক হকার নিয়মিত ভ্যানগাড়ি নিয়ে এসে ফাস্ট ফুড বিক্রি করছেন। মাধব মোড় এলাকার মনোজ পাসোয়ানের ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে। দেখা গেল তাঁর রান্নাবান্না সব রাস্তার উপরেই হচ্ছে। শহরের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের সামনে ফুচকা, ডাব বিক্রেতা সহ ফাস্ট ফুডের সারি সারি দোকান আবার রাস্তার উপর যেমন ছিল তেমনই বসছে। কলেজ হল্টে বিরিয়ানির দোকানের রান্নাও চলছে রাস্তা দখল করে। উলটোদিকে ব্যাংকের সামনে ফলের দোকান রাস্তা থেকে না সরানোয় বিরক্তি প্রকাশ করেছেন স্থানীয় নাগরিকরা। কোর্ট মোড় এলাকায় পুনর্বাসন পেয়েও রাস্তার উপরেই চায়ের দোকান চালিয়ে যাচ্ছেন কেউ কেউ।। সন্ধ্যার পর সেখানে ভিারে মধ্যে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। সাতদিনের মধ্যে হকারদের চিহ্নিত করা জায়গায় বসতে বলা হয়েছিল পুরসভার তরফে। সেই সময়সীমা প্রায় ফুরিয়ে এলেও হকাররা এখনও পুরসভার চিহ্নিত জায়গায় বসছেন না। পুরসভার পুনর্বাসন তালিকায় থাকা হকারদের একাংশ ফের রাস্তা দখল করে যেমন বসতে শুরু করেছেন, এর প্রতিকার কবে হবে তা সঠিক কেউ বলতেও পারছেন না।

স্বচ্ছ ভারত মিশনে সেরা, খরচের হিসাবে প্রথম কোচবিহার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৮ আগস্ট ঃ এর আগে অন্য এক খরচের হিসেবের দিক দিয়ে রাজ্যে প্রথম হয়েছিল কোচবিহার জেলা পরিষদ। এবার ফের তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। ফিফথ ফিন্যান্স ও স্বচ্ছ ভারত মিশন ওই দুটি প্রকল্পেই খরচের দিক দিয়ে রাজ্যের সেরা হয়েছে কোচবিহার জেলা পরিষদ। রাজ্যের বাকি জেলা পরিষদগুলি থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে এটি। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে খরচের হিসাবে গোটা রাজ্যের যা গড়, তার দ্বিগুণেরও বেশি খরচ করেছে কোচবিহার। স্বচ্ছ ভারত মিশনে ২৭ কোটি টাকা পেয়েছে কোচবিহার জেলা পরিষদ। ইতিমধ্যে প্রায় ১৮ কোটি টাকা অর্থাৎ ৬১ শতাংশের বেশি খরচ করে ফেলেছে জেলা পরিষদ। এদিকে, দেখা গিয়েছে গোটা রাজ্যে এই প্রকল্পে গড়ে খরচ হয়েছে ৩০ শতাংশ টাকা। অর্থাৎ রাজ্যের খরচের তুলনায় কোচবিহার জেলা পরিষদে এই খরচ বেশি হয়েছে। আর জেলা পরিষদের এমন কাজের জেরে জেলায় ইতিমধ্যে ৪৪টি গ্রামও মডেল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। জেলা পরিষদের এগজিকিউটিভ অফিসার তথা কোচবিহারের জেলা শাসক জানান, 'ফিফটিন্থ ফিন্যান্স, ফিফথ ফিন্যান্স ও স্বচ্ছ ভারত মিশন এই তিনটি প্রকল্পেই টাকা খরচের হিসাবে কোচবিহার জেলা পরিষদ গোটা রাজ্যে প্রথম হয়েছে। কোচবিহার জেলা পরিষদে মোট ৩৪টি আসনের মধ্যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩২টিতেই জয় পেয়েছে রাজ্যের শাসকদল। বাকি দুটি আসন পদ্ম শিবিরের দখলে। ফলে জেলা পরিষদটি রাজ্যের শাসকদলের নিয়ন্ত্রণাধীনেই রয়েছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন ও জেলা শাসকের নেতৃত্বে জেলা পরিষদে আসা কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ জেলার গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে পরিকল্পনামাফিক সুন্দরভাবে খরচ হয়েছে। জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফিফটিন্থ ফিন্যান্সে গত মার্চ মাসের আগে ও পরে তাদের মোট ১১৭ কোটি টাকা এসেছিল। ইতিমধ্যেই ৭৪ কোটি টাকা তারা খরচ করেছে। যা গোটা রাজ্যে প্রথম। পাশাপাশি ফিফথ ফিন্যান্সে কোচবিহার জেলা পরিষদ পেয়েছে ২৮ কোটি টাকা। তারা খরচ করে ফেলেছে ২৬ কোটি টাকা। গোটা ঘটনার কথা জানাজানি হতে রাজ্যের বিভিন্ন মহলে কোচবিহার জেলা পরিষদকে নিয়ে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

ফের ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা মাথাভাঙ্গায় গুরুতর ভাবে জখম হলেন এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, মাথাভাঙ্গা, ১৮ আগস্ট ঃ ফের ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা মাথাভাঙ্গায়।আর এই পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে জখম হলেন এক যুবক। ভয়াবহ এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙ্গা ১ নং ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলতলা পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে বাইক নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাইক আরোহী ওই যুবক। তার বাড়ি বেলতলাতেই,নাম মিঠুন বর্মন।রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে ভিড় জমে যায় পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয়রাও। পরে স্থানীয়রাই আহত ওই যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে। তবে ওই যুবকের পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসক তাকে অন্যত্র রেফার করে দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মাথাভাঙ্গার দিক থেকে বাইক নিয়ে যখন মিঠুন বাড়ি ফিরছিলো ঠিক তখন বেলতলা অর্থাৎ বাড়ির কাছেই ছোটো একটি চার চাকা গাড়ি ধাক্কা মারে তাকে। ধাক্কা মারার ফলে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে মিঠুন এবং গুরুতরভাবে জখম হয়।

চুরির ঘটনা রোজই ঘটছে শিলিগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ আগস্ট ঃ চুরির ঘটনা এখন নিত্যদিনের হয়ে দাঁড়িয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারেট এলাকায়। চুরি সংক্রান্ত ভুড়ি ভুড়ি অভিযোগ প্রতিদিন জমা পড়ছে বিভিন্ন থানা গুলিতে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ সার্থকতা পেলেও কমেনি চুরির হার।ফাকা বাড়ি পেলেই চুরির কান্ড ঘটাচ্ছে দুষ্কৃতীর দল। শুধু তাই নয়, রাস্তার পাশে ড্রেনের উপরে থাকা লোহার স্ল্যাব বা কোন ফাঁকা জায়গার বাউন্ডারির লোহার গেট সবটাই এখন চোরেদের দখলে। রাত হলেই টোটো করে গ্যাস কাটার নিয়ে দেদার চুরি চালাচ্ছে চোরেরা। তাদের এমন কাণ্ডে বর্তমানে অতিষ্ঠ শহরবাসী।এমনই এক চোরেদের দলের দুই পাণ্ডাকে চুরির সামগ্রী সহ গ্রেফতার করল এনজেপি থানার পুলিশ। গত শুক্রবার এনজেপি থানা সংলগ্ন শান্তি পাড়ায .নবনির্মিত একটি বাড়িতে বেশ কিছু সামগ্রী চুরি যায়। তারপরেই শনিবার এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই বাড়ির মালিক। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ফুলবাড়ী জুটিয়াকালীর দুই যুবক সুজন দাস ও এম ডি রাজীবকে গ্রেফতার করে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। জানাগেছে দুই যুবক দীর্ঘদিন ধরেই ফুলবাড়ি সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় এমন চুরির কান্ড ঘটিয়েছে। রবিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।।

রাখি পূর্ণিমায় নজর কাড়ছে ফেব্রিকের কাজ করা থিম রাখি

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ১৮ আগস্ট ঃ লাল, হলুদ, সবুজ নানা রঙের কাপড়ের ওপর কড়ি, ছোট ছোট শঙ্খ ও ধান দিয়ে আঁকা আলপনাযুক্ত রাখি দিনহাটার বোনেদের হাতে এখন ঘুরছে। খোঁজ নিতেই জানা গেল, একদল মেয়ে এই ধরনের রাখি তৈরি করছে। গত বছরের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এ বছরও হাতে বানানো রাখির বেশ চাহিদা রয়েছে। সাহেবগঞ্জ রোডে এ রকমই হাতের কাজের রাখি বানান একজন। তাঁর বাড়িতে ঢুকতেই দেখা গেল একমনে কাপড়ের ওপর ধান, কড়ি দিয়ে নকশা তৈরি করছেন। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী রাখিতে ভাই ও দাদার নাম ফেব্রিক দিয়ে লেখা থাকছে। তার সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে,২০টির বেশি রাখি অর্ডার মতো ক্রেতার কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আরও অর্ডার রয়েছে। এর ফলে ব্যস্ততা খানিকটা রয়েছে।' প্রতি বছর দোকানে সাধারণত জরি, সুতোর ওপরে পুঁতির কাজ করা রাখিই বেশি নজরে পড়ে। আর সেইসঙ্গে ভিন্ন ধারার রাখি বলতে ওই ফুলের রাখি তো ছিলই, কিন্তু গত বছর থেকে রাখির বাজারে নতুন সংযোজন থিম রাখি। আর সেই চাহিদা কথা মাথায় রেখে শহরের একটু ভিন্ন ধরনের রাখি খোঁজ করছিলেন বোনেরা। বোনেদের সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখে শহরের মেয়েরা তৈরি করছেন এই থিম রাখি। মূলত কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী এই রাখি তাঁরা তৈরি করছেন। জানা গিয়েছে, 'প্রতি বছরের মতো এবছরও নিজের হাতে এই রাখিগুলি তৈরি করছেন তারা। গত কয়েকদিন থেকেই অর্ডার অনুযায়ী ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু অর্ডার রয়েছে।' তবে বাজার চলতি রাখির তুলনায় তাঁর রাখির বিশেষত্ব এই যে, এই রাখি তৈরিতে যে উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে তা একেবারেই ঘরোয়া। এই থিম রাখিগুলি তৈরিতে মূলত কাপড়, ফেব্রিক, কড়ি, ধান সহ নানা ঘরোয়া উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নতুন সংযোজন ফেব্রিকের কাজ। বিপাশার কথায়, ' কখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে থাকা ডিজাইন বলছেন, তো কখনও ভাই, দাদাদের নাম লিখতে চাইছেন। তার জানান, তাঁদের কথা মতো তা করে দিচ্ছি। আর এখানেই এই রাখিগুলি অন্য রাখির চেয়ে আলাদা। অনেকে আবার নিজেদের ভাইদের ডাক নামও লিখে নিয়েছেন।' তাঁর কথায়, ' ২৫টি রাখির অর্ডার দিয়েছেন কাস্টমাররা। আরও অর্ডার আসছে, এখন সময় কতটা পাওয়া যায় সেটাই দেখার। 'হাতে বানানো থিম রাখি সত্যিই একটু ভিন্ন ধরনের। তাই এবছর আর দোকানের চলতি রাখি আনা হয়নি। তবে শুধু থিম রাখি নয়, ফুলের তৈরি রাখির চাহিদা থাকায় জারবেরা, গোলাপ, রজনীগন্ধার রাখিও আগাম প্রস্তুত করে রাখছেন ফুল ব্যবসায়ীরা।

ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদ মঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ আগস্ট ঃ মা বোনদের সম্মান আমাদের সকলের সম্মান আরজিকর কাণ্ডে সকলের ফাঁসি চাই বিচার চাই এই স্লোগানকে সামনে রেখে অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার প্রতিটা ব্লক এ অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেসের। মা বোনেদের সম্মান আমাদের সকলের সম্মান। দোষীদের ফাঁসি চাই। রাম বাম শ্যাম এর চক্রান্ত বন্ধ হোক রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে তদন্ত শেষ করতে হবে। এই দাবি জানিয়ে প্রতিবাদ মঞ্চ উদ্যোগে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি সমতল শিলিগুড়ি টাউন-২।

সোমবার থেকে হাইলাকান্দির জিপি অফিস গুলিতে আধার সিডিং

হাইলাকান্দি (অসম) ১৮ আগস্ট ঃ হাইলাকান্দি জেলা পরিষদের উদ্যোগে সোমবার থেকে জেলার গাঁও পঞ্চায়েত কার্যালয় গুলিতে আধার পেমেন্ট সিস্টেমের জন্য আধার সিডিং শিবির আয়োজন করা হয়েছে। জেলা পরিষদের সিইও রণজি কুমার লস্কর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে এই শিবির গুলিতে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা, জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রোগ্রাম (এনএসএপি), এমএনরেগা ইত্যাদি কর্মসূচি গুলির পেমেন্ট এর জন্য জরুরী আধার সিডিং করা হবে। জেলার সুবিধা প্রাপকদেরকে এই শিবির গুলির সুযোগ নিতে বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শিবিরে আধার কার্ড এবং ব্যাংকের পাসবুক নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। ১৯ আগস্ট থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে সংশ্লিষ্ট জিপি গুলির কার্যালয় এই আধার সিডিং শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ১৯ আগস্ট যেসব জিপিতে শিবির অনুষ্ঠিত হবে সেগুলি হল চাঁন্দপুর, মাটিজুরি-পাইকান, মাহমুদপুর-জয়কৃষ্ণপুর, হরিশনগর, বলদাবলদি-নন্দগ্রাম। ২০ আগস্ট আলগাপুর, বকরিহাওর, বাহাদুরপুর, বাশডর-বড়হাইলাকান্দি, আয়নাখাল,, বড়বন্দ, আপিন-রংপুর,ধলাই-মলই,বরুণছড়া-কোকিছড়া, দারিয়াঘাট-কারিছড়া জিপি । ২১ আগস্ট বাঁশবাড়ি, চিপরসাঙ্গণ, ভাটিরকুপা, বুযালিপার, বাওয়ারঘাট, চন্দ্রপুর, দিননাথপুর, কাটলিছড়া, ধলাই বাগান, এবং ঘাড়মুরা-বাগছড়া জিপি। ২২ আগস্ট কালিনগর,মোহনপুর,চান্দপুর-উজানকোপা, গাঙ্গপার-ধূমকর-লক্ষীরবন্ধ, ধলছড়া-বিলাইপুর জোসনাবাদ-ওমেদনগর , রাঙ্গাবাক,শাহবাদ, জামিরা, কিল্লারবা-ঝালনাছড়া। ২৭ আগস্ট মোহনপুর-বার্নিব্রিজ, উত্তর নারাইনপুর, কাঞ্চনপুর, নারাইনপুর-তুপখানা, কৈয়-রামচন্ডী, লালা মুখ, সোনাছড়া, মণিপুর-নিসকর, পালইছড়া-

সুলতানি ছড়া জিপি। অনুরূপ ভাবে ২৮ আগস্ট পাঁচগ্রাম, সৈদবন্ধ, নিতাইনগর,রাঙ্গাউটি, মনাছড়া, লালছড়া-বার্নারপুর নিজবার্নারপুর-সর্বানন্দপুর, পূর্বকীর্তারবন্দ-রাজ্যেশ্বরপুর, টানটু-ধনিপুর।এরপর ২৯ আগস্ট উত্তর কাঞ্চনপুর, পশ্চিম মোহনপুর, রতনপুর, শিরিশপুর, সুদর্শনপুর-বান্দরকোনা, নিমাইচান্দপুর, নিশ্চিন্তপুর, রাজ্যেশ্বরপুর এবং সুদর্শনপুর-কালাছড়া জিপিতে আধার সিডিং শিবির বসবে।

চুরির ঘটনায় ২ যুবককে গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ আগস্ট ঃ গত কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লিচুপাকরি বাজার এলাকায় থেকে ৬৫ বস্তা আলু বোঝাই পিকআপ ভ্যান চুরির ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে! গোটা এলাকায় ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ! এর পরেই তদন্ত নামে সাদা পোশাকের পুলিশ! অবশেষে মিলে সাফল্য! চুরির ঘটনায় ২ যুবককে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ! ধৃতদের নাম কৃষ্ণ বর্মন, তাপস বর্মন। খড়িবাড়ি এলাকার বাসিন্দা! ধৃতদের আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়! আদালতের কাছে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে তদন্তের স্বার্থে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

নিহত অভিজিৎ দে-র পাশে থেকে আইনি লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের

উদয়পুর, ১৮ আগস্ট ঃ গোমতী জেলার উদয়পুরের নিহত শিক্ষক অভিজিৎ দের বাড়িতে গেলেন গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি ও বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের নেতৃত্বরা। রবিবার সকালে সারা ভারত গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির নেতৃত্ব তথা আইনজীবী প্রশান্ত পাল, সুব্রত রায় সহ উদয়পুরের আইনজীবী রঞ্জন দাশ, দেবিকান্ত বৈষ্ণব সহ ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব, টি ওয়াই এফ আই রাজ্য সভাপতি কৌশিক দেববর্মা, এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব, টি এস ইউ রাজ্য সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা ও রাজ্য সভাপতি নেতাজি দেববর্মা সহ অন্যান্যরা নিহত শিক্ষক অভিজিৎ দের বাড়িতে যান। নিহত শিক্ষকের পরিবার পরিজনদের সাথে কথা বলে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। পরে সাংবাদিকদের সামনে আইনজীবী সুব্রত পাল ও যুবনেতা নবারুন দেব বলেন নিহত শিক্ষক অভিজিৎ দের মৃত্যুতে ছাত্র যুব এবং আইনজীবীরা শোকাহত। পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। শিক্ষক অভিজিৎ দের মৃত্যুতে পুলিশ ও চিকিৎসককে দায়ী করে বলেন ঠিকমতো তারা কাজ করেনি। আইনজীবীরা নিহত অভিজিৎ দের পাশে থেকে আইনি লড়াইয়ে যা করা দরকার সব করবেন বলে পরিবারের লোকজনদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশ এবং চিকিৎসক যারা গাফিলতি করেছেন তাদেরও শাস্তি দাবী জানিয়েছেন তারা। প্রসঙ্গত, গত ৮ই আগস্ট উদয়পুর সেন্ট্রাল রোড থেকে স্বনামধন্য শিক্ষক অভিজিৎ দেকে শাসকদলের কিছু সমাজদ্রোহী জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায় পোল্ট্রি রোড স্থিত শংকর কর্মকার ওরফে শঙ্কুর বাড়িতে। সেখানে নিয়ে গিয়ে তার উপর নির্যাতন করা হয়। পরবর্তী সময়ে শিক্ষক অভিজিৎ দের স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করে শংকর কর্মকার সহ আরো অনেকে। টাকা দিতে অস্বীকার করায় তার উপর চলে অকথ্য নির্যাতন। পরে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দেওয়া হয়। রাতে পুলিশ শিক্ষক অভিজিৎ দেকে মহিলা থানায় নিয়ে যায়। সেদিন রাতে ঠিকমত চিকিৎসা না করিয়ে তাঁকে থানায় বসিয়ে রাখা হয়। পরের দিন আদালতে তোলা হলে সেখানে রক্তবমি হলে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমে গোমতী জেলা হাসপাতাল পরে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মৃত্যু হয় শিক্ষক অভিজিৎ দের।

বেঙ্গালুরুতে মহিলা যাত্রীকে হেনস্তা

১৮ আগস্ট ঃ কলকাতা, মুম্বইয়ের পরে এবার বেঙ্গালুরু। রাতের শহরে ফের আক্রান্ত মহিলারা। এবার এক মহিলা যাত্রীকে হেনস্তার অভিযোগ উঠল এক অটোচালকের বিরুদ্ধে।জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে একটি পাব থেকে ফিরছিলেন ওই তরুণী। বাড়ি ফেরার পথেই তাঁকে হেনস্তা করে অটোচালক। আপাতত গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর কোরমঙ্গল এলাকায়। শনিবার রাতে একটি পাবে গিয়ে পার্টি করেছিলেন ওই তরুণী। তার পরে নিজের স্কুটিতে চেপেই রওনা দেন বা।রি দিকে। কিন্তু মাঝরাস্তায় বিপত্তি। পথের মধ্যেই ছোট একটি দুর্ঘটনার কবলে প।নে ওই তরুণী। বাধ্য হয়ে নিজের স্কুটি থেকে নেমে অটো ধরতে বাধ্য হন। ওই সময়ে তরুণী খানিকটা বেহুঁশ ছিলেন বলে দাবি পুলিশের। সেই বিষয়টা দেখেই ওই তরুণীকে অটো থেকে নামিয়ে একটি গুদামে নিয়ে যায় অটোচালক। সেখানেই ওই তরুণীকে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আপাতত তরুণীর শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। তবে এখনও ধরা প।নি অভিযুক্ত অটোচালক।

কদমতলার নতুনবাজারে দরজা ভেঙ্গে মহিলাকে মারধর করে দামি মোবাইল নিয়ে গেল চোর

কদমতলা, ১৮ আগস্টঃ চোরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। দরজা ভেঙে মহিলাকে মারধর করে দামি মোবাইল নিয়ে গেল চোর। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানার অধীন নতুনবাজার কাশেমনগর এলাকায়।এলাকার বাসিন্দা শিবানি দাস চৌধুরী ঘরের শনিবার রাতে চোর হানা দেয়। চোরকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে গেলে কোলের শিশুকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। ওই মহিলাকেও মারধর করা হয়। ঘরের অনান্য সামগ্রী না নিয়ে গেলেও নিয়ে যায় দামি মোবাইল ফোনটি। শিবানি চৌধুরীর স্বামী ভুবন দাস কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরুতে থাকেন। শিবানি ও তার শিশুকন্যা বাড়িতে থাকায় তাদের ঘরে কোন পুরুষ নেই। সেই সুযোগ হয়তো কাজে লাগাতে চেয়েছিল চোর। রবিবার থানার খবর দিলে পুলিশ গিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে। অপরদিকে চুরি হওয়া মোবাইলটি অন থাকায় ফোন করলে চোর উল্টো হুমকি দিত থাকে। এলাকাবাসীরা পুলিশের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা মালদহে

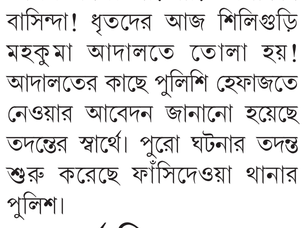

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ আগস্ট ঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা মালদহে। ইংলিশ বাজার থানার গৌড়বঙ্গ স্টেশন সংলগ্ন জাতীয় সড়কে পথদুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পাঁচ জনের। আশঙ্কা জনক আরো দুইজন। জানা গেছে শনিবার রাত্রে একটি জাইলো গাড়ি করে সাতজন কালিয়াচক থেকে মালদার দিকে আসছিল। ঠিক সেই সময় গৌড়বঙ্গ স্টেশন সংলগ্ন জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই জাইলো গাড়িটি একটি লরিকে গিয়ে ধাক্কা মারে। এর ফলে জাইলো গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুছড়ে যায়। খবর পেয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় থানার পুলিশ গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে সাতজনকে। তাদের মধ্যে পাঁচজনেরই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দুজন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বুলন্দশহরে বাস ও পিকআপ ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু ১০ জনের

বুলন্দশহর, ১৮ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহর জেলায় যাত্রীবোঝাই বাস ও পিকআপ ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ১০ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২৭ জন আহত হয়েছেন। রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সালেমপুর থানা এলাকায় মেরঠ-বদায়ু হাইওয়েতে। আহতদের প্রথমে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ৪ জনকে সঙ্কটজনক অবস্থায় মেরঠ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের পরিবহন মন্ত্রী দযা। শঙ্কর সিং বলেছেন, বুলন্দশহরে দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা অত্যন্ত দু ঃখজনক। আমরা কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছি। ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বুলন্দশহরের ডিএম চন্দ্র প্রকাশ সিং বলেছেন, রবিবার একটি প্রাইভেট বাস এবং একটি পিকআপ ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। আহতদের চিকিৎসা প্রদান আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ডিএম চন্দ্র প্রকাশ সিং বলেছেন, একটি পিকআপ ট্রাক গাজিয়াবাদ থেকে সম্বলের দিকে যাচ্ছিল এবং দিবাই থেকে একটি বাস বুলন্দশহরের দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় সালেমপুরে বাস ও পিকআপ ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ৩৭ জন আহত হন এবং তাদের মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হয়। আহতদের চিকিৎসা চলছে... মুখ্যমন্ত্রী পরিস্থিতি বিবেচনা করে আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারাক্রান্ত মন, বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য হয়েছি, চম্পই সোরেন

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃ বিজেপিতে যোগদানের নানা জল্পনার মধ্যেই গুঞ্জন আরও বাড়িয়ে দিলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা চম্পই সোরেন। জানালেন, তাঁর মন ভারাক্রান্ত এবং বিকল্প পথ খুঁজতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। বিজেপিতে যোগদানের গুজবের মধ্যে ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং জেএমএম নেতা চম্পই সোরেন টুইট করেছেন, এত অপমান ও অবজ্ঞার পরে, আমি বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য হয়েছি। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, আমি পরিষদীয় বৈঠকে বলেছিলাম আজ থেকে আমার জীবনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। এর মধ্যে আমার কাছে তিনটি বিকল্প ছিল, প্রথমত, রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়া, দ্বিতীয়ত, যদি আমি এই বিষয়ে একজন সঙ্গী পাই। তারপর তার সাথে আরও পথ এগিয়ে যাওয়া এবং আসন্ন ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত, এই যাত্রায় আমার জন্য সমস্ত বিকল্প খোলা আছে।

‘দুই পক্ষই তাঁদের বোনের জন্য দাঁড়িয়েছে, আমরা থামব না’

লিখলেন ইস্টবেঙ্গলের সৌভিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ রবিবার ছিল ডুরান্ড কাপের ডার্বি। এই মরশুমে প্রথমবার ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের প্রথম দল খেলতে নামত। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে সেই ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে। আরজি কর কাণ্ডের প্রভাব সারা রাজ্যেই পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বড় ম্যাচ হলে মাঠে নানা বিক্ষোভ হতে পারে। সেই প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত। ম্যাচ বাতিলের ইস্যুতে মুখ খুলে আরজি কর ইস্যুতেই অবশ্য কথা বলেছেন ইস্টবেঙ্গলের বাঙালি ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তী। ডার্বি নিয়ে হয়তো এই প্রথমবার লাল-হলুদ এবং সবুজ মেরুন সমর্থকরা কিছুটা কম উচ্ছ্বসিত ছিল। বরং তাঁদের মাঠে যাওয়ার আরও বেশি তাগিদ ছিল আরজি কর ইস্যুতে প্রতিবাদ করার জন্য। এ জন্য বেশ প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা আর করা হচ্ছে না। কারণ ডার্বিই বাতিল হয়েছে। ম্যাচ হবে না এই কারণে অখুশি হয়েছেন ইস্টবেঙ্গল মিডফিল্ডার সৌভিক। কিন্তু অন্য একটি কারণে তিনি খুশিও। সোশ্যাল মিডিয়ায় সৌভিক লিখেছেন, ‘ঐতিহ্যের ডার্বি না খেলতে পেরে দুঃখিত। তবে আমি খুশি বাঙাল-ঘটি দু’পক্ষেই তাঁদের বোনের জন্য একসাথে দাঁড়িয়েছে। তাই ন্যায় বিচার পাওয়া না পর্যন্ত যত কঠিনই বাধা আসুক, আমরা থামব না।’ ডুরান্ড কাপ কর্তৃপক্ষ চেয়েছিল, বাড়তি সেনাবাহিনী নামিয়ে এই ম্যাচ করানোর। কিন্তু আরজি করের ঘটনায় কলকাতায় এই মুহূর্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত। তার মধ্যে গ্যালারিতে ফের ওই ঘটনা নিয়ে বিদ্রোহ হলে পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে পারে। এই আশঙ্কায় সেনাবাহিনী দিয়েও ম্যাচ করাতে রাজি হয়নি প্রশাসন। তাই ম্যাচ বাতিলই করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে বৈঠক ছিল দুই প্রধানের কর্তা থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর আধিকারিক ও প্রশাসনের। বৈঠকেই ঠিক হয়, পুলিশী নিরাপত্তার কথা বলে ডার্বি ম্যাচ বন্ধের।

বোলাররাই সেরা! ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে বুমরার নানা যুক্তি

মুম্বই, ১৮ আগস্টঃ রোহিত শর্মার পর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে যখনই আলোচনা উঠেছে, নাম এসেছে জসপ্রীত বুমরার। তার কারণও রয়েছে। গত ইংল্যান্ড সফরে টেস্টে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা। টেস্ট ক্রিকেটে একটি মাত্র ম্যাচেই ক্যাপ্টেন্সি করেছেন। ভাইস ক্যাপ্টেন থেকেছেন বেশ কিছু ম্যাচে। শুধু তাই নয়, আয়ারল্যান্ডে টি-টোয়েন্টিতেও ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। টেস্ট ম্যাচটি ড্র হলেও টি-টোয়েন্টি দুটি জিতেছেন ক্যাপ্টেন বুমরা। বিশ্ব ক্রিকেটে বোলার ক্যাপ্টেন খুবই কম দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক পেসার প্যাট কামিন্স। বুমরা অবশ্য উদাহরণ টেনেছেন বিশ্বজয়ী দুই ক্যাপ্টেন কপিল দেব এবং ইমরান খানেরও। বোলাররাই ‘স্মার্ট’ ক্যাপ্টেন, এমনটাই মনে করেন জসপ্রীত বুমরা। আর কী বলছেন তিনি? এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জসপ্রীত বুমরা

বলেছেন, ‘‘আমি মনে করি বোলাররা বেশি স্মার্ট হয়। কারণ, ব্যাটারদের তো আউট করতে হয়! বোলারের কাজটা খুবই কঠিন। কোনও অজুহাত দেওয়ার জায়গা নেই। পাটা পিচ বলে দায় এড়ানো সম্ভব নয়, সামনে থেকে লড়তে হয়। ম্যাচ হারলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দায় চাপানো হয় বোলারদের উপরই। আমার মনে হয় বোলারদের কাজটা খুবই কঠিন।’’ বোলারদের ক্যাপ্টেন করা প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘আমরা প্যাট কামিন্সকে দেখছি। ও খুবই ভালো ক্যাপ্টেন্সি করছে। ছেলেবেলায় ওয়াকার ইউনিস, ওয়াসিম আক্রমকে ক্যাপ্টেন্সি করতে দেখেছি। কপিল দেব আমাদের বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। পাকিস্তান বিশ্বকাপ জিতেছিল ইমরান খানের ক্যাপ্টেন্সিতে। সুতরাং আবারও বলব বোলাররা স্পার্ট বেশি।’’ ক্যাপ্টেন্সির ক্ষেত্রে বোলারদের এগিয়ে রাখলেও কোনও বিভেদের পক্ষে নন বুমরা। ভারতীয় টিমে বোলার এবং ব্যাটারদের মধ্যেও কোনও পার্থক্য নেই, পরিষ্কার করেন। বুমরা বলছেন, ‘‘বুঝি আমাদের দেশে ব্যাটারদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়, এটা নিয়ে আমার কোনও খেদও নেই। তবে মনে করি, ম্যাচের আসল পরিচালক বোলাররাই। আমি যে জেনারেশন থেকে উঠে এসেছি, টেলিভিশনে টেস্ট ক্রিকেটই বেশি দেখানো হত। এটাই আমার কাছে আসল ফরম্যাট। আমি মনে করি, টেস্টে ভালো পারফর্ম করতে পারলে, বাকি ফরম্যাটেও পারব।’’

পাকিস্তান-বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্ট হঠাৎ সরিয়ে দেওয়া হল করাচি থেকে

লাহোর, ১৮ আগস্টঃ বদলে গেল পাকিস্তান-বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্টের মাঠ। ঠিক ছিল করাচিতে হবে দু’দেশের দ্বিতীয় টেস্ট। সংস্কারের কাজ চলায় দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের কথা জানিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। রবিবার জানানো হয়েছে, মাঠ বদলের কথা। দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে পাকিস্তানে গিয়েছে বাংলাদেশ। ২১ আগস্ট থেকে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হওয়ার কথা দু’দলের প্রথম টেস্ট। মানুষের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি করতে ১৫ টাকা মূল্যের টিকিটের ব্যবস্থা করেছেন পিসিবি কর্তারা। ৩০ আগস্ট থেকে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হওয়ার কথা ছিল করাচিতে। আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে সংস্কারের কাজ চলছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে পাকিস্তান-বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্ট আয়োজনের কথা জানায় পিসিবি। বিক্রি হওয়া টিকিটের অর্থ ফেরত দেওয়ার কথাও বলা হয়। তবে রবিবার জানানো হয়েছে, প্রথম টেস্টের মতো দ্বিতীয় টেস্টও হবে রাওয়ালপিন্ডিতে। পিসিবি জানিয়েছে, ‘‘নির্মাণ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতো করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম থেকে দ্বিতীয় টেস্ট সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ টেস্ট ম্যাচের সময় নির্মাণ কাজ চললে ক্রিকেটারদের ধুলো এবং শব্দের জন্য সমস্যা হতে পারে। সম্প্রচারকারী এবং সাংবাদিকদেরও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ নেই। তাঁদের পরামর্শ মতো করাচি থেকে ম্যাচ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।’’ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির হাতে সময় বেশি না থাকায় স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ বন্ধ করতে চাইছেন না পিসিবি কর্তারা। তাই পাকিস্তান-বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্ট করাচি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে আগামী ১৫ থেকে ১৯ অক্টোবর পাকিস্তান-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট করাচিতেই হবে বলে জানানো হয়েছে।

ভারতীয় ফুটবলে ইতিহাস, মেয়েদের অনুর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে রেফারি মেঘালয়ের রিয়োলাং

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্টঃ একদিকে ডুরান্ড ডার্বি বাতিল নিয়ে উত্তাল ভারতীয় ফুটবল। সেই সময় খুশির খবর আনলেন মেঘালয়ের এক মেয়ে। নাম তাঁর রিয়োলাং ধর। ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিশ্বকাপে সহকারী কোচের দায়িত্বে এ বার এক ভারতীয় মহিলা। দেশের দ্বিতীয় মহিলা রেফারি হিসেবে এই কীর্তি গড়তে চলেছেন রিয়োলাং। ডমিনিকান রিপাবলিকে হতে চলা ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলাদের বিশ্বকাপে সহকারী রেফারি হিসেবে নামবেন তিনি। মেঘালয়ের ৩৪ বছরের মেয়ে রিয়োলাং ধর এই সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেছেন, ‘‘বিশ্বকাপের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। ফিফার প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আমাকে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সেখানে আমি ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করব। ভারতের পতাকা উচুতে তোলার জন্য আমি সব রকম চেষ্টা করব।’’ মেঘালয়ের পুলিশ বিভাগে কাজ করেন রিয়োলাং ধর। এ বার তাঁর লক্ষ্য নিজেকে ফিফার অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিশ্বকাপে সফল প্রমাণিত করা। ১০ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর অবধি হবে এ বার অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলাদের বিশ্বকাপ। রিয়োলাংয়ের আগে উভেনা ফার্নান্ডেজ ভারত থেকে প্রথম মহিলা সহকারী রেফারি হিসেবে বিশ্বকাপে দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি ২০১৬ সালে জর্ডনে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলাদের বিশ্বকাপে রেফারিং করেছিলেন। ২০০৯ সাল থেকে রেফারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত রিয়োলাং ধর। এক সময় ফুটবল খেলতেন। খেলা ছাড়ার পরই তিনি মেঘালয়ে একটি রেফারির কোর্স করেন। তাতে আগ্রহ বাড়ার পর তিনি বুঝতে পারেন, রেফারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ফুটবলের সঙ্গেও জড়িয়ে থাকবেন। এরপর পেশাদার রেফারি হওয়ায় মন দেন তিনি। একাধিক আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে রেফারিং করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু রিয়লাংয়ের কথায় বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতা আলাদা হতে চলেছে। এআইএফএফএর অস্থায়ী সচিব মিস্টার. এম সত্যনারায়ণ বলেন, ‘‘রিয়োলাং ধর ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিশ্বকাপে ম্যাচ অফিসিয়ালের দায়িত্ব পেয়েছে। যা আমাদের কাছে স্বাধীনতা দিবসের উপহারের মতো। সম্প্রতি আমরা রেফারিদের উন্নতি নিয়ে কাজ শুরু করেছি। আমরা ৫ জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার নিযুক্ত করেছি। রিয়োলাংয়ের সুযোগ পাওয়া, ভারতে আরও মহিলা অফিসিয়ালদের সংখ্যা বাড়াবে।’’

মহিলাদের অনূর্ধ্ব ১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের গ্রুপে আয়োজক মালয়েশিয়া

মুম্বই, ১৮ আগস্টঃ আগামী বছরের অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ বিন্যাস হয়ে গেল। আয়োজক মালয়েশিয়ার সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে গত বারের চ্যাম্পিয়ন ভারত। ২০২৫ সালের ১৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে প্রতিযোগিতা। ২০২৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। প্রথম বারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। আগামী প্রতিযোগিতা হবে মালয়েশিয়ায়। ১৬টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। মোট ৪১টি ম্যাচ হবে। ফাইনাল আগামী ২ ফেব্রুয়ারি। গ্রুপ ‘এ’তে রয়েছে ভারত। আয়োজক মালয়েশিয়া ছাড়াও এই গ্রুপে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ ‘বি’তে রয়েছে ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড এবং আমেরিকা। গ্রুপ ‘সি’তে রয়েছে নিউ জিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সামোয়া। অফ্রিকার যোগ্যতাঅর্জন পর্বের জয়ী দলও থাকবে এই গ্রুপে। সামোয়া প্রথম বার এই প্রতিযোগিতায় খেলবে। গ্রুপ ‘ডি’তে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, স্কটল্যান্ড। এশিয়ার যোগ্যতাঅর্জন পর্বে জয়ী দল থাকবে এই গ্রুপে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের আশা, অনূর্ধ্ব ১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মহিলাদের ক্রিকেটের উন্নতিতে সহায়ক হবে। বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাডেজা, কেন উইলিয়ামসন, স্টিভ স্মিথ, ট্রেন্ট বোল্টদের মতো তারকাদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ থেকে উঠে আসার উদাহরণ দিয়েছে আইসিসি।

বুচিবাবুতে ফিরেই ইশান দেখালেন তাঁর ক্ষমতা! জোড়া ছয়ে ম্যাচ জয় ঝাড়খণ্ডের

কোয়েম্বাটুর, ১৮ আগস্টঃ বুচিবাবু টুর্নামেন্টে আরও একবার নজর কাড়লেন ঝাড়খণ্ডের অধিনায়ক ইশান কিষান। এই প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই ঝাড়খন্ড দলের পক্ষ থেকে অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়া হয় ইশান কিষানের কাঁধে। আর দায়িত্ব নিয়েই তিনি একেবারে অধিনায়কের মতোই খেললেন এবং দলকে জেতালেনও। দীর্ঘদিন আইপিএলে খেলে আসছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে বিস্তর। ওডিআইতে রয়েছে দ্বিশতরানের নজির। ফলে বুচিবাবু প্রতিযোগিতায় তিনি ভালো খেলবেন সেটা আশা করাই হয়েছিল, প্রথম ইনিংসে মধ্য প্রদেশের বিরুদ্ধে করেছিলেন শতরান, আর দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি নিজের সিগনেচার স্টাইলে ছয় মেরে জিতিয়ে দিলেন নিজের দল ঝাড়খণ্ডকে। প্রথম ম্যাচেই এই প্রতিযোগিতায় জয়ের স্বাদ পেয়ে গেল ইশান কিষানের ঝাড়খণ্ড দল। প্রথম ইনিংসে ইশান করেছিলেন ১০৭ বলে ১১৪ রান, চিনিয়েছিলেন নিজের জাত। আর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেও নিজের ছয় মারার ক্ষমতা আরও একবার দেখিয়ে দিলেন ইশান। বুচিবাবু টুর্নামেন্টে ঝাড়খন্ডের সামনে জয়ের জন্য ১৭৪ রানের লক্ষ্য রেখেছিল মধ্যপ্রদেশ দল। সেখানে মিডল অর্ডারের

ব্যাটারদের ব্যর্থতায় একসময় চাপে পড়ে যায় ইশান কিষানের দল ঝাড়খন্ড। কিন্তু এরপরই দায়িত্বশীল ইনিংস খেলে দলকে জেতান এই তারকা ক্রিকেটার। দ্বিতীয় ইনিংসে অল্প রান চেজ করতে নেমে শুরুটা ভালোই করেছিল ঝাড়খন্ড, ৬৫ রানে পড়েছিল ১ উইকেট, কিন্তু এরপরই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তাঁদের ব্যাটিং লাইন আপ। পরপর উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দলের বাকি ব্যাটাররা। পরিস্থিতি বুঝে নিজে মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে নামেন অধিনায়ক ইশান কিষান। শেষদিকে ঝাড়খন্ডের হাতে ছিল ২ উইকেট, আর জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ১২ রান। তখনই রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন ভারতীয় দলে খেলা এই তারকা ওপেনার। দুটি ছয় মেরে ম্যাচ গুটিয়ে দেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে রোহিত শর্মার ওপেনিং পার্টনার। আকাশ রাজাওয়াতের ওভারের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বলে ছয় মেরে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ইশান কিষান। গতবছর ডিসেম্বরে দঃ আফ্রিকা সিরিজের মাঝপথে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পর থেকেই আর ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি ইশান। কোচ, নির্বাচক এবং বিসিসিআইয়ের কড়া নির্দেশে শেষ পর্যন্ত ঘরোয়া ক্রিকেটে নামতে বাধ্য হন তিনি। এরপর ব্যাট হাতে অবশ্য তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, পারফরমেন্সের দিক থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া যাবে না। অবশ্য রাহুল দ্রাবিড়, অজিত আগরকরদের কথা অগ্রাহ্য করা যে তাঁর ভুল ছিল, সেটা ঝাড়খন্ডের জার্সিতে মাঠে নেমেই কার্যত মেনে নিয়েছেন কিষান।

মুম্বইতে ছোটদের অলিম্পিক্সে এবার ক্রিকেট?

দুবাই, ১৮ আগস্টঃ অলিম্পিক্সে ক্রিকেটের প্রবেশ ঘটাতে আইসিসির চেষ্টার কোনও খামতি নেই। দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেটের প্রসারের জন্য চেষ্টা করছে আইসিসি, আনকোরা দেশে ক্রিকেট ছড়িয়ে দেওয়া যারমধ্যে অন্যতম। এবার টি২০ বিশ্বকাপেও দলের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সেও ক্রিকেট শুরু হচ্ছে। এতে অবশ্য থেমে থাকতে রাজি নয় আইসিসি। ইয়ুথ অলিম্পিক্সে ক্রিকেটের জন্য চেষ্টা শুরু করল তারা। ২০৩০ সালে ইয়ুথ অলিম্পিক্স হবে। সেখানে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত করতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটির সঙ্গে হাত মেলাতে পারে আইসিসি। গত বছর ভারত সরকার জানিয়েছিলাম তারা ২০৩০ সালের ইয়ুথ অলিম্পিক্সের জন্য বিড করবে। এরপর ২০৩৬ সালের অলিম্পিক্সের জন্যও বিডের ইচ্ছাপ্রকাশ করা হয়েছে। ২০২৮ সালে অলিম্পিক্সে ক্রিকেট চালু হচ্ছে, এরপর বাকি থাকছে ইয়ুথ অলিম্পিক্স। আর ২০৩০ সালে ভারতে ইয়ুথ অলিম্পিক্স হলে সেক্ষেত্রে ক্রিকেট শুরুর করার মতো ভালো মঞ্চ আর পাওয়া যাবে না। আইসিসির পক্ষ থেকে এক কর্তা জানিয়েছেন, তাঁরা এই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন। আইসিসি জানিয়েছে ২০৩০ সালে মুম্বইতে ইয়ুথ অলিম্পিক্স হলে সেখানে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত করা হবে ভালো সিদ্ধান্ত। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন তিনি আগ্রহী ২০৩০ সালের ব্যাপারে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটিকে দেওয়া চিঠিতে আইসিসি লিখেছে, রাগবি সহ শীর্ষস্থানীয় সব খেলা ইয়ুথ অলিম্পিক্স গেমসে রয়েছে। তাহলে ক্রিকেট থাকবে না কেন? ক্রিকেটকে অন্তর্ভুক্ত করলে তৃণমূলস্তর থেকে ক্রিকেটাররা উঠে আসতে পারবেন। ইয়ুথ অলিম্পিক্সে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি ক্রিকেটাররা অংশ নিতে পারবেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ২০২৮ সালকে সামনে রেখে ২০৩০ সালে ইয়ুথ অলিম্পিক্সে ক্রিকেট আয়োজন করতে পারবে আইসিসি। ১৯০০ সালের পর এবার ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলসে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত হবে।

লেভার জোড়া গোল, বার্সার শুভসূচনা

বার্সেলোনা, ১৮ আগস্টঃ লা লিগায় শুভসূচনা পেয়েছে বার্সেলোনা। রবার্ট লেভানডফস্কির জোড়া গোলে ভ্যালেন্সিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়েছে তারা। প্রতিপক্ষের মাঠে বার্সা অবশ্য শুরুতে পিছিয়ে পড়েছিল। পরে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং, গাভি ও রোনাল্দ আরাউহোদের ছাড়াই মাঠে নামে বার্সা। ম্যাচের শুরু থেকে দুই দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার চেষ্টা করে। দুই দল সুযোগও পেয়েছিল কিছু। তবে কাছাকাছি গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল তারা। শেষ পর্যন্ত ম্যাচে ৪৪ মিনিটে হুগো ডুরোর গোলে এগিয়ে যায় ভ্যালেন্সিয়া। বাঁ প্রান্ত দিয়ে দিয়েগো লোপেজের ক্রস থেকে বল পেয়ে দারুণ এক হেডে লক্ষ্য ভেদ করেন ডুরো। এগিয়ে থেকে অবশ্য বিরতিতে যেতে পারেনি ভ্যালেন্সিয়া। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের দারুণ এক গোলে বার্সাকে সমতায় ফেরান লেভানডফস্কি। আলেহান্দ্রে বালদের ক্রস থেকে বল পেয়ে ইয়ামাল বাড়ান লেভার উদ্দেশ্যে। সঙ্গে লেগে থাকা ডিফেন্ডারের ফাঁদ এড়িয়ে দারুণভাবে বল জালে

জড়িয়ে বার্সাকে ম্যাচে ফেরান এই পোলিশ স্ট্রাইকার। বিরতির পর অবশ্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি বার্সাকে। বক্সের ভেতর রাফিনিয়া ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় বার্সা। ৪৯ মিনিটে স্পট কিক থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন লেভা। এরপর দুই দলই চেষ্টা করেছিল গোল করার, সুযোগও পেয়েছিল তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো দলই আর গোল না পেলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সা। ম্যাচ শেষে দলের জয় নিয়ে লেভানডফস্কি বলেছেন, ‘‘আমার ধারণা, তিন-চারজন তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে আমরা প্রথমার্ধের চেয়ে দ্বিতীয়ার্ধে ভালো খেলেছি। মরসুমের শুরুতে এই ম্যাচটাতে জয় পাওয়া আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে কাজটা অনেক কঠিন।’’ নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে এ সময় কথা বলেছেন লেভা, ‘‘আমার লক্ষ্য সব সময় গোল করা। আমি জানি না, মরসুমে শেষ পর্যন্ত কত গোল করব। তবে প্রথম ম্যাচে গোল করাটা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গোল আমাকে আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে।’’

১৭ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড আল নাসর, দলের খেলায় ক্ষুব্ধ রোনাল্ডো

আরেকটি গোল হজমের পর মাঝমাঠে ভীষণ হতাশ দেখাল ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোকে। দুই হাত গালে ঠেকিয়ে ঘুমের ভঙ্গি করলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সেখানেই থামলেন না তিনি, হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন সব আশাই শেষ। অনেকটা অসহায় আত্মসমর্পণই করে আল নাস্‌র। তাদের উড়িয়ে দিয়ে সৌদি সুপার কাপে টানা দ্বিতীয় শিরোপা জিতল আল হিলাল।

রিয়াধ, ১৮ আগস্টঃ মাঠে নামার মুহূর্তে ট্রফিতে হাত বুলিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। প্রথমার্ধের বিরতিতে যাওয়ার ঠিক আগেমুহূর্তে রোনাল্ডোর গোলেই যখন আল নাসর এগিয়ে গেল, তখন মনে হচ্ছিল আগেই স্পর্শ পাওয়া ট্রফিটা তাঁরই হতে যাচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে রোনাল্ডোর চোখে শর্ষে ফুল দেখিয়ে দিল আল হিলাল। ৫৫ থেকে ৭২-মাত্র ১৭ মিনিটের মধ্যে চার-চারটি গোল করে ফেলল তারা। ফাইনালে হঠাৎ খেই হারিয়ে লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়া রোনাল্ডোর আল নাসর হারল ওই ৪-১ গোলেই। তাতে সৌদি সুপার কাপে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হলো আল হিলাল। গত বছরের ফাইনালে করিম বেনজেমা-এন’গোলো কান্তেদের আল ইত্তিহাদকে একই ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল আল হিলাল। সৌদি ফুটবল ইতিহাসের সফলতম ক্লাবটি এই নিয়ে পঞ্চমবারের মতো এই শিরোপা জিতল। সৌদির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর আবহার প্রিন্স সুলতান বিন আবদুলআজিজ স্টেডিয়ামে আজ সুপার কাপ ফাইনালের ৪৪ মিনিটের রোনাল্ডোর গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। বক্সের জটলায় আবদুলরহমান ঘারিবের কাছ

থেকে বল পেয়ে আলতো টোকায় ডান প্রান্ত দিয়ে বল জালে জড়ান পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী তারকা। ট্রফিছোঁয়া দূরত্বে থেকেই বিরতিতে যায় তাঁর দল। কিন্তু বিরতির পর ম্যাচের মোড় খোলনচলে পাল্টে দেন আল হিলালের দুই সার্বিয়ান ফুটবলার সের্গেই মিলিনকোভিচ-সাভিচ ও আলেক্সান্দার মিত্রোভিচ। ৫৫ মিনিটে মিত্রোভিচের পাস থেকে সমতা ফেরান সাভিচ। এরপর ৬ মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল করে ম্যাচটাকে রোনাল্ডোদের নাগালের বাইরে নিয়ে যান মিত্রোভিচ। আর ৭২ মিনিটে আল নাসরের কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকে দেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ম্যালকম। দলকে একের পর এক গোল খেতে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন রোনাল্ডো। এ বছর আল হিলালই তাঁকে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা দিয়েছে। গত মরসুমে সৌদি প্রো লিগে আল হিলালের কাছেই শিরোপা হাতছাড়া হয়েছে রোনাল্ডোর আল নাসরের। এরপর গত মে মাসে সৌদি কিংস কাপ ফাইনালেও একই প্রতিপক্ষের কাছে হেরে শিরোপাবঞ্চিত হতে হয়। আজ আরেকবার ফাইনালে আল হিলাল বাধা টপকাতে ব্যর্থ হলেন রোনাল্ডো। ফলে গত বছরের আগস্টে জেতা আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপ ট্রফিটাই আল নাসরের হয়ে তাঁর একমাত্র শিরোপা হয়ে রইল। দলের এমন আত্মসমর্পণ মেনে নিতে পারেননি পর্তুগিজ ফুটবলার। মাথা গরম করে ফেলেন। মাঠের মাঝে সেন্টার লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে অশ্লীল ভঙ্গিতে ক্ষোভপ্রকাশ করে সতীর্থদের কিছু বলতে দেখা যায় তাঁকে। বিশেষ করে দলের গোলরক্ষকের পারফরম্যান্সে বেশ বিরক্ত দেখিয়েছে তাঁকে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে রোনাল্ডোর সেই ক্ষোভপ্রকাশের ভিডিয়ো।

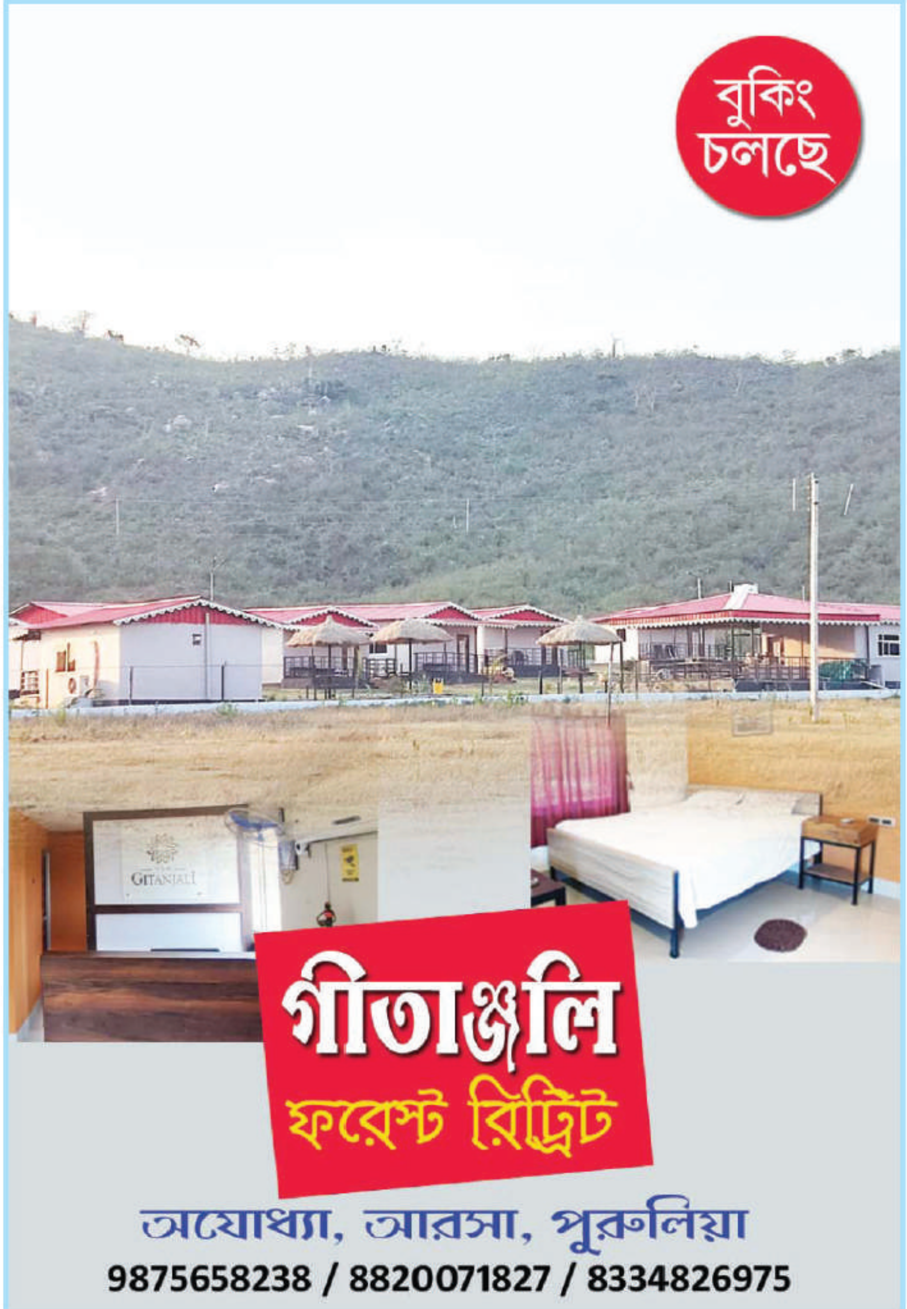

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com